বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মৃত্যু উপত্যকা

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মৃত্যু উপত্যকা

কাজী মায়মুর হোসেন

মুখোমুখি হয়ে আবারও অনুভব করল জিম কার্সন, বার্ড কেলটন আসলে পুরানো আমলের জলদস্যুদের মতোই বেপরোয়া, উদ্ধত এবং দুর্বিনীত এক সত্যিকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ। প্রচণ্ড তার আকর্ষণ। পাহাড়ের মতো তার ব্যক্তিত্ব। চিতার মতো ক্ষিপ্র, সিংহের মতো সাহসী, গণ্ডারের মতো গোঁয়ার, শেয়ালের মতো ধূর্ত এবং সাপের মতোই শীতল। ক্ষমতাশালী হবার সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে বর্তমান। উপত্যকার র‍্যাঞ্চারদের রাসলিং করে ফতুর করে দিচ্ছে সে। সাধারণ মানুষ জিম কার্সন। অন্তত নিজেকে তাই মনে করে সে। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া যে ওর স্বভাববিরুদ্ধ। রুখে দাঁড়াতেই হলো ওকে। অসম লড়াই।

অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করবে ও?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

মৃত্যু উপত্যকা

কাজী মায়মুর হোসেন

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8216-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MRITYU UPATYAKA
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

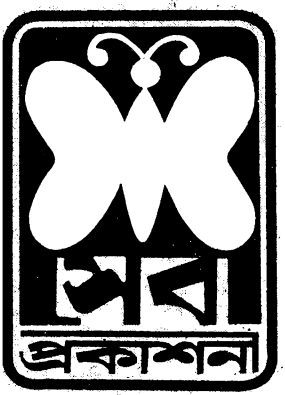

তেত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মৃত্যু উপত্যকা

ওয়েস্টার্ন

মৃত্যু উপত্যকা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্দী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মানুষের মন মেজাজের মতোই প্রতিটা শহরেরও নিজস্ব একটা মেজাজ থাকে। মানুষের আনন্দ, ক্রোধ, সন্দেহ, প্রতিশোধ–সব মিলিয়ে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

আজ বুধবার বীভার শহরের ভিজিলেন্স কমিটি একজন লোকের বিচারের ব্যবস্থা করছে। বোধহয় ফাঁসি হবে লোকটার। প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে তার। তারা কেউই সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বন্ধুর চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রচার করবে না, কিন্তু তারা ওই লোকের মতোই, অন্ধকারের বাসিন্দা–আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অভ্যস্ত। পাহাড়ী মানুষ তারা। কঠোর, রুক্ষ, কঠিন।

সেকারণেই আজ বীভার টাউনে অনিশ্চয়তা।

ইন্ডিয়ান এলাকায় এই বীভার টাউন গড়ে উঠেছে দুঃসাহসী কিছু লোকের ঐকান্তিক চেষ্টায়। আইনের আওতার বাইরে শহরের অবস্থান। সেজন্যে নিজেরাই তারা অস্ত্রের আইন তৈরি করেছে। ভিজিলেন্স কমিটির কোন আইনগত ভিত্তি নেই কোথাও। মানুষ এখানে জমির দখল বজায় রাখতে পারলেই মালিক হিসেবে বিবেচিত হয়, ঠিক তেমনি, দুর্দমনীয় পশ্চিম অভিযাত্রীরা অস্ত্রের জোরে আইন রক্ষায় ভিজিলেন্স কমিটি গড়ে তুলেছে। যারা একেবারে আইন মানতে রাজি নয়, তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যেই এই আয়োজন।

ছোট একটা র‍্যাঞ্চিং শহর এই বীভার, পাহাড়ের পাদদেশে। ওই পাহাড়েই বাস করে বন্দির ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের বনিবনা নেই। যারা ব্যবসা করে বা র‍্যাঞ্চিং করে, তাদের প্রতি এই বিশেষ শ্রেণীটির আছে স্রেফ অবজ্ঞা।

প্রতিনিয়ত এই সমস্যার মাঝ দিয়ে দিন পার হয় জিম কার্সনের মতো লোকদের। আইন নেই তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্যে। কোন সরকার নেই যে নিরাপত্তা দেবে। কিছুদিন আগে মাত্র শেষ হয়েছে গৃহযুদ্ধ। আউট-লদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। তবু পশ্চিমে টিকে আছে মানুষ।

আজ লেভি ফক্সের বিচারের দ্বিতীয় দিন। শহরে থমথমে একটা পরিবেশ।

একটা বাছুর চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে লেভি ফক্স। এক ডলার দিলে অমন একটা বাছুরের মালিক হতে পারত সে।

র‍্যাঞ্চ থেকে এসে প্রধান সড়ক দিয়ে শহরে ঢোকার সময় পরিবেশটা আঁচ করে নিল জিম কার্সন। স্টেবলে ঘোড়া রেখে মালিক ল্যাংড়া পেগ জেসনকে জিজ্ঞেস করল, 'বিচার কেমন চলছে? জুরি ঠিক হয়েছে?'

যুদ্ধে হারানো পায়ের হাঁটুর কাছটা চুলকাল পেগ, তিক্ত চেহারা। বলল, 'ওরা লেভিকে ভয় পাচ্ছে, নইলে কালকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত।'

'লেভিকে ভয় পাচ্ছে?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জিম। 'লেভি ফক্সকে?'

'ওই হলো। বার্ড কেলটনকে ভয় পাচ্ছে। কেলটনের পাহাড়ী স্যাঙাতরা শহরে এসে অপেক্ষা করছে, যেমন করে গরু মরার

অপেক্ষায় বসে থাকে শকুনের দল।'

'আগেও চোরদের মরতে দেখেছে ওরা,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল জিম।

'তবে তারা কেউ বার্ড কেলটনের লোক ছিল না।'

'ঘোড়াটাকে দলাইমলাই করে খাওয়া দিয়ো, আমি চললাম।' স্টেবলের ছায়াময় শীতলতা থেকে বেরিয়ে এলো জিম, ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল স্টোর লক্ষ করে। স্টোরের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়াল ও, একটা সিগারেট ধরিয়ে আরও ভাল করে অনুভব করার চেষ্টা করল শহরের পরিবেশ। রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে চোখ বুলাল, কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। ছোট ছোট ব্যাপারগুলো ওকে বলে দিল অবস্থা কেমন।

হার্ডওয়্যার স্টোরের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। ওটার দোতলায় বিচারের আয়োজন করা হয়েছে। বাড়িটার কোণে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো সিকামোর গাছের তলায় অপেক্ষা করছে পাঁচছয়জন পাহাড়ী লোক। কঠোর চেহারা। গম্ভীর। চারপাশে নজর চালাচ্ছে তারা। বিচার দেখতে আসা শহুরে লোকদের দিকে অবহেলা নিয়ে তাকাচ্ছে। সিগারেট টানছে আর অপেক্ষা করছে। নিজেদের মাঝে কথা বলছে নিচু চাপা স্বরে। ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, নজর রাখতেই তাদের পাঠানো হয়েছে।

রাস্তার দু'ধারে দোকান আর সেলুনগুলোর সামনে বেঞ্চে বসে রয়েছে কিছু লোক। তাদের কেউ কেউ পাহাড়ী, আবার শহরের লোকও রয়েছে কিছু। জ্যাকফর্ক পাহাড়ের পাদদেশের ছোট র‍্যাঞ্চার আর কাউহ্যান্ডরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

একটু পরেই জুরিরা তাদের মতামত জানাবে।

থমথমে একটা পরিবেশ। টানটান উত্তেজনা। যেকোন মুহূর্তে

ঘটবে বিস্ফোরণ।

র‍্যাঞ্চার আর কাউহ্যান্ডরাও নজর রাখছে চারপাশে। প্রয়োজনে লড়বে।

কয়জন জুরি ঠিক হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তারা কি মত দেবে তাও নিশ্চিত নয়। কিন্তু বন্দিকে যদি অভিযুক্ত করা হয় তাহলে গোলমাল যে পাকিয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জ্যাকফর্ক উপত্যকার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

জিম কার্সনের বয়স আটাশ। লম্বা মানুষ সে, মোটামুটি সুদর্শন। পেটা দেহ। পরনে রেঞ্জের উপযুক্ত পোশাক। জিন্সের প্যান্টটা গুঁজে রেখেছে গোড়ালি ছাড়ানো বুট জুতোর ভেতর। তাকে দেখলে প্রথম পলকেই অলস একটা সিংহ মনে হয়, যদিও কাছ থেকে যারা চেনে তারা জানে যে মোটেই অলস লোক নয় জিম কার্সন।

জিমের কাঁধ দুটো চওড়া, সরু কোমর। শার্টের নিচে শক্তিশালী পেশির আভাস। রোদে পুড়ে গায়ের রং বাদামী। হাসিখুশি মানুষ সে। জীবনটাকে সহজ ভাবে নিতে জানে। তবে বন্ধুরা বলে অত্যন্ত কঠোর এবং সাহসী মানুষ সে। সেজন্যে অনেকে তাকে পছন্দ করে, আবার অনেকে করে ঘৃণা।

জুরিরা বোধহয় আলাপ আলোচনা করছে। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে মাড়িয়ে সেলুনে ঢুকল জিম। ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছে। জানে, বারুদে ঠাসা পিপের সঙ্গে লাগানো দড়িতে আগুন জ্বলছে। পিপের খুব কাছেই আছে ও। বিস্ফোরণ ঘটলে রক্ষা পাবে না।

সেলুনের ভেতরে খদ্দের প্রায় নেই বললেই চলে। তিন চারজন গম্ভীর চেহারার লোক টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছে। নিচু স্বরে নিজেদের মাঝে আলাপ চলছে তাদের। জিমকে কাউন্টারের

সামনে দাঁড়াতে দেখে সেলুন মালিক ম্যালোন এগিয়ে এলো, হাতের শীতল বীয়ারটা নামিয়ে রাখল জিমের সামনে।

'শীঘ্রি জুরিরা তাদের ঘোষণা দেবে?' জিজ্ঞেস করল জিম।

কমবয়সী আইরিশ লোক ম্যালোন, মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে হাসি, চওড়া কপালের ওপর থেকে ব্যাক ব্রাশ করা চুলে রুপোলি ছোপ লেগেছে অসময়ে। আস্তে করে মাথা নাড়ল সে, মৃদু হাসছে। 'বলো, কারও কিছু করার আছে? আমি যতদূর বুঝি, কেয়ামত পর্যন্ত সময় নিক না ওরা। যে রায়ই দিক, এটা নিশ্চিত যে লাশ পড়বে। যা করার কোর্ট করুক না, তোমরা কেন মাথা গলাচ্ছ! ঠিক আছে, মানলাম লেভি গরু চুরি করেছে, তার মানে কি এই যে সেজন্যে গোটা কাউন্টিকে যুদ্ধে ঠেলে দিতে হবে?'

জিম জানে ম্যালোন ভয় পাচ্ছে না। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী সে, চায় না শহরের ওপর ঝঞ্ঝার ঘনঘটা নেমে আসুক।

'একটা গরু চুরির ব্যাপার নয় এটা, তুমি তো ভাল করেই জানো,' বলল গম্ভীর জিম। 'প্রতিবছর র‍্যাঞ্চারদের তিরিশভাগ বাছুর চুরি করে নিচ্ছে ওরা। ওই তিরিশভাগ গরু থাকা বা না থাকার মানে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারা আর না খেতে পেয়ে মরার তফাৎ। ব্যাপারটা একটা গরু নয়, গরুচোরদের বুঝিয়ে দেয়া যে অন্যায় করে কেউ পার পাবে না।'

'কথা ঠিক,' স্মিত হাসল ম্যালোন। 'কিন্তু ভাবতেই ভয় লাগছে যে কি ঘটবে। লেভি তো বার্ড কেলটনের লোক। আর বার্ড কেলটন নিজের লোককে নরক পর্যন্ত সাপোর্ট করে। সে ভাল কাজই করুক আর খারাপ কাজ।'

ভ্রূ কুঁচকাল জিম। 'ভাল বা খারাপ যাই করুক?'

'বার্ড কেলটনকে ছোঁয়া যায় না। বড় বেশি চতুর। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে অন্যায় কিছু করছে সে।'

'সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

'ওকে না ঘাঁটানো পর্যন্ত ঝামেলা হবে না।'

'ঝামেলার ভয়ে আমরা তো আর না খেয়ে মরতে পারি না।' কাঁধ ঝাঁকাল জিম। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'লোক দরকার। শুনলাম এদিকের অবস্থা জেনে নতুন লোক র‍্যাঞ্চে কাজ নিতে উৎসাহী নয়। জানো কিছু?'

'আমিও তাই জানতাম, কেউ এখানে কাজ নিয়ে মরতে চাইবে না। কিন্তু একটু আগে ঠ্যাং বাঁকা এক বোকা বুড়ো এখানে এসেছিল কাজের খোঁজে।' জিমের দেয়া কয়েনটা নিয়ে ড্রয়ারে রাখল সে। 'পরিস্থিতি তো জানে না। আমি তাকে নিরুৎসাহিত করেছি। ব্যাটা বলল এমন পরিস্থিতিই তার পছন্দ।' দরজার দিকে তাকাল ম্যালোন। 'ওই যে লোকটা, আবার আসছে।'

সুইং ডোর ঠেলে মাত্র ঢুকেছে লোকটা। উঁচু হিলের বুট পরে থাকার পরও মাত্র ফুট পাঁচেক হবে সে দৈর্ঘ্যে। মাথায় মস্ত একটা হ্যাট, চেহারা প্রায় ঢেকে রেখেছে। পা দুটো এতোই বাঁকা যে ছোট একটা কুকুর দু'পায়ের ফাঁক গলে লাফিয়ে চলে যেতে পারবে হাঁটু স্পর্শ না করেই। কান দুটো বিরাট, নাকটা খাড়া। চেহারাটা এমনই যে দেখলে হাসি পায়, যদিও এখন আগন্তুকের নীল চোখে গম্ভীর দৃষ্টি।

শর্টি ব্রাউনকে বহুদিন থেকে চেনে জিম। কথা বলে উঠতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু শর্টি ব্রাউনের চেহারায় নির্বিকার নিস্পৃহ ভঙ্গি দেখে থেমে গেল। জিমের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে শর্টি, ভাব দেখে মনে হলো জীবনে কখনও ওকে দেখেনি আর।

হাত ইশারা করল ম্যালোন। 'এই যে, শোনো।' জিমকে দেখাল। 'এ জিম কার্সন। লোক খুঁজছে।'

জিমের পাশে এসে দাঁড়াল শর্টি। এখনও চেহারায় জিমকে

চিনতে পারার কোন ছাপ নেই।

'মিস্টার,' বলল সে, 'তুমি নিশ্চয়ই এমন কাউকে কাজে নেবে না যে কাজ করতে উৎসাহী নয়?'

'ঠিক কোন্ ধরনের কাজ করতে তুমি উৎসাহী নও?' শর্টির বহু ব্যবহৃত হোলস্টার আর প্রায় মাটি ছোঁয়া অস্ত্র দেখল জিম। অস্ত্রে শর্টি অত্যন্ত দ্রুত, চোখের পলকে ওটা বের করে নিখুঁত লক্ষ্যে তপ্ত সীসে ছুঁড়তে ওস্তাদ।

বাঁকা পায়ে চাপড় মারল শর্টি। 'কাজে আমার আপত্তি নেই, যতোক্ষণ না মাটিতে নামতে হয়। মাটি আর আমার পা ঠিক খাপ খায় না।'

'তোমার সাহায্যকারী কোথায়?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল জিম।

'কিসের সাহায্যকারী?'

'অস্ত্র বের করার পর ওটার ওজন বহন করে যে, তার কথা বলছি।'

চিন্তিত চেহারা হলো শর্টির। 'কিছুদিন ধরে লোকের অভাবে আছি।'

'ঘোড়ায় চড়তে পারো?'

শর্টির গম্ভীর বিষণ্ন চেহারায় আরেকটু হলেই হাসির রেখা ফুটে উঠত। জিমের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন ওই র‍্যাঞ্চে বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর কাজ করত সে। ওর মতো ঘোড়ায় চড়তে পশ্চিমে খুব কম মানুষই পারে। জিম সেটা জানে। খেলছে ছোকরা ওরই খেলা।

'পারি, যদি কেউ ওটাকে স্থির করে ধরে রাখে। তোমার র‍্যাঞ্চে নিশ্চয়ই ঘোড়ায় ওঠার জন্যে মই আছে? মই যেখানে নেই সে র‍্যাঞ্চে কাজ করি না আমি।'

'এখানে আমরা নতুন। এখনও মই তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। তবে তোমার জন্যে একটার ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত ছেলেরা গাছের ডালে উঠে সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে নামে। তুমি নিশ্চয়ই তা করতে পারবে?'

'আপাতত কয়েকদিন ওভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারব বৈকি।' জিমের চোখে তাকাল শর্টি। 'কাজটা তাহলে পাচ্ছি?'

'অস্থায়ী ভাবে কাজে নিয়ে দেখতে পারি,' চিন্তার ভঙ্গি করল জিম। 'মাসে একশো ডলার পাবে। সঙ্গে থাকা খাওয়া বিনা পয়সায়।'

'চলবে না,' বলল শর্টি। 'আমার ধারণা আমি একশো পঁচিশের যোগ্য। তবে শুনেছি এদিকে থাকলে প্রচুর অস্ত্রের ধোঁয়া নাকে আসবে। ঠিক আছে, ওটা আমার কাছে মাসে পঞ্চাশ ডলারের চেয়ে দামী। তার মানে হচ্ছে আমাকে পঁচাত্তর ডলার দিলেই চলবে তোমার। এতে তুমি যদি রাজি না হও তাহলে কাজটা আমি চাই না।'

'ঠিক আছে, পরখ করে দেখা যাক তোমাকে।' ম্যালোনের দিকে হাতের ইশারা করল জিম। 'একে বীয়ার দাও।'

'ধন্যবাদ,' খুশি খুশি গলায় বলল শর্টি। 'বারটেন্ডার, এ মত বদলাবার আগেই আমাকে তিনটে বীয়ার দাও।'

নতুন পরিচিতরা যেমন দু'এক কথা বলে, তেমনি ভাবে বীয়ার শেষ করল ওরা। তারপর জিম বলল, 'ওপরে এসো। কি কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে তোমাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেব।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল ওরা। সেলুনের ওপরে হোটেল। সেখানে একটা ঘর নিয়েছে জিম। ঘরে ঢুকে জানালার সামনে দুটো চেয়ারে বসল দু'জন। জানালা দিয়ে কোর্ট রুমের ভেতরটা দেখা যায় ওখান থেকে।

বসার পর না চেনার ভঙ্গিটা দূর হয়ে গেল দু'জনের আচরণ থেকে। 'আগন্তুক সাজার পেছনে কারণটা কি?' জানতে চাইল জিম।

'শুনলাম এদিকে গোলমাল চলছে। তোমার অবস্থান বোঝার আগে কোন পক্ষ নিতে চাইনি আমি। কে জানে, আমি হয়তো বিপক্ষে যোগ দেব।'

ভ্রূ নাচাল জিম। 'একথা শুনে আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। আমি হয়তো তা-ই চাইব। তার আগে বলো, এদিকে হঠাৎ করে তোমার আগমনের কারণটা কি? ব্যাঙ্ক ডাকাতি টাকাতি করে ভেগে এসেছ নাকি?'

'তা আর পারলাম কই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শর্টি। 'একটা কাজ হাতে নিয়েছিলাম, ক্যাটল ড্রাইভ। কিছু গরুর গায়ে দেখলাম জে সি ব্র্যান্ড। জানতাম এই ব্র্যান্ডের মালিক জিম কার্সন নামের এক গর্দভ। চিন্তা করে মনে হলো ওটা হয়তো সেই পুরানো বোকাটার ব্র্যান্ডই হবে। তাই গরু পৌঁছে দিয়ে বোকাটার কি হলো জানতে সোজা চলে এলাম এই এলাকায়।'

'কবের ঘটনা?'

'মাস ছয়েক তো হবেই।'

'ছয় মাসের মধ্যে আমি কোন গরু বিক্রি করিনি। কে গরুর মালিক সেটা খুঁজে বের করেছ?'

'হ্যাঁ। কেলটন নামের এক লোকের কাছ থেকে গরু কিনেছে র‍্যাঞ্চার। ডুরান্টে কিনেছে। আমাকে বলল কেলটন লোকটা এদিকে থাকে। তার খোঁজে চলে এলাম, জানতাম তোমার দেখাও পেয়ে যাব।'

খবরটা হজম করতে করতে একটা সিগারেট রোল করে ধরাল জিম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর। কিন্তু বিস্মিত হলো

না ও। অনেক দিন ধরেই ও ধারণা করছিল রাসলিঙের সঙ্গে বার্ড কেলটন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত।

শর্টির চোখে চোখ রাখল জিম। 'তোমার জায়গায় আমি হলে ভুলেও আপাতত বার্ড কেলটনের পেছনে লাগতাম না।'

'কেন?'

'দুটো কারণে। এক, ইতিমধ্যেই আমাকে পেয়ে গেছ তুমি। দুই, কেলটনকে এটা জানতে দেয়া উচিত হবে না যে তুমি জানো সে আমার গরু চুরি করে বিক্রি করেছে। সে যদি জানে তাহলে যে করে হোক তোমাকে খতম করে দেবে।'

'তাই?' বাঁকা হাসল শর্টি। 'এবার বলো কবে ওকে আমরা গাছ থেকে লটকে দেব।'

'সম্ভব নয় আপাতত। তুমি যা বলছ সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে।'

'কি করতে বলো তুমি?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল জিমের গলা। 'পাহাড়ে বাস করা কিছু শয়তানের কারণে ফতুর হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে আমাদের। গরু হারাচ্ছে সবাই। গত দু'বছরে এই প্রথম একজনকে ধরা গেছে। তাকেও ধরে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। দিনে দিনে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। কি ঘটছে সবাই আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু এতোদিন কিছু করা যায়নি। আজকে চোরটার বিচার হবে। কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হবে কিনা সন্দেহ।'

'সমস্যা কোথায়?'

'ম্যাভরিকিং। ব্র্যান্ড না করা বাছুর চুরি হয়ে যাচ্ছে। আগে ব্র্যান্ড করা গরু চুরি হতো, কিন্তু গত দু'বছর ধরে বাছুর চুরি করছে। বাছুরের মাকে খুন করে ফেলে ওরা, যাতে ওটা বাচ্চার পিছু নিতে না পারে। মানে বুঝছ? আমরা শুধু বাছুরই হারাচ্ছি না,

গরুও হারাচ্ছি।'

সিগারেট রোল করতে করতে কিছুক্ষণ ভাবল শর্টি, তারপর ওটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কিন্তু মা ছাড়া বাছুরগুলোকে ওরা বাঁচাচ্ছে কি করে? দুধ ছাড়া তো মরে যাবার কথা।'

'কি ঘটছে তা বলতে পারি না।'

'আশ্চর্য!' আপনমনে বলল শর্টি। 'যাকে তোমরা চোর ধরেছ সে এ ব্যাপারে কি বলছে? তার তো জানা আছে।'

'জানে, কিন্তু মুখ খুলবে না।'

'কাদের হয়ে কাজ করে সে? একজন লোক একটা একটা করে বাছুর চুরি করে তো আর গোটা রেঞ্জ খালি করে দিতে পারে না।'

'জানে না কেউ। আমরা কয়েকজন ধারণা করছি সে কার হয়ে কাজ করত, কিন্তু প্রমাণ নেই কোন। সবকিছুর পেছনে আছে বার্ড কেলটন। অত্যন্ত চতুর লোক সে। দক্ষ। তার পক্ষে এমন একটা কুকীর্তি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। নিজেকে ফীডার বলে প্রচার করে লোকটা। খাবার বিক্রি করে, গরু কেনে, আবার বেচেও। সম্ভবত চোরদের কাছ থেকে গরু কিনছে সে। আবার এমনও হতে পারে যে সে নিজেই চোরদের নেতা। কিন্তু আজকে যার বিচার হবে সেলোক এব্যাপারে কিছু বলেনি! তবে একটা কথা ঠিক, কিছুদিন আগেও সে বার্ড কেলটনের হয়ে কাজ করত।'

'কোনভাবে ওর মুখ খোলানো যায় না? ইন্ডিয়ানরা মুখ খোলানোর অনেক কায়দা জানে।'

'কাজ হবে না। আমাদের তুলনায় নিজের বস্‌কে অনেক বেশি ভয় পায় লোকটা। শহরের সবাই কেলটনকে সমঝে চলে। অনেকেই বিশ্বাস করে না যে সে কোন বেআইনী কাজের সঙ্গে

জড়িত থাকতে পারে।'

'তারমানে তোমরা নিশ্চিত হয়ে তার বিরুদ্ধে নামতে পারছ না।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি জানি লোকটা অত্যন্ত পিছলা এক আস্ত বদমাশ। অন্তত তাই ছিল অতীতে। আমি জানলেও শহরের লোক ওর অতীত জানে না।'

'ওদের তুমি জানাওনি কেন?'

'ভেবেছি হয়তো বদলে গেছে সে। হয়তো এখানে এসেছে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে। তাই যদি হয় তাহলে একটা সুযোগ পাবার অধিকার আছে তার। যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা, খারাপ কাজ করে চলেছে সে এখনও। তুমি আমার ব্র্যান্ড করা গরু অন্য লোকের ড্রাইভে দেখায় এখন আমি নিশ্চিত।'

'আউট-লদের সঙ্গে লোকটা নির্ঘাত জড়িত।'

'ওর অবস্থান একটু খুলে বলছি। শুনে দেখো তোমার কি মনে হয়। উপত্যকার ওপরে চমৎকার ঘাসজমিতে বিরাট এলাকা লীয নিয়ে একটা র‍্যাঞ্চ করেছে সে। প্রথমে শুরু করেছে খাবার বিক্রেতা হিসেবে। নিচের জমিতে ঘাসের অভাব হওয়ায় কম দামে পরে গরু কিনেছে। ওগুলোকে মোটাতাজা করে তারপর বিক্রি করেছে বেশি দামে। সবই করেছে আইন মেনে। কারও কিছু বলার নেই, একটা ব্যাপার ছাড়া। পাহাড়ে আউট-লদের অভাব নেই। প্রয়োজন পড়লে তাদের কাজে নেয় কেলটন। হয়তো তাদের দিয়ে গরু চুরি করায়। এমনও হতে পারে যে তাদের কাছ থেকে চোরাই গরু কেনে। কিন্তু এসব প্রমাণ করা কঠিন হবে।'

'কেলটনের মতলব কি সে ব্যাপারে তাহলে তোমার পরিষ্কার কোন ধারণা নেই,' মন্তব্য করল শর্টি।

'তা নেই,' স্বীকার করল জিম। 'ও মুখে যা বলে সেটুকুই

আমরা জানি। আর যা সে বলে সেটা সম্পূর্ণ আইনী।'

'কিন্তু ওর একজন লোককে তোমরা ধরে ফেলেছ গরু চুরির সময়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেলটন ওই লোকের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে এক মাস আগেই লেভি, মানে বন্দিকে সে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতেই পারছ, তাকে ফাঁসানোর কোন উপায় নেই। কেলটনকে ধরতে হলে চোরাই গরু সহ ধরতে হবে। আগেই বলেছি, আমাদের বাছুরগুলো ব্র্যান্ডিঙের আগেই চুরি হয়ে যাচ্ছে। ওগুলো খুঁজে পাবার আর কোন উপায় থাকছে না আমাদের।'

'চতুরতার সঙ্গে কাজ সারছে বলতে হবে!' ভ্রূ কুঁচকাল শর্টি। 'তুমি একটু আগেই বললে অন্য ব্র্যান্ডের গরু সহ কাউকে ধরা যাচ্ছে না। তাহলে এই লেভি লোকটা ধরা পড়ল কি করে?'

'লোকটা একটা বাছুরকে গুলি করে মেরে স্যাডলে তুলছিল, এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী তরুণ জনি উডফোর্ড আর আমার ফোরম্যান গাস লিন্ডস্টর্ম ওকে দেখে ফেলে। ওরা লেভিকে ধরে নিয়ে আসে। পরে আমরা লেভির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করি। তারপর বিচারের কাজ শুরু হওয়ার দু'দিন আগে জনি উডফোর্ডকে পাওয়া গেল, মাথার পেছনে গুলি করে খুন করা হয়েছে তাকে। অ্যাম্বুশ।

'আমার ফোরম্যান লিন্ডস্টর্ম ছাড়া লেভির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার আর কেউ ছিল না। গতকাল সাক্ষ্য দিয়েছে সে। তারপর গতরাতে র‍্যাঞ্চে ফেরার সময় নিখোঁজ হয়ে গেছে। কেউ বলতে পারে না কি হয়েছে তার।

'লেভি জেলে, কাজেই এব্যাপারে তার কোন হাত নেই। তবে বন্ধু আছে তার অনেক। এছাড়া যারা ওর মতোই বেআইনী কাজে

জড়িত, তারা ওর পক্ষ নিয়েছে। আমাদের নানা ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সাক্ষীদের খুন করা হচ্ছে। নিজেদের চামড়া বাঁচাতে যা খুশি তাই করতে পারে তারা।'

'আমার ধারণা কাজটা ভাল লাগবে আমার,' বলল শর্টি। 'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'জুরিরা আলোচনার জন্যে সময় নিয়েছে। তারা যখন বিচারের রায় দেবে তখন পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। শহরে বেশ কিছু পাহাড়ী লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। লেভিকে দোষী ঘোষণা করলে যেকোন সময় লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে। মন দিয়ে শোনো, আমি তোমাকে কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। আমার ধারেকাছে এসো না। পাহাড়ী লোকগুলোর সঙ্গে জুটে যাও। ওদের অনুসরণ করবে, দরকারে পাহাড় পর্যন্ত। পারলে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে। চোখ-কান খোলা রাখবে। বোঝার চেষ্টা করবে কি ঘটছে ওখানে। অবস্থা কিরকম বুঝে পরে র‍্যাঞ্চে আমার সঙ্গে দেখা করে জানাবে।'

'আর কিছু করতে হবে?' শুকনো স্বরে জিজ্ঞেস করল শর্টি।

কোর্ট রুমের দিকে চোখ রেখে বসে ছিল জিম, দেখল জানালা দিয়ে হাত বের করে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল একজন।

নড়ে উঠল সবাই। বাড়িটার পাশে সিঁড়ি, সেদিকে পা বাড়াল।

'জুরিরা বোধহয় সীটে বসেছে,' বলল জিম। উঠে দাঁড়াল। 'এখন থেকে মানুষের সামনে আমাকে আর চিনো না। গোপনে কাজ করতে হবে তোমাকে। পাহাড়ী লোকগুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা কোরো। পারলে কেলটনের দলে যোগ দাও।'

'ওর দলে যোগ দেব কিভাবে?'

'জানি না। বুদ্ধি খাটাও। দেখো কি হয়।'

'বুদ্ধি?' হাসল শর্টি। 'বুদ্ধিই যদি থাকত তাহলে এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াই আমি? সে যাই হোক, ঠিক আছে, আমি একদান খেলার চেষ্টা করে দেখি।'

দুই

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কোর্টহাউসের দিকে এগিয়ে চলা লোকদের ভিড়ে মিশে গেল জিম। খেয়াল করল কিছু লোক ওদের সঙ্গে কোর্ট রুমে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়নি। প্রত্যেকে তারা পাহাড়ী মানুষ।

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় এমন একটা ব্যাপার ওর চোখে পড়ল যে অবাক না হয়ে পারল না জিম। স্টোরের কোনা ঘুরে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসেছে এক কঠোর চেহারার পাহাড়ী। তার হাতে চারটে স্যাডল চড়ানো ঘোড়ার দড়ি ধরা। আরোহী শূন্য ঘোড়াগুলো দড়ির টানে পেছন পেছন আসছে। দৃশ্যটা দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকাল ও, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তারপর আগের চেয়ে ধীরে পা বাড়াল ও, পেছনের লোকদের ওকে পেরিয়ে এগিয়ে যেতে দিল।

দ্বিতীয় তলায় পুরোটা জুড়ে বিরাট দীর্ঘ হল রুম, ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। ও সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠতেই সবচেয়ে পেছনের লোকটা ওকে পাশ কাটিয়ে দুটো দরজার একটা দিয়ে প্রবেশ করল কোর্ট রুমে।

লোকের মাথার ওপর দিয়ে জিম দেখল শেষ জুরি মাত্র তার আসনে বসল। গম্ভীর চেহারার পাকা চুলো বুড়ো অ্যাভরি লকরিজ তার ডেস্কে কাঠের হাতুড়ি ঠুকতেই নিরব হয়ে গেল সবাই, ঘরে নামল পিনপতন নিরবতা।

লকরিজ শহরের একমাত্র উকিল। তাকে ভিজিলেন্স কমিটির কোর্টে বিচারক নির্বাচিত করা হয়েছে। 'ভদ্রমহোদয়গণ,' জুরিদের উদ্দেশে বলল সে, 'আপনারা আপনাদের রায় ঠিক করেছেন?'

'হ্যাঁ,' শেষ জুরি উঠে দাঁড়িয়ে জানাল।

'দয়া করে তাহলে বিচারের রায় পাঠ করে শোনান কোর্টে।'

জুরি নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসাল। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল, বুক পকেট থেকে বের করল একটুকরো কাগজ। নিরবতায় অত্যন্ত জোরাল শোনাল তার কণ্ঠ।

'আমরা জুরিরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে অভিযুক্ত লেভি ফক্স আসলেই দোষী।'

ফিসফিস আওয়াজে ঘর ভরে উঠল। কে যেন হাততালি দিল। হাতুড়ি ঠুকে নিরবতা দাবি করল লকরিজ। সবাই চুপ হয়ে যেতে বলল, 'আসামীকে উঠে দাঁড়াতে বলা যাচ্ছে।'

এক পাশে শেরিফ, আরেক পাশে তার নিযুক্ত বিবাদী পক্ষের উকিল, পাইন টেবিলের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল লেভি ফক্স। চিকন লোক সে, একটু কুঁজো। পরনে বাড়িতে বানানো প্যান্ট আর উঁচু বুট জুতো। মুখে কয়েক দিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দৃষ্টিতে স্পষ্ট অবহেলা আর বিদ্বেষ, আচ্ছিল্য ভরে মেঝেতে থোক করে থুতু ফেলল সে। সাধারণ র‍্যাঞ্চারদের মাঝে রাগের একটা গুঞ্জন উঠল। নার্ভাস ভঙ্গিতে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকল লকরিজ। আইনী পথে বিচার বীভার শহরে এই প্রথম।

'লেভি ফক্স, তোমাকে তোমার অপরাধের জন্যে দায়ী ঘোষণ

করেছে এই কোর্টের জুরিরা। এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তোমাকে...'

'এতো সহজেই নয়!' তাকে বাধা দিল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

সামনের সারিতে বসে থাকা বিশালদেহী এক লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। নাম তার স্টিচ। কয়েক কদম সামনে বেড়ে জাজের কাছে চলে গেল সে। হাতে বিরাট একটা সিক্সগান। নলটা সোজা লকরিজের বুকে তাক করা। অস্ত্রটা আরেকটু উঠিয়ে এবার লকরিজের কপালে গুঁতো দিল সে। ইতিমধ্যেই তার চার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে আরও ছয়জন লোক। প্রত্যেকে অস্ত্র বের করে ফেলেছে। ভিড়ের ওপর অস্ত্র তাক করে রেখেছে তারা।

'শোনো জাজ,' বলতে শুরু করল বিশালদেহী, 'আমরা চাই আমাদের বন্ধু এখানে ন্যায্য বিচার পাক। কিন্তু যেহেতু আমাদের বন্ধু এখানে তা পাচ্ছে না, কাজেই তোমাদের হাত থেকে ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

হতভম্ব জনতা নিরবে ঘটনা দেখছে। যদিও সবাই জানত যে ঝামেলা হতে পারে, তবু এতো সহজে লেভির বন্ধুরা সবাইকে কব্জা করে ফেলেছে যে এখনও চমক কাটিয়ে উঠতে পারেনি কেউ।

চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে লকরিজ। তার কানের পাশে অস্ত্রের কালো নল।

দর্শকদের সবার কাছেই অস্ত্র আছে, কিন্তু জাজের জীবন চিকন একটা সুতোয় ঝুলছে দেখে কেউ অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল না। তাছাড়া ছয়জন অস্ত্রধারী তাদের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। যেকোন সময় ঘটে যেতে পারে যেকোন কিছু। বেপরোয়া লোক এরা, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অভ্যস্ত। কেউ একটু বাড়াবাড়ি করতে গেলেই মরবে লকরিজ।

•'চলে এসো, লেভি,' লকরিজের দিকে অস্ত্র তাক করে রাখা বিশালদেহী স্টিচ হাঁক ছাড়ল, 'এই মাত্র আমরা জানতে পারলাম যে তুমি আসলে দোষী নও।'

শেরিফের দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসল লেভি, হাত বাড়িয়ে তার হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করে নিল। শেরিফ আসলে স্যাডল প্রস্তুতকারক, বন্ধু লকরিজের দিকে একবার তাকাল সে, দেখল তার মাথায় স্টিচের পিস্তল। লেভিকে অস্ত্র বের করতে কোন বাধা দিল না সে। এবার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিল সশস্ত্র লেভি, অস্ত্র তাক করল দর্শকদের দিকে।

শ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সবাই। অপেক্ষা করিয়ে দর্শকদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলছে পাহাড়ী দস্যুরা। লেভির ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি লেগে আছে। দলপতি বিশালদেহী লোকটা কড়া চোখে উপস্থিত র‍্যাঞ্চারদের দেখছে। ভাব দেখে মনে হলো চাইছে কেউ বিরুদ্ধাচারণ করুক, যাতে সে গুলি করতে পারে।

টান টান উত্তেজনার মাঝে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জিম কার্সন। সহজ একটা ভঙ্গিতে হাঁটছে সে, সোজা গিয়ে দাঁড়াল জাজের পাশে, বিশালদেহীর উল্টোদিকে।

'স্টিচ,' বিশালদেহীর উদ্দেশে বলল জিম শান্ত স্বরে, 'ভাল পরিকল্পনা করেছিলে, কিন্তু যথেষ্ট ভাল নয়। তোমার লোকদের বলো অস্ত্র ফেলে দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে। উদ্দেশ্য পূরণ হবে না তোমাদের।'

ঘর্মাক্ত জাজের মাথা থেকে অস্ত্র সরাল না স্টিচ, চোখ সরু করে জিম কার্সনকে দেখছে। স্টিচ হপকিন্স বার্ড কেলটনের ফোরম্যান, প্রকাণ্ড শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই। চওড়া হাড় আর পেশির কারণে তাকে দেখে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের কথা মনে পড়ে যায়। কঠোর পাহাড়ী লোকদের লাইনে রাখতে হলে তার মতো লোকই

দরকার। পাহাড়ী দস্যুরা তাকে মেনে চলে, কারণ ওরা যতোটা নিষ্ঠুর আর কঠোর, তার চেয়ে স্টিচ হপকিন্স আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। অত্যন্ত হিংস্র লোক সে, বুনো জন্তুর মতো। সাবধানে তার ওপর নজর রাখছে জিম, ভাল করেই জানে অন্যান্যরা স্টিচের নির্দেশে সক্রিয় হবে। একমাত্র স্টিচের মাত্রাছাড়া রাগই পারে এই চালমাত অবস্থাকে বিস্ফোরণে রূপ দিতে।

স্টিচের লোকরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে অনাহুত অতিথির ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তের। ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তার পরিণতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তাদের। হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের না করেই হুমকির সুরে কথা বলছে জিম কার্সন। এখনও অস্ত্র বের করার কোন চেষ্টা করছে না। জিম কার্সনকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে ওরা, কিন্তু তাহলে মুহূর্তের বিশৃঙ্খলতায় নিজেদের অস্ত্র বের করে গোলাগুলি শুরু করার সুযোগটা নেবে অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররা। সংখ্যায় র‍্যাঞ্চাররাই বেশি। লড়াই শুরু হলে স্টিচের দলের একজনও বাঁচবে না। স্টিচের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। স্টিচ নিস্পৃহ চেহারায় পরিস্থিতি বিচার করে দেখছে।

ইচ্ছে করেই নিরবতা বজায় রাখল জিম। স্টিচের সশস্ত্র লোকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তেজনা দানা বাঁধতে দিল। অপেক্ষা করছে, যাতে লোকগুলোর মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ডানা মেলে। আচমকা বাধাগ্রস্ত হলে সহসা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না লোকে। থমকে গেছে স্টিচের দলবল।

স্টিচও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চাররা। অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পাহাড়ী লোকগুলো কি করে দেখার জন্যে। প্রত্যেকে তৈরি, প্রথম গুলিটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র বের করে লড়াই শুরু করবে।

জিম জানে র‍্যাঞ্চারদের মনোভাব। পাহাড়ীদেরও এটা জানা আছে। তবে সবার চেয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বেশি টের পাচ্ছে এখন স্টিচ।

নিরবতা স্নায়ু ছিঁড়ে দেবার মতো একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দাঁড়িয়ে আছে জিম কার্সন, মুখে কোন কথা নেই। একদৃষ্টিতে স্টিচের দিকে তাকিয়ে আছে হাত দুটো উরুতে বাঁধা অস্ত্র দুটোর পাশে অলস ভঙ্গিতে ঝুলছে।

একেকটা সেকেন্ড মনে হচ্ছে একেকটা ঘণ্টা। অসহ্য হয়ে উঠছে নিরব উত্তেজনা। স্টিচের দু'তিনজন সঙ্গী নার্ভাস ভঙ্গিতে পা বদল করল।

সরাসরি স্টিচের কুঁতকুঁতে চোখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে জিম, বুঝতে পারছে ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে লোকটা। নেতা সে, দলের লোকদের সামনে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হবে, যে করে হোক জিমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে বিজয় মুকুট।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব সেটা স্টিচের মাথায় ঢুকছে না। সঙ্গে সাতজন লোক রয়েছে তার, কিন্তু জিমের পেছনে আছে আটজন র‍্যাঞ্চার। জিমকে গুলি করে শেষ করে দেয়া যায় এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও ঠিক যে বাকি আটজনের হাতে তাহলে মারা পড়তে হবে তাকে। এর অন্যথা হবার উপায় নেই।

জিম কার্সনও বসে থাকবে না অস্ত্রে লোকটার হাত চালু। মারা যাবার আগে দুটো সিক্সগান সে অবশ্যই ড্র করবে। তার মানে মরার আগে অন্তত কয়েকটা গুলি করবে। এতো কাছ থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে করে অন্তত দু'জনকে নিয়ে যেতে পারবে সে।

জিম কার্সনকে খুন করতে গিয়ে দু'তিনজন লোক হারাতে

আপত্তি নেই স্টিচের, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মরার আগে কাকে খুন করবে কার্সন?

জিমকে জিজ্ঞেস না করেও জবাবটা জানে স্টিচ। জানে, কার্সনের বুলেট প্রথমে তাকেই খুঁজে নেবে। সে-ই নেতা।

এক দৃষ্টিতে স্টিচের চোখে চেয়ে আছে জিম। বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করে স্টিচকেই শেষ করবে সে। স্টিচ যেমন এটা জানে, তেমনি জানে অন্যান্যরাও।

উত্তেজনার স্নায়ু ছেঁড়া পরিবেশে আরেকটা চিন্তা স্টিচের মাথায় খেলে গেল। ধরা যাক কোন না কোন ভাবে কার্সন গুলি করার আগেই ওরা তাকে শেষ করে দিল। তারপর?

কি হবে সেটা বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে না। লেভিকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা কতো কম সেটা অনুভব করল সে মর্মে মর্মে। গোলাগুলি শুরু হলে ছোট র‍্যাঞ্চাররা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। স্টিচ মনের চোখে দেখতে পেল, হয় তারা সবাই গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে, অথবা ঝুলছে সবচেয়ে কাছের কোন গাছের ডাল থেকে।

সামনে দাঁড়ানো কার্সনের দিকে আবার পূর্ণ মনোযোগ দিল স্টিচ। আশা করছে জিম এমন কিছু করবে যে গুলি করতে পারবে সে। কিন্তু জিম কার্সন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে আছে শুধু। সে নিরব, ধৈর্যশীল, স্থির–মনের মধ্যে কি চলছে তা চেহারা দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। অদ্ভুত অসহায় বোধ করল স্টিচ। যেন সে একটা ঝড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় আটকে গেছে, আশঙ্কা করছে যেকোন সময় বজ্রপাতের আঘাতে হঠাৎ-মৃত্যু ছোবল হানবে।

অনিশ্চয়তা স্টিচের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল, জোর করে ঠোঁট প্রসারিত করে হাসির ভঙ্গি করল সে। চাপা নার্ভাস গলায় জিমের

উদ্দেশে বলল, 'দেখা যাচ্ছে কারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই না? আমরা গুলি করলে আমাদের কয়েকজনকে শেষ করে দিতে পারবে তুমি। তুমি শুরু করলে আমরা তোমাকে শেষ করে দেব। আমাদের মধ্যে কেউই আসলে জিততে পারবে না। তুমি কি বলো, একটা সমঝোতায় আসা যায় না?'

চেহারায় কোন পরিবর্তন এলো না জিমের। জিজ্ঞেস করল, 'কি ধরনের সমঝোতা?'

'আমরা চলে যাব। এবারের মতো। কোন গোলাগুলি হবে না। তোমরাও আমাদের গুলি করবে না। আজকের কথা ভুলে যাব আমরা। ঠিক আছে?'

'না,' শীতল স্বরে বলল জিম। 'শাস্তি প্রাপ্ত একটা গরুচোরকে তোমরা মুক্ত করেছ। শেরিফ কি বলবে জানি না, কিন্তু আমার মত হচ্ছে, লেভি ফক্স অস্ত্রটা শেরিফকে ফেরত দেবে, তারপর হাতকড়া পরে তার পাশে দাঁড়াবে। এটা হওয়ার পর তোমরা চলে যেতে পারো, কেউ কিছু বলবে না। তোমাদের অপরাধের কারণে শেরিফ যদি কোন ব্যবস্থা নিতে চায় সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার।'

কথাটার প্রতিবাদ এলো লেভি ফক্সের কাছ থেকে।

'ওরা আমাকে ফাঁসিতে চড়াবে, স্টিচ।'

'স্টিচ আবার তোমাকে পালানোর সুযোগ করে দিতে চাইতে পারে,' বলল জিম। 'এখানের জেলে থাকবে তুমি। ওটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা।' স্টিচের দিকে তাকাল সে। 'এতে যদি রাজি থাকো তো সমঝোতা হতে পারে, নইলে নয়। ভেবে দেখো কি করবে।'

কথাটা চিন্তা করে দেখল স্টিচ। লেভিকে ইচ্ছে করেই কথা বলার সুযোগ করে দিল, সুযোগ খুঁজছে তার কথা থেকে একটা সম্মানজনক সমাধানে আসার।

লেভি বলল, 'আমরা যা চাই না তা আমাদের দিয়ে করাতে পারবে না তোমরা। গুলি শুরু করলে এক সেকেন্ডে মরবে তুমি, অস্ত্রে তোমার হাত যতো চালুই হোক। শুধু স্টিচ একবার নির্দেশ দিক, তাহলেই শকুনের খাবার হয়ে যাবে তুমি।'

'নির্দেশ দেবে না স্টিচ,' শান্ত গলায় জানাল জিম। 'তোমার চামড়া বাঁচানোর জন্যে নিজের জীবনটা শেষ করবে না সে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি ভুল বলছি কিনা।'

বক্তব্য বুঝতে পেরে মুখ কালো হয়ে গেল লেভির।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নিরব থাকল স্টিচ, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ তুলে জিমকে দেখল, তারপর চোখ বুলাল অপেক্ষারত র‍্যাঞ্চারদের ওপর। সফলতার সুযোগ কতোটা আছে বিচার করে দেখল, কোন সুযোগই নেই সফল হবার।

হঠাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সে, বলল, 'আপাতত তোমাকে আমরা এখানেই রেখে যাব, লেভি। চিন্তা কোরো না, তোমার কোন বিপদ হতে দেব না।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নয়। নির্দেশ যা দেবার আমি দিচ্ছি, তুমি নিজের চামড়া বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তা করবে।'

'কিন্তু কেন...'

'চুপ! যা বলছি করো। তোমার কথা ভুলে যাচ্ছি না আমরা। অস্ত্রটা ফেলে দাও। আপাতত চলে যাব আমরা।'

আরেকবার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও স্টিচের চেহারা দেখে থমকে গেল লেভি ফক্স। গজগজ করতে করতে অস্ত্রটা মেঝেতে ফেলল সে। 'আমাকে খুন করার জন্যে রেখে যাচ্ছ তোমরা।'

অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরল স্টিচ, দলের উদ্দেশে বলল, 'ওরা লেভির কোন ক্ষতি করবে না। চলো, এবার যাওয়া যাক।'

অসন্তুষ্ট চেহারায় যার যার অস্ত্র খাপে পুরল স্টিচের দল, জাজকে পাশ কাটিয়ে একে একে নিরবে বেরিয়ে গেল কোর্ট রুম ছেড়ে। যাবার আগে প্রত্যেকে জিম কার্সনের দিকে কড়া চোখে তাকাল, কিন্তু মুখ খুলল না একজনও।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে জিম কার্সনের দিকে তাকাল স্টিচ। কয়েকরকম অনুভূতি খেলা করছে তার চেহারায়। আক্রোশ, চতুরতা, ঘৃণা, হতাশা আর প্রতিশোধের স্পৃহা। স্পষ্ট বুঝল জিম, লোকটা নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু আহত গর্ব তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এধরনের লোক হেরে যেতে ঘৃণা বোধ করে। বিশেষ করে তা যদি হয় অজস্র লোকের সামনে।

'এতোই সোজা, না?' হিসহিস করে বলল স্টিচ। 'হঠাৎ এসে হাজির হয়ে নিজেকে বিরাট এক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছ। মনে করছ বাকি জীবন সুখে কাটবে? এতোই সোজা? মনে রেখো, এ সবে শুরু হলো।'

'আমি জানি, স্টিচ,' শান্ত স্বরে বলল জিম। 'জানি ঘটনা মাত্র শুরু হলো। সাধ্য থাকতে থাকতে রওনা হয়ে যাও। বড় বেশি কথা বলো তুমি। একদিন এজন্যে বিপদে পড়ে যাবে।'

বিশালদেহী ফোরম্যান কর্কশ হাসল, তারপর ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

লোকটাকে চলে যেতে দেখল জিম, বুঝতে পারছে বারুদের পিপের সলতেয় আগুন লেগে গেছে। শীঘ্রি ঘটবে বিস্ফোরণ। সংগঠিত চোর এবং সৎ মানুষদের সহাবস্থান আর সম্ভব নয় জ্যাকফর্ক উপত্যকায়।

তিন

কোর্ট রূম থেকে পাহাড়ী লোকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর জিমের বন্ধুরা এগিয়ে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। টি এল র‍্যাঞ্চের টেডি ল্যানি সবার আগে পৌঁছুল ওর কাছে।

'জীবনে কখনও কাউকে এমন পাগলের মতো কাণ্ড করতে দেখিনি,' মন্তব্য করল সে। 'তোমার কি বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে নেই?'

'তা আছে।' হাসল জিম কার্সন। 'আমি শুধু ওদের দেখিয়েছি যে ওদের পরিকল্পনায় মস্ত গলদ আছে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হলে ঝুঁকি নেয় না স্টিচের মতো লোকরা।'

যে ছেলেটা, জনি উডফোর্ড, আততায়ীর হাতে মারা গেছে, তার ভাই বার্ট উডফোর্ড বলল, 'জিম যা করেছে তা আমার দৃষ্টিতে পুরোদস্তুর লড়াই ঠেকানো।'

মাথা নাড়ল জিম। 'তা নয়। বলতে পারো স্টিচ মরতে চায়নি।'

'লেভি এখনও আমাদের হাতে আছে,' বলল ল্যানি। 'আমার মনে হয় স্টিচ ওকে আবার মুক্ত করার চেষ্টা করবে। তার আগেই লেভিকে আমাদের ঝুলিয়ে দেয়া দরকার।'

যারা এখনই বন্দির বিচারের রায় কার্যকর করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সতর্ক করল শেরিফ কস্টিগ্যান।

পশ্চিমের এসব মানুষের মেজাজ মর্জি ভাল করে জানে সে। রাগী লোক এরা। চট করে সিদ্ধান্ত নেয়। একবার মনস্থির করে ফেললে পিছানো এদের স্বভাবে নেই।

'যা করার আইনসঙ্গত ভাবে করতে হবে,' কড়া গলায় বলল সে। 'বাড়াবাড়ি করলে কেউ পার পাবে না।' বন্দির দিকে ফিরল। 'লেভি ফক্স, আমার সঙ্গে জেলে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। কোর্ট তার সিদ্ধান্ত নেয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে তুমি।'

ল্যানির দিকে ফিরল জিম। আরেক ছোট র‍্যাঞ্চার লুথার কোলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'টেডি, আমি লিন্ডস্টর্মকে খুঁজছি। শহরে আসার পথে ওর খোঁজ পেলাম না। হয়তো কোথাও মরে পড়ে আছে ও। আহতও হয়ে থাকতে পারে। একটা দল গঠন করে সমতল থেকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ওকে খুঁজতে সাহায্য করবে তোমরা? আমি নিজেও পাহাড়ে যাচ্ছি। সবার যাওয়া উচিত হবে না। লড়াই বেধে যেতে পারে।'

'অবশ্যই!' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল টেডি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে করছ ওকেও মেরে ফেলা হয়েছে?'

'জানি না। জানতে হবে। ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।' চুপ করে গেল জিম, তারপর একটা চিন্তা মাথায় আসায় বলল, 'আমি যদি না ফিরি তাহলেও ওকে খোঁজা বাদ দিয়ো না তোমরা।'

জিমের সঙ্গে কয়েক পা এগোল টেডি, নিচু স্বরে বলল, 'জিম, বুঝতে পারছি তোমার মাথায় কি চলছে। আমরাও বুড়ো ষাঁড় লিন্ডস্টর্মকে পছন্দ করি, কিন্তু একটা কথা; যদি দেখো যে ওর কিছু হয়ে গেছে, তাহলে মাথা গরম করে একা একা কিছু করতে যেয়ো না। পাহাড়ের ওরা চাইবে তুমি রাগে দিশে হারিয়ে বিপদের

মুখোমুখি হও। ওরা তোমাকে কোণঠাসা করতে চাইবে। আমাদের সবাইকে ওরা যতোটা ভয় পায়, তার চেয়ে বেশি ভয় পায় ওরা একা তোমাকে। লিন্ডস্টর্মের খারাপ কিছু ঘটেছে জানলে অপেক্ষা কোরো। আমরা সবাই মিলে করব যা করার। তাতে বিপদের ঝুঁকি কমবে।'

গুঞ্জন করছে বিচার দেখতে আসা জনতা। সেদিকে তাকিয়ে জিম আনমনে বলল, 'সাবধানে থাকার চেষ্টা করব আমি।' ঘরের চারপাশে নজর বুলাল। 'ভাল কথা, লিন্ডাকে দেখেছ? ওর এখানে আসার কথা ছিল।'

'ছিল একটু আগেও। কিছুক্ষণ আগে মিসেস বেনসনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বোধহয় ফসেটের ওখানে গেছে।'

কোর্ট রুম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো জিম, রাস্তা পার হয়ে ফসেটের দোকানের দিকে পা বাড়াল। স্টোরের সামনে বোর্ডওয়াকে উঠে জানালা দিয়ে দেখল লিন্ডা আর ড্রেসমেকার মিসেস বেনসন একটা কাপড়ের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে। এবার প্রকাণ্ড শরীরের এক লোকের দিকে মনোযোগ দিল তারা। তার পরনে স্ট্রিপ সুট আর হাতে বিরাট একটা সাদা হ্যাট। মেয়েরা জিমকে এগোতে দেখেছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘুরে তাকাল প্রকাণ্ডদেহী। মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিল সে, দোকানের বাইরে পা বাড়াল জিমের সঙ্গে একা কথা বলার জন্যে।

বুঝতে জিমের দেরি হলো না যে বার্ড কেলটন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ওর সামনে থামল কেলটন। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। দু'জনই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখছে দু'জনকে।

কেলটনের চেহারা দেখে মনের ভেতর কি চলছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। প্রকাণ্ডদেহী লোক সে, সুদর্শন সুপুরুষ। মুখে লেগে আছে চওড়া হাসি। পরনের পোশাক অত্যন্ত দামি,

রুচিশীল। আচরণে সবসময় সহজ একটা ভঙ্গি ধরে রাখে সে। বিচলিত হওয়া যেন ধাতেই নেই। সবসময় পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দুর্লভ একটা গুণ আছে, সেটা বুঝতে অভিজ্ঞ চোখের দেরি হয় না। হাসিটা এমন যে বোঝা যায় মানসিক ভাবে অত্যন্ত প্রশান্তির মাঝে আছে সে।

জিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুই এড়াচ্ছে না। কেলটন এমন এক লোক যার সম্বন্ধে কেউ তেমন কিছু জানে না। অতীত গোপন রেখেছে সে। নিজেকেও আড়াল করে রাখে—অন্যের এবং নিজের কাছ থেকে। জটিল চরিত্রের লোক। হয়তো অনুভব করে না যে আসলে সে পুরানো আমলের জলদস্যুদের মতোই বেপরোয়া, উদ্ধত এবং দুর্বিনীত একজন সত্যিকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষমানুষ। প্রচণ্ড তার আকর্ষণ। পাহাড়ের মতো তার ব্যক্তিত্ব। চিতার মতো ক্ষিপ্র, সিংহের মতো সাহসী, গণ্ডারের মতো গোঁয়ার, শেয়ালের মতো চতুর এবং সাপের মতো শীতল। ক্ষমতাশালী হবার সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে বর্তমান।

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল, কার্সন,' ভরাট মিষ্টি গলায় বলল কেলটন।

'বলো। আমিও তোমাকে খুঁজছিলাম।'

কথা গুছিয়ে নেয়ার ফাঁকে কার্সনকে দেখছে কেলটন। একটা সিগারেট রোল করে ধরাল জিম, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খেয়াল করল কেলটনের চোখের শীতল দৃষ্টিতে অবিশ্বাস আর অবহেলা। হাসিটা প্রথম দর্শনে আন্তরিক মনে হলেও আসলে তা নয়, ওটা মনোভাব লুকানোর কৌশল মাত্র।

নিজের কথা বলার আগে জিমকে বাজিয়ে দেখবে বলে মনস্থির করল কেলটন। 'আমাকে খুঁজছিলে বললে। কেন খুঁজছিলে?'

'খুঁজছিলাম আমার ফোরম্যান লিন্ডস্টর্মের কোন খবর তুমি জানো কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্যে।'

'তোমার ফোরম্যান? ওর কথা আমি জানব কি করে!'

'আমার ধারণা তুমি কিছু জানতেও পারো।'

'এমন ধারণার কারণ?'

'কারণ ও ছিল তোমার লোকের বিরুদ্ধে দু'নম্বর সাক্ষী। প্রথমজনকে খুন করা হয়েছে। গাসকেও হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে। তুমি কিছু জানো নাকি?'

হাসিটা মুছে গেল কেলটনের মুখ থেকে। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপর আবার হাসি ফিরে এলো। চোখ সরু হলো সামান্য। বলল, 'আপাতত অপমানটা আমি ভুলে গেলাম, কার্সন। আপাতত।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি তুমি।'

'দেয়ার ইচ্ছে নেই। আপাতত। কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কি বলবে বলো।'

জিম কার্সনকে জরিপ করার ফাঁকে একটা সিগারের গোড়া কেটে ধরাল কেলটন। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি মনে করি না আমার ব্যাপারে অন্য কেউ নাক গলাবে আর আমি চুপ করে থাকব। কাউকে কিছু ব্যাখ্যা করাও আমার অভ্যেস নয়। কিন্তু আজকে আমি তোমাকে আমার অবস্থান পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করব বলে ঠিক করেছি। ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু কথা বলব তোমাকে।'

শীতল দৃষ্টি কেলটনের চোখে। বোঝা যায় প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে। দেখলে তাকে যেমন সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক মনে হয়, আসলে সে তা নয়।

'আমি বোকা লোক নই, কার্সন। এটা সত্যি যে আমি পাহাড়ে

বাস করি। প্রয়োজনে পাহাড়ী লোকদের চাকরিতেও নিই। জানি ওরা কেমন ধারার মানুষ। ব্যবসা পরিচালনার জন্যে ওদের আমার দরকার। কিন্তু ওরা নিজেদের দায়িত্বে যা করে তার দায় দায়িত্ব আমার নয়। যা বলতে চাইছি তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আমিও তোমাদের মতোই সৎ একজন র‍্যাঞ্চার। জানি তোমরা গরু হারাচ্ছ। আমিও হারাচ্ছি। জানি যে পাহাড়ী লোকদের প্রতি অবিশ্বাস আছে তোমাদের। কিন্তু আমি পাহাড়ে র‍্যাঞ্চ করি মানেই এটা ভেবে নেয়া ঠিক হবে না যে আমিও ওদের মতোই চোর-বাটপার।' ভ্রূ নাচাল কেলটন। 'কি, ঠিক হবে?'

'তোমার বক্তব্য সত্যি হলে বলতে হয় তোমাকে চোর ভাবা ঠিক হবে না।'

'আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। আমি তোমাদের সঙ্গে বিরোধে যেতে চাই না, কিন্তু তোমরা আমাকে বাধ্য করছ।'

'কিভাবে?'

'একসময় লেভি আমার র‍্যাঞ্চের হয়ে কাজ করত। সে রাসলিং করে ধরা পড়ায় তোমরা ধরে নিচ্ছ যে আমিও একজন রাসলার। ধরে নিচ্ছ আমিই হোতা। তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। লেভিকে আমি অনেক আগেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। তোমাদের হাতে এমন কোন প্রমাণ আছে যে তোমাদের একটা গরুও আমি সরিয়েছি?'

'তেমন প্রমাণ থাকলে দেরি না করে তোমাকে গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিতাম।'

'ঠিক। তাহলে প্রমাণ না থাকার পরও আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ কেন করা হবে? আমাদের সবার টিকে থাকার জন্যে এই এলাকা যথেষ্ট বড়।'

'আর কিছু বলবে তুমি, না-এ-ই বলার ছিল?'

'না, আর কিছু আমার বলার নেই।'

'বলার জন্যে আমাকে বেছে নেয়ার কারণটা জানতে পারি?'

'কারণ উপত্যকার সবাই মনে করছে রাসলিঙের সঙ্গে আমি জড়িত। আর সবার মনোভাব গঠনে বড় ভূমিকা রাখছ তুমি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ আমি তোমাকে চোর বলে অভিযুক্ত করছি?'

'আমি যা বলতে চাইছি তা বলেছি। প্রভাবিত করছ তুমি। সাধারণের মনোভাব আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেজন্যে কাউকে দায়ী করতে হলে তোমাকে করব আমি।'

'আচ্ছা! তো এব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ তুমি?'

'আমার ধারণা যতোটা সহ্য করা সম্ভব তার চেয়ে বেশিই সহ্য করেছি আমি। এরপর তোমাকে মুখোমুখি লড়তে বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আমার। তবে এখন আমি এসেছি ব্যবসার কাজে। কারও সঙ্গে বিরোধে যাবার কোন ইচ্ছে আমার আপাতত নেই। সেজন্যেই একজন ভদ্রলোক হিসেবে তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি–মনে রেখো এ-ই শেষবার। সময় থাকতে আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপানো বন্ধ করো, নইলে তোমাকে চুপ করানো ছাড়া আমার সামনে আর কোন উপায় থাকবে না। আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে এরপর থেকে সরাসরি তোমাকে দায়ী করব আমি।'

সাবধানে শব্দ গোছাল জিম, তারপর মাপা স্বরে বলল, 'আমিও তোমাকে শেষবারের মতো বলছি, মনে রেখো, এই শেষ বার; আমার অবস্থান পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তোমাকে চোর বলে অভিযুক্ত করিনি আমি। জানি না গরু চুরির সঙ্গে তুমি জড়িত কিনা। না জানা পর্যন্ত কিছুই আমি বলছি না। তবে এটা সত্যি যে উপত্যকায় বাছুর হারাচ্ছি আমরা। জেনে রাখো যে এসবের

পেছনে কে আছে সেটা আমরা অবশ্যই বের করব। আর যখন জানব যে কে দায়ী, তখন সে যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না। প্রয়োজনে পাহাড় থেকে নিয়ে টেক্সাসের সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিটা ইঞ্চি খোঁজা হবে। গরুচোরদের ধরা পড়তেই হবে।'

'আমার আরও একটা কথা বলার আছে,' বলল গম্ভীর কেলটন। 'পাহাড়ে প্রচুর জমি আমি লীয নিয়েছি। জমিগুলো আমি আমার বলে মনে করি। ওখানে কেউ বিনা অনুমতিতে গেলে তাকে পস্তাতে হবে। সবাইকে জানিয়ে দিয়ো, ভুলেও যাতে কেউ আমার জমিতে না যায়। কাউকে যদি ধরতে পারি তাহলে গুলি করে মারতে দ্বিধা করব না। আমার লোকদের ওপর কাউকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ থাকবে।'

কঠোর শোনাল জিম কার্সনের কণ্ঠ। 'প্রয়োজনে যেকোন জমিতে খোঁজা হবে। সেটাই এই এলাকার সাধারণ নিয়ম।'

'ওই নিয়ম আমার জমিতে খাটবে না। শেষবারের মতো বলছি, আমার জমিতে কাউকে দেখা গেলে তাকে আমি অনাহুত এবং শত্রু বলে গণ্য করব। গুলি খেয়ে মরার ইচ্ছে না থাকলে কেউ যেন আমার এলাকায় নাক না গলায়।'

রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে কেলটনের। পুরোপুরি সফল ভাবে আর ওপরের শান্ত ভাবটা ধরে রাখতে পারছে না। জিম কার্সনের কথায় মাত্রাছাড়া আক্রোশ অনুভব করছে বুকের ভেতর।

ইচ্ছে করেই লোকটাকে আরও খেপিয়ে তুলল জিম। শান্ত স্বরে বলল, 'লুকানোর কিছু থাকলে বরং এখন থেকেই লুকানোর চেষ্টা শুরু করে দাও তুমি। দরকার হলে যেকোন জায়গায় যাব আমরা। গাস লিন্ডস্টর্মকে আমি খুঁজছি, ওর যদি কিছু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দায়ী লোকটাকে প্রয়োজনে আমি নরক পর্যন্ত ধাওয়া

করে বের করব। এখন থেকেই সে-লোকের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।'

কেলটনের চোখ থেকে রাগের আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁত পিষল। ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলল বাঁকা হাসি। বলল, 'আমি ধরে নিচ্ছি কথাগুলো বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলোনি তুমি। জেনে রাখো, কোন ধরনের হুমকি দিয়ে লাভ হবে না।...আর, একটা কথা মাথায় গেঁথে নাও, আমার জমিতে প্রবেশ করবে না তোমরা। যদি করো তাহলে সেটা আমি যুদ্ধ-ঘোষণা বলে ধরে নেব। সেক্ষেত্রে আমরা র‍্যাঞ্চহাউস পুড়িয়ে উৎখাত করব তোমাদের।'

'আমরা বলতে কাদের কথা বলছ?' শান্ত স্বরে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল জিম। 'পাহাড়ের আউট-লদের?'

'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ, জিম কার্সন।'

'যদি করিই তো কি করবে তুমি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জিমের চোখে চেয়ে থাকল কেলটন, তারপর সিগারটা নর্দমায় ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, গটগট করে হেঁটে চলে গেল হোটেলের দিকে। এখনই মুখোমুখি হওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই তার। আর পরিকল্পনা না করে কিছু করে না সে কখনও।

চার

লিন্ডা দোকানের কাউন্টারের সামনে একটা চেয়ারে বসে জিমের জন্যে অপেক্ষা করছে। সামান্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর চেহারা।

শক্ত করে ধরে আছে হাতের ছোট্ট ব্যাগটা। মনের ভেতর নানা অনুভূতির খেলা চলছে।

'লড়াই শেষ হলো তোমার?' জিমকে দেখে আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল ও। স্পষ্ট বোঝা গেল জিমের আচরণ ও সমর্থন করছে না।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না জিম, চোখ ভরে উপভোগ করছে লিন্ডার রূপসুধা। দেখে মনেই হয় না এ মেয়ে এই রুক্ষ এলাকার বাসিন্দা—এখানে ও একেবারেই বেমানান। সযত্নে প্রস্ফুটিত টবের গোলাপ যেন ভুল করে ফুটেছে কোন বিরান মরুভূমিতে। অদ্ভুত কোমল কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্না এক মেয়ে ও। সহজে ওর অন্তরের কাছে যাওয়া যায় না। উষ্ণ ওর আচরণ, যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ; কিন্তু ভেতরে কাজ করে মানসিক একটা প্রচণ্ড শক্তি, অযাচিত ভাবে এগোতে বাধা দেয় নিরবে।

এখন চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে লিন্ডা। মোহ-নিরবতা কাটিয়ে উঠতে হলো জিমকে।

'লেভিকে আবার জেলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ঝামেলা হয়নি কোন।'

লিন্ডার চোখ বলল জিমের হালকা ভাবে ব্যাপারটাকে নেয়া ও পছন্দ করছে না।

'কাজ শেষ হয়েছে তোমার? হলে রওনা হতে পারি। আমি তৈরি।'

'এখানে আর কোন কাজ নেই। যাওয়া যায়। তোমাকে উডফোর্ডের ওখানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব। বাড়িতে ফিরেই লম্বা একটা সফরে বের হতে হবে আমাকে।'

বেরিয়ে এলো ও দোকান থেকে, উডফোর্ডের বাগিটা হিচরেইল থেকে নিয়ে এসে দোকানের সামনে রাখল। পেছনে

নিজের ঘোড়াটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। একটু পর রওনা হলো ওরা। নিরবে ওর পাশে গম্ভীর চেহারায় বসে আছে লিন্ডা।

নিরবতা এতোই দীর্ঘস্থায়ী হলো যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে লিন্ডার দিকে সরাসরি তাকাল জিম। ডানদিকের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে লিন্ডা।

খুক খুক করে কাশল জিম, তারপর বলল, 'আজকে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো তোমার যে ইন্ডিয়ান অঞ্চল কেমন। এব্যাপারে তোমার কি মত?'

না ফিরে দূরে তাকিয়ে থাকল লিন্ডা, একটু পর বলল, 'আমার ধারণা এলাকাটা মানুষ বসবাসের জন্যে বড় বেশি বুনো। অসভ্য একটা অঞ্চল। সভ্যতার বিকাশে মানুষ কোন কার্যকর ভূমিকা রাখছে না।'

'তাই? আজকের ঘটনায় কোন্‌টা তোমার অসভ্য বলে মনে হলো?'

'সবটাই। সবাই যদি সভ্য মানুষের মতো আচরণ করত তাহলে আজকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। জনি উডফোর্ড আর তোমার ফোরম্যান সত্যি যদি লেভি ফক্সকে গরু মারতে দেখে থাকে তাহলে তাদের উচিত ছিল ঝামেলা না বাড়িয়ে তার কাছ থেকে গরুর দামটা আদায় করে নেয়া। তাহলেই গোলমাল চুকে যেত। কিংবা উকিলের সাহায্যও নিতে পারত ওরা। উকিল জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করত। লেভি ফক্স জরিমানা দিতে না চাইলে তাকে আইনত শাস্তি দেয়ার সুযোগ ছিল। সেটা সভ্য সমাজের উপযুক্ত কাজ হতো।'

বিস্মিত একটা মুহূর্ত লিন্ডার অপরূপ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল জিম। বাস্তবতা জানে না মেয়েটা। হাসি পেলেও হাসল না জিম। অত্যন্ত সিরিয়াস লিন্ডা। যা সঠিক মনে করছে তা-ই

বলছে। ওর গলার আওয়াজ থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি জিমের। আজকের আসন্ন বিরোধপূর্ণ পরিবেশ গভীর ছাপ ফেলেছে লিন্ডার কোমল মনে।

'আমরা ওকে আইনত শাস্তি দিতে পারতাম না, লিন্ডা। এখানে কোন আইন নেই। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে লেভি। সেজন্যে তাকে ধরে আনা হয়েছে। জনি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। জনি খুন হয়ে গেছে। আমাদের সবার জন্যে এটা একটা মস্ত আঘাত। কিন্তু করার কিছু নেই। অঞ্চলটা এমনই। এখানে চলে শুধু অস্ত্রের আইন।'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়,' ঝাঁঝাল গলায় বলল লিন্ডা। 'কোন অজুহাত দিয়ে লড়াইকে সমর্থন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সদিচ্ছা থাকলেই সবাই মিলে আইন মেনে চলতে পারে। তা এই এলাকার মানুষ করবে না। এটা তাদের ব্যর্থতা। তাদের অযোগ্যতা।'

এবার না হেসে পারল না জিম। আন্তরিকতার সঙ্গে মতামত প্রকাশের জন্যে জিমের দিকে তাকিয়েছিল লিন্ডা, জিমকে হাসতে দেখে এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল।

'তুমি মনে করছ যে আমি বাচ্চাদের মতো কথা বলছি, না?' গালে লাল ছোপ পড়েছে লিন্ডার। 'তুমি বোধহয় ভাবছ যা বলছি সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই?'

'না, তা ভাবছি না। তুমি বাচ্চাদের মতো কথা বলছ না। তুমি কথা বলছ আদর্শবান মানুষের মতো। এধরনের আদর্শ পুবে খাটে। এখানে নয়। এটা পশ্চিম। নতুন এলাকা। খারাপ মানুষের কোন অভাব নেই। আইন যদি থাকতো তাহলেও তা মেনে চলার মতো লোক খুব কমই পাওয়া যেত এখানে। তোমার যাতায়াত শহরের সভ্য মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় পরিস্থিতি সম্বন্ধে

সত্যিকার কোন বাস্তব ধারণা গড়ে ওঠেনি। এটা তোমার দোষ নয়।'

'কে বলল এখানে আইন নেই?' প্রতিবাদ করল রাগান্বিত লিন্ডা। 'আইন ঠিকই আছে। শেরিফ কস্টিগ্যানের কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি। কোর্ট আছে, জাজ আছে, জুরি আছে–আইন ঠিকই আছে। আইনের প্রয়োগের দায়িত্ব তাদের। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়া অত্যন্ত বেআইনী একটা কাজ।'

'আইন আছে মুখে মুখে। আইন এখানে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকার কোন আইনগত ভিত্তিও নেই। আইন না ভাঙলে কাউকে গ্রেফতার করবে কি করে? চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে লেভি। গত এক দেড় বছর ধরে আমরা গরু হারাচ্ছি। এই প্রথম কাউকে গরু চুরির সময় হাতেনাতে ধরা গেল। সেজন্যেই লেভিকে ধরে আনা হয়েছে, জুরিদের সামনে প্রমাণ করা গেছে যে আসলেই সে দায়ী। কাউকে অপরাধী প্রমাণ করা সহজসাধ্য কাজ নয়।'

'এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে আইনের অস্তিত্ব আছে এখানে? এটা কি প্রমাণ হয় না যে আমার কথাই সত্যি? কোর্ট তো সুবিচারের জন্যেই আছে। কর্তৃপক্ষ লেভিকে গরু চুরির দায়ে দায়ী করেছে। ব্যস, ব্যাপারটা এখানেই চুকে গেল। যা শাস্তি দেয়ার তারা দেবে। তারপরও সবাই মিলে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার কোন অর্থ হয়?'

'বিরোধ সেজন্য নয়,' গম্ভীর শোনাল জিমের কণ্ঠ। 'লেভি একটা চুনোপুঁটি। ওকে যতোই দায়ী করা হোক আর ফাঁসি দেয়া হোক, আসল যে হোতা, আসল যে অপরাধী, সে রয়ে যাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে। লেভি ফক্স বার্ড কেলটনের অসংখ্য কর্মচারীর একজন ছিল মাত্র। ও মারা গেলে ওর জায়গা নেবে আরও এক

ডজন লোক।'

'স্রেফ সন্দেহের বশে বার্ড কেলটনকে অভিযুক্ত করছ। আমার ধারণা এর পেছনে তোমার ব্যক্তিগত অপছন্দ কাজ করছে।'

'কেলটন কেমন মানুষ সেটা আমি জানি।'

'হয়তো অতীতে কোন খারাপ কাজ করেছে সে, মানলাম। কিন্তু এখানে সে এসেছে নতুন করে জীবন শুরু করতে। অনেকেই অতীতের ভুল শুধরে নতুন করে জীবন শুরু করে। আমার ধারণা সেজন্যে তাদের অযথা সন্দেহ করা অর্থহীন, নীচতা। প্রত্যেকেরই ভাল হবার সুযোগ পাওয়া উচিত।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল জিম, পরক্ষণে বলল, 'কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সমস্ত রাসলিঙের পেছনে আছে ওই কেলটন।'

'তাহলে তাকে গ্রেফতার করানোর ব্যবস্থা নাও।'

'ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি–এখনও।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, সে দোষী সেটা তোমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছ না। নিজেকে তুমি বিচারক এবং জুরি মনে করছ, প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত করছ তাকে। আমার মতে এধরনের আচরণই হচ্ছে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার মতো অন্যায়। তোমার আচরণ বিচার করলে বলতে হয় যে ওই চোরদের মতোই তুমিও আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করো না।'

'লিন্ডা, বুড়ো এক মানুষকে দয়াপরবশত শেরিফ করেছি আমরা। তার সাধ্য নেই কিছু করে। আসলে একা কারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। পারবে কস্টিগ্যান কেলটনের র‍্যাঞ্চে গিয়ে ওকে বলতে যে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করুক, নইলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে? আমি জানি কেলটন চোরাই গরু বিক্রি করেছে। কস্টিগ্যান কেলটনকে জেলে ঢোকাতে পারবে?

এটা তো ঠিক যে কেলটন নিজে গরু মারেনি বা বাছুর চুরি করেনি। লোক দিয়ে করিয়েছে সে যা করার। রাসলিং পরিচালনা করছে সে, নিজে থাকছে নিরাপদ অবস্থানে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে বমাল ধরে তাকে খুন করা। তার লোকদের খুন করা, অথবা এই এলাকা থেকে খেদিয়ে দেয়া। এছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই, লিন্ডা। এলাকাটাই এমন। জানি কেমন লাগছে তোমার আমার কথাগুলো শুনতে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। সত্যিকার ভাবে আইন প্রয়োগ করতে হলে যে সংগঠন দরকার তা হয়তো গঠিত হবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর।'

'সমস্ত বিরোধই শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটমাট করা সম্ভব,' দ্বিমত পোষণ করল লিন্ডা। জ্যাকফর্ক পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে ও। আপনমনে বলল, 'ওই যে পাহাড়গুলো। কি অপূর্ব আর প্রশান্তি মাখা। ঝর্না নেমেছে শীতল ধারায়, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ওখানে বনে বিচরণ করে হরিণ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে মিষ্টি সুরে শিস দেয় কোয়েল, গান গায় ঘুঘু। অপূর্ব একটা অঞ্চল এটা, জিম। মাটির পৃথিবীতে এ যেন এক স্বর্গ। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির প্রশান্তি নষ্ট করছে, নিজেদের দোষে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে। রক্তপাত কি কারও কাম্য হতে পারে, বলো, জিম? ভদ্রতার সঙ্গে সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়, অথচ সে পথ তোমরা কেউ গ্রহণ করছ না। তোমরা মনে করছ তোমাদের রক্ষার জন্যে কোন আইন নেই, আর সেকারণেই তোমরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছ। এলাকাটা বুনো বলে বন্য জন্তুর মতো বিরোধে লিপ্ত হচ্ছ সবাই। অপ্রয়োজনে মানুষের রক্তপাত করছ। এটা কি ঠিক? নিজেদের প্রতিই কি অন্যায় করছ না তোমরা? তোমার কি মনে হয় না মানুষ খুন করা ভয়ানক একটা অন্যায়?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জিম, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'তুমি মনে করছ আমি একটা বন্য জন্তু, অস্ত্র হাতে সবুজ ঘাসে নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আসলেই আমাকে তা-ই মনে করো তুমি? মনে করো আমি অন্যায় করছি?'

'আজকে কোর্ট রূমে আরেকটু হলেই গোলাগুলি শুরু করতে তুমি,' অভিযোগের সুরে বলল লিন্ডা। 'হয়তো একজন বা কয়েকজন খুন হয়ে যেত তোমার হাতে। হয়তো মারা পড়তে তুমি নিজেই। কি ভাবছিলে, যখন মানুষগুলোকে গুলি করার জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলে?'

'কিছুই ভাবিনি,' নরম স্বরে বলল জিম। 'ভাবার কিছু ছিল না। বন্দিকে কিছুতেই ছুটিয়ে নিয়ে যেতে দেব না, এটা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না আমার। লেভি বন্দি থাকবে এটা আমি নিশ্চিত করতে চেয়েছি। পেরেওছি আমরা।'

'তোমাদের সমস্যা কি জানো? আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই তোমাদের। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারো তোমরা। তারপর ভুলেও যেতে পারো অনায়াসে। বন্দির পলায়ন ঠেকাচ্ছ কিনা বা কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায় সেটা বড় ব্যাপার নয়, তোমরা বিচার করো কে আগে গুলি করল। খুন করতে পারলে কিনা। মানুষ খুন করা তোমাদের কাছে মাছি মারার মতোই স্বাভাবিক।'

আগে কখনও লিন্ডাকে এমন আবেগপ্রবণ হতে দেখেনি জিম। লিন্ডা নিজের আবেগ গোপন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সফল হচ্ছে না।

'টেক্সাসে আমার বাবা-মাকে গুলি করে খুন করা হয়েছে,' আবার শুরু করল লিন্ডা। 'যে খুন করেছে তার কাছে হয়তো ওটা কোন ব্যাপার বলেই মনে হয়নি। কিন্তু আমি? ভাবতেও পারবে না

আমার জীবনে ওই ঘটনা কতোবড় একটা আঘাত। রেঞ্জ ওয়ার চলছিল। একা আমি একটা মেয়ে। আমার পক্ষে র‍্যাঞ্চটা চালানো সম্ভব ছিল না। সব বেচে দিয়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে আমাকে। নিজের বলে কি আছে আমার, বলো?'

'আমি তোমাকে ব্যক্তিগত কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে কষ্ট দিতে চাইনি,' মৃদু গলায় বলল জিম, দুঃখিত বোধ করছে লিন্ডার জন্যে।

'জানি।' হাসার চেষ্টা করল লিন্ডা। 'এখন যাদের কাছে আছি তারা খুব ভাল মানুষ। হ্যাঁ, উডফোর্ডরা আমার আত্মীয়। সবাই আমাকে পছন্দও করে। কিন্তু তারা তো আমার বাবা-মা নয়। আমি আশ্রিতা। তাছাড়া এখানে এসেও দেখছি সেই একই বিরোধ। রেঞ্জ ওয়ার। কবে এই আশ্রয়ও হারাতে হবে তা ঈশ্বর বলতে পারেন।'

দীর্ঘক্ষণ একটানা বাগি চালাল জিম, তারপর বলল, 'আমি তোমাকে বুঝি, লিন্ডা। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু তুমি কেন রাজি হও না সেটা আমি জানি না। আগেও কয়েকবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'তুমি আমাকে যে সংসার দেবে সেটা হবে আমার বাবা আমার মাকে যেমন সংসার দিয়েছিল তেমন। আমি এমন সংসার চাই না যে সংসারের জানালায় সারাজীবন হানা দেবে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এমন জীবন সইতে পারব না আমি। অতীত আমাকে অনেক পীড়া দেয়।'

'ও।' হতাশ বোধ করল জিম।

নিঃসন্দেহে লিন্ডা সত্যিকারের চমৎকার একটা কোমল মনের অধিকারিণী মেয়ে। ও এমন এক মেয়ে যাকে আপন করে পাবার স্বপ্ন দেখবে পুরুষমানুষরা। কিন্তু এই এলাকার চলনবলন ওর জানা নেই। জিম অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে এটা ওর কল্পনার

বাইরে। বিশ্বাস করতে পারে না যে আসলেই আইন এখানে নেই বললেই চলে।

জ্যাকফর্ক পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া পথটা ধরে একটানা চলছে বাকবোর্ড। ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে ওক বা পাইন গাছ, সুশীতল ছায়া দিচ্ছে। ওদের বামদিকে তৃণভূমি, কোমর সমান উঁচু সবুজ ঘাসে ছাওয়া।

পাহাড়ের ওপরের কোল্ড স্প্রীং থেকে নেমে আসা পানির স্রোতগুলো অতিক্রম করল ওরা। গাছের ছায়ায় রাস্তাটা সাপের মতো বাঁক নিয়েছে, চলে গেছে সামনের দিগন্ত বিস্তৃত প্রেয়ারির দিকে। সত্যি চমৎকার একটা অঞ্চল এটা। উর্বর। যতো গরু এখানে চরানো সম্ভব ততো গরু আগামী বিশ বছরেও এলাকার লোকদের হবে কিনা সন্দেহ।

এ তো গেল প্রেয়ারির দিকটার কথা। ওদিকে পরিবেশ কেমন সেটা লিন্ডার জানা আছে। ও যেটা জানে না সেটা হলো উল্টোদিক, অর্থাৎ পাহাড়শ্রেণীর পরিস্থিতি। জ্যাকফর্ক পাহাড়শ্রেণী দুর্গম একটা এলাকা। হরিণের যাতায়াতে তৈরি পথ ছাড়া আর কিছু নেই। ইচ্ছে করলে যেকোন লোক জঙ্গলে পাহাড়ে ঢুকে হারিয়ে যেতে পারবে। গোটা একটা আর্মিরও সাধ্য হবে না তাকে খুঁজে বের করে।

জ্যাকফর্ক পাহাড়শ্রেণী। আউট-লদের নিরাপদ স্বর্গ। আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে ইন্ডিয়ান টেরিটোরির সমস্ত বদলোক এখানে এসে জুটেছে। কেউ এসেছে অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্যে, আবার কেউ এখানে স্থায়ী আবাস গড়েছে এখান থেকে তাদের বেআইনী কাজ চালানোর জন্যে। টেরিটোরিতে যে কয়েকজন ফেডারাল অফিসার আছে তারা সতর্কতার সঙ্গে এই অঞ্চল এড়িয়ে চলে। গাছের মাঝ

দিয়ে যেসব ট্রেইল গেছে সেগুলো কোনটাই নিরাপদ নয়। ইচ্ছে করলে কেউ যেকোন জায়গা থেকে যেকোন সময় অ্যাম্বুশ করতে পারবে, মরতে হবে বেঘোরে।

আউট-লরা ছাড়া আর কেউ বিশাল পাহাড়ী অঞ্চলটা চেনে না। যারা সামান্য চেনে তাদের কাছে জ্যাকফর্ক একটা রহস্যময় গোলকধাঁধা।

দূর থেকে পাহাড়ী অঞ্চলের নৈঃসর্গিক দৃশ্যটা অপূর্ব লাগে দেখতে। কিন্তু ওখানে বাস করে এমন সব মানুষ, যাদের অন্তরটা রাতের বেলায় হরিণের তৈরি পথ যেমন অন্ধকার হয় তার চেয়েও কালো। চোর-বাটপার-খুনী-ডাকাত—সবাই এখানে আস্তানা গেড়েছে। অস্ত্রের জোরে তারা নিজেদের ইচ্ছে পূরণ করে নেয়। হয় পিস্তল নয়তো ছুরির আইন চলে এখানে। মাঝে মাঝে তারা বের হয় নিরাপত্তা ছেড়ে, যে সব বোকা লোক জীবিকা নির্বাহের জন্যে কাজ করে তাদের ওপর চড়াও হতে। সাধারণ মানুষ যারা পরিশ্রমের মাধ্যমে এলাকাটাতে সভ্যতা আনতে চেষ্টা করছে তারা আউট-লদের জন্মশত্রু।

ইন্ডিয়ান টেরিটোরি বলে সরকার নাক গলাতে ইচ্ছুক নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের যতো খারাপ সাদা মানুষ আছে সবাই সুযোগটা নিচ্ছে। অস্ত্র হাতে নিজের তৈরি আইন বজায় রাখতে পারলেই এখানে জমির মালিক হওয়া যায়। কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার পড়ে না এখানে। শুধু ছোট র‍্যাঞ্চারদের একটু সমঝে চলতে হয়। ওদের গরু চুরি করেই বেশিরভাগ চাহিদা মেটায় আউট-লরা।

তাদের ঠেকাতে হলে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। গায়ের জোরে হারিয়ে দিতে হবে তাদের। সেটা লিন্ডার পছন্দ নয়। ওর ধ্যান ধারণা একেবারেই ভিন্ন। ও এমন কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারবে না যে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে জীবন-মৃত্যুর

প্রতিযোগিতায় নামে।

উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে চওড়া উঠানে বাকবোর্ড থামাল জিম, লিন্ডাকে নামতে সাহায্য করল। ততোক্ষণে হাজির হয়ে গেছে র‍্যাংলার। বাকবোর্ডটা পেছন দিকে কোথাও নিয়ে গেল সে। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিম, ওর বাহুতে একটা হাত রাখল লিন্ডা। ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ দিগন্তের কাছে তাপতরঙ্গের দিকে। মুহূর্তের জন্যে জিমের মনে হলো লিন্ডার চোখের তারায় বিষাদ আর কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে। জোর করে হাসি টেনে এনে জিমের দিকে তাকাল লিন্ডা।

'জিম, আমি দুঃখিত। হয়তো বিশ্বাস করবে না তোমাকে আমি কতোটা পছন্দ করি। একজন পুরুষের যেসব প্রশংসনীয় গুণ থাকতে পারে তার সবই আছে তোমার মধ্যে। আসলে··· তারপরও···'

'আমি বুঝি,' মৃদু স্বরে বলল জিম। তিক্ত আর শীতল শোনাল ওর কণ্ঠ। 'আমরা এখানে সভ্যতা গড়ে তুলতে পারিনি। সময় লাগবে, তবে হতাশ হয়ে হাল ছাড়ব না আমরা। ভাল কথা, মিসেস উডফোর্ডকে একটু দেখে রেখো। ছেলে হারিয়ে একেবারে যেন ভেঙে না পড়ে।···পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। মিসেস উডফোর্ডকে জানিয়ো, আমাকে ডাকলেই হাজির হয়ে যাব।'

লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠল জিম। স্পারের স্পর্শে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো উডফোর্ডদের উঠান থেকে। জনির মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি বলে মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে। আধঘণ্টা পর নিজের র‍্যাঞ্চে পৌঁছাল ও। পুরোটা পথ লিন্ডার কথা চিন্তা করেছে। সম্পর্কটা ওর কাছে কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া লেগেছে। মেয়েটা যেন বাস্তব একটা স্বপ্ন। আর স্বপ্ন দেখে বোকা পুরুষমানুষরা।

করালের কাছে যাওয়ার পর স্যাডল পরানো ঘোড়াটা দেখতে পেল জিম। ঘোড়াটার পিঠে ময়দার বস্তার মতো আড়াআড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে একজন লোককে। এক মুহূর্ত দেরি হলো না ওটা কে তা বুঝতে। ওটা গাস লিন্ডস্টর্মের লাশ!

উপুড় হয়ে আছে লাশটা। পা দুটো একদিকের স্টির‍্যাপের সঙ্গে বাঁধা, হাত দুটো বাঁধা উল্টোদিকের স্টির‍্যাপের সঙ্গে।

মাথায় একটা গুলি খেয়েছে লিন্ডস্টর্ম। বুকেও বুলেটের কয়েকটা ফুটো আছে। খুন করার আগে প্রচণ্ড মারপিট করা হয়েছে তাকে। রক্তাক্ত চেহারাটা ক্ষতবিক্ষত, প্রথম দর্শনে চেনার উপায় নেই।

লাশটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল জিম। ইতিমধ্যেই ওটা শক্ত হয়ে গেছে। লিন্ডস্টর্মকে কাঁধে নিয়ে বাঙ্কহাউসে একটা বাঙ্কের ওপর শুইয়ে দিল ও। চোখ দুটো সরু হয়ে আছে, হাত দুটো মুঠো করা–মনের মধ্যে প্রলয়ংকরী ঝড় বইছে।

খুনীরা জানত ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে বাড়ি ফিরে আসবে ওটা। সেজন্যেই গাস লিন্ডস্টর্মের লাশ ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিয়েছে।

এটা পরিষ্কার একটা হুমকি। জিম কার্সনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, বাড়াবাড়ি কোরো না, শেষ হয়ে যাবে।

দাঁতে দাঁত পিষল জিম। মাথায় শুধু কাজ করছে শোধ নেবার চিন্তা।

পাঁচ

পরদিন দুপুর নাগাদ কবর দেয়া হলো গাস লিন্ডস্টর্মকে। খবর পেয়ে এসেছে গোটা বিশেক পরিচিত মানুষ। সমবেদনা জানাল না তাদের কেউ। উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে কোন মনোযোগ দিতে পারল না জিম, যেন একটা ঘোরের ভেতর রয়েছে। ওকে বিরক্ত না করেই আনুষ্ঠানিকতা সারা হলো। গাস লিন্ডস্টর্মের লাশ দেখার পর থেকে সময় সম্বন্ধে ধারণা হারিয়েছে জিম। ওর মনে পড়ল না যে কাছের লাইন ক্যাম্পে যেতে হবে, চার্লিকে জানাতে হবে যাতে সে গিয়ে ল্যানির সার্চ পার্টিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে। মনে পড়ল না যে সারারাত কিছু খায়নি ও, খাওয়া দরকার শরীর সুস্থ রাখতে হলে।

উঠানে দাঁড়ানো সিকামোর গাছটার নিচে বেঞ্চে বসে রাতে বোতলকে বোতল মদ খেয়েছে ও। সন্ধের কথা সেটা। তারপর সকালে প্রতিবেশীরা যখন আসা শুরু করল তখনও বেঞ্চে বসে আছে ও, এক কনুই হাঁটুর ওপর রাখা, অন্য হাতে মাথা চেপে ধরে রয়েছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। চেয়ে আছে মাটিতে পড়ে থাকা অসংখ্য সিগারেটের টুকরোর দিকে। এক পাশে পড়ে আছে একটা খালি মদের বোতল। বেঞ্চে রাখা বোতলটার অর্ধেক খালি।

প্রতিবেশীরা যখন এলো তখন মুখ তুলে তাকায়নি ও। উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। তারা দু'একটা সান্ত্বনার

বাণী জানাতে গিয়ে ওর মানসিক অবস্থা বুঝে সরে থেকেছে। এ এমন এক মানসিক অবস্থা যখন কাউকে সান্ত্বনা বা উপদেশ দেয়াটা একটা অন্যায়।

কবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে তারা। শেষ বারের মতো লাশ দেখতেও ওঠেনি জিম। অথচ গাস ছিল ওর সত্যিকারের বন্ধু, সহকর্মী। এখন সে শুয়ে আছে ওর লিভিং রূমে, সোফার ওপর। মৃত। আর কখনও ফিরবে না সে, হেসে বলবে না, 'বুড়ো শেয়াল, সমস্ত কাজ শেষ করে এসেছি, এবার পকেট থেকে বেতনটা বের করো দেখি, একটু ফুর্তি করে আসি।'

মিসেস উডফোর্ড তার স্বামী আর ছোট ছেলে বার্টের সঙ্গে বাকবোর্ডে চেপে এসেছে লিন্ডা। সবাই ওরা সিকামোরের নিচে বসে থাকা জিমের কাছে এক মুহূর্তের জন্যে থেমেছে। তাদের উপস্থিতি প্রায় খেয়ালই করেনি জিম। মনে হয়েছে যেন ও কাউকে চেনে না।

একটু পরই বুড়ো জেফ উডফোর্ড ছেলেকে নিয়ে কবর খোঁড়ার কাজে সাহায্য করতে চলে গেছে। মিসেস উডফোর্ড সান্ত্বনা দিতে যাওয়ায় চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়েছে লিন্ডা। বুঝতে ওর দেরি হয়নি যে এখন ওসবের উপযুক্ত সময় নয়। আপনমনে দুই মহিলাকে বাউ করেছে জিম, তারপর ডুবে গেছে নিজের চিন্তায়। অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করতে গেছে মিসেস উডফোর্ড। মনের মাঝে অনিশ্চয়তা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে লিন্ডা, ওর চোখ একবার গেছে মাটিতে পড়ে থাকা শূন্য বোতলের দিকে, তারপর ও দেখেছে বিভ্রান্ত জিমকে।

একটু পর ও যোগ দিয়েছে মিসেস উডফোর্ডের সঙ্গে। লিন্ডার দোদুল্যমানতা বুঝে মিসেস উডফোর্ড বলেছে, 'সত্যিকারের একজন ভাল মানুষ ও, লিন্ডা। গাস ছিল ওর ভাইয়ের মতো।

প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে জিম। এখন ওকে একা থাকতে দেয়াই বোধহয় উচিত হবে।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলাকে দেখেছে লিন্ডা, দ্বিমত পোষণ করে বলেছে, 'ভাল মানুষ হলে বন্ধু মারা যাবার পর কেউ এভাবে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায়? আমি তো বুঝতে পারছি না কেন...'

'হ্যাঁ, মা, তুমি বুঝতে পারছ না। জিম কার্সন মাতাল হয়নি। ওর যা মানসিক অবস্থা তাতে এক গ্যালন হুইস্কি গিললেও মাতাল হবে না ও। এদিকের পুরুষরা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে না। প্রকাশ করাটা দুর্বলতা মনে করে। সত্যিকারের পুরুষ যখন আঘাত পায় তখন ওরা নিজের মাঝে কষ্ট লুকিয়ে রাখে, মদ খায় মনের দুঃখবোধটাকে ভোঁতা করে দিতে। গাস লিন্ডস্টর্মের প্রতি কোন অবহেলা দেখাচ্ছে না ও, অবজ্ঞা নেই ওর মনে, সময়টা পার করছে ও দোজখ-যন্ত্রণায়। আমি এদের বুঝতে পারি। আমার স্বামীও এই একই ধাঁচে তৈরি। পারলে এখন বাচ্চাদের মতো চিৎকার করে কাঁদত জিম, কিন্তু না কাঁদার বয়স হয়ে গেছে ওর। অন্তরটা ওদের চওড়া এবং গভীর, লিন্ডা; বড় একটা নদীর মতো। যে স্রোত নিচ দিয়ে বয়ে যায় তা যতো তীব্রই হোক, বলো তুমি, সে স্রোত কি দেখা যায়?'

'সবাই ওকে নিয়ে ভাবছে,' স্বীকারের সুরে বলেছে লিন্ডা, 'নিশ্চয়ই ওর মধ্যে বিশেষ কিছু একটা আছে, যে কারণে সবাই ওকে এতো পছন্দ করে। কিন্তু তারপরও...'

'হ্যাঁ, লিন্ডা, সবাই ওকে পছন্দ করে, ওর জন্যে ভাবে। একদিন এই জিম কার্সনের মতো লোকরাই এই এলাকা বদলে দেবে, গড়ে তুলবে সভ্যতা। এদের মতো মানুষের রক্ত-মাংসেই উর্বর হবে জমি। জিমের মতো লোকরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে

যাতে অন্যরা বেঁচে থাকতে পারে।'

ফিরে তাকিয়ে দেখল লিন্ডা, এখনও বেঞ্চে বসে মাটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিম কার্সন। নিজের ভেতর অপরিচিত একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পেল ও। কেমন যেন লেগে উঠল জিমের জন্যে। মনের মাঝে ভয় অনুভব করল লিন্ডা। ও কি রুক্ষ কঠোর ওই লোকটাকে ভালবেসে ফেলেছে?

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্নার পাড়ে জন্মেছে বেশ কিছু জুনিপার গাছ। ওখানেই কবর খোঁড়া হয়েছে। দুপুর নাগাদ ছয়জন প্রতিবেশী বার্ন থেকে তক্তা খুলে তৈরি করা কফিনে করে লিন্ডস্টর্মের লাশ নিয়ে গেল জুনিপারের ধারে। আস্তে করে কবরে নামিয়ে দেয়া হলো কফিন। জীবিত অবস্থায় ওখানে জুনিপারের ছায়ায় বসে পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঝর্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসত লিন্ডস্টর্ম। এখন থেকে সব সময় ওখানেই থাকবে ও।

বুড়ো উডফোর্ডের পরনে একটা কালো কোট। বুট জুতোয় নতুন করে রং করা হয়েছে। তার দীর্ঘ চুল ছেঁটে দিয়েছে মিসেস উডফোর্ড। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে কবরের সামনে। এক হাতে হ্যাট, অন্য হাতটা নার্ভাস ভঙ্গিতে গোঁফ পাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে পাহাড়ের দিকে, তারপর তার দৃষ্টি স্থির হচ্ছে অপ্রশস্ত কবরে শোয়ানো কফিনের ওপর।

সবাই তার চারপাশে অপেক্ষা করছে নিরবে। প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর। গাস লিন্ডস্টর্মকে পছন্দ করত তারা। সৎ একজন মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।

'বন্ধুরা,' শুরু করল উডফোর্ড, 'আমরা জানি যে ওর মৃতদেহ সামনে রেখে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা করাটা গাস পছন্দ করত না। কিন্তু যা করতে হবে সেটা তো করতেই হবে। এবার আসা যাক গাসের কথায়। ও ছিল এমন একজন মানুষ যে নিজের কাজ

অন্তর ঢেলে করত। কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসত ও। আমি জানি না ঈশ্বর এই গুণ ছাড়া আর কোন গুণের কারণে পুরুষ মানুষকে স্বর্গে নেবেন কিনা। ধর্ম সম্বন্ধে তেমন কোন জ্ঞান নেই আমার। শুধু এটুকু বুঝি, সৎ একজন পুরুষ সবসময়ই স্বর্গে স্থান পাবার উপযুক্ত। গাস ছিল তেমনই একজন মানুষ, কাজেই ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।

'আমরা সবাই জানি গাস লিন্ডস্টর্ম কেন জীবন দিয়েছে। আমাদের সবার স্বার্থ রক্ষার জন্যে কাজ করছিল লিন্ডস্টর্ম। যে ঝামেলা আমরা মোকাবিলা করছি সেই একই ঝামেলা গাসও মোকাবিলা করেছে। ও শুধু ওর বসের হয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই খুন হয়নি, ও আমাদের সবার পক্ষেও কাজ করছিল। ভবিষ্যতের কঠিন দিনগুলোয় গাসের এই আত্মত্যাগের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সবাই যদি আমরা নিজের নিজের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের স্বার্থও দেখি তাহলেই কেবল এখানে টিকতে পারব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উডফোর্ড, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'গাস, আর কিছুই বলার নেই আমাদের। বিদায়, বন্ধু! সত্যিকারের পুরুষের মতো বেঁচেছ তুমি, মারাও গেছ সত্যিকারের পুরুষের মতো। ভাল থেকো তুমি।'

ফিউনারাল শেষ হবার পর তরুণ বার্ট উডফোর্ডকে একপাশে ডেকে নিল টয় ল্যানি। কারও কানে যাবে না এমন দূরত্বে পৌঁছে বলল, 'বার্ট, জিমের জন্যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে জিম। সর্বক্ষণ গাসের কথা ভাবছে। ওকে ওর মানসিক বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কোন এক কৌশলে ওর কাছ থেকে মদের বোতলটা সরিয়ে ফেলা। যেকোন একজনকে কথা বলে বা অন্য কোন ভাবে ওকে ব্যস্ত রাখতে হবে, অন্যজন বোতলটা সরিয়ে নেবে। দরকার

হলে মাথায় বাড়ি দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে নিতে হবে। যা-ই করতে হোক না কেন, বোতল যাতে খুঁজে না পায় ও।'

'অজ্ঞান করে ফেলাটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ হবে,' বলল বার্ট উডফোর্ড। 'ঘুম ওর জন্যে এখন আশীর্বাদ। তাছাড়া হুঁশ থাকলে ও হয়তো একা একা কেলটনের মোকাবিলা করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে যাবে।'

বাড়িটা ঘুরে দু'জন ওরা চলে এলো সিকামোর গাছের পেছনে, দেখল বেঞ্চে কেউ নেই। খুঁজতে শুরু করল ওরা। বার্নে এসে দেখল জিম কার্সনের ঘোড়া আর স্যাডল ওখানে নেই।

বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে ওরা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে। করাল থেকে ফেরার সময় হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল টয় ল্যানি, নিচু স্বরে বলল, 'ও গেছে কেলটনের মুখোমুখি হতে। ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, ইন্ডিয়ানদের মতোই ট্রেইলগুলো চেনে জিম। আর ও এমন এক মানুষ যে পাইনটপের এদিকে থামবে না।'

'আর তার মানে জিমকে নিয়ে তিনজনকে হারালাম আমরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্ট। 'ওকে বাঁচতে দেবে না কেলটন। পাহাড়ে অসংখ্য লোক আছে যারা জিমকে খুন করতে পারলে খুশি হবে।'

*

প্রথম যখন জিম চারপাশ সম্বন্ধে সচেতন হলো তখন খেয়াল করে দেখল স্যাডলটাকে বালিশ বানিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে ও। চোখ মেলল। একঝাড় অ্যালডারবেরির ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল পাইন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সামান্য সামান্য সূর্যের রশ্মি আসছে।

আবার চোখ বন্ধ করল জিম। ভাবার চেষ্টা করল কখন এখানে এসেছে। জায়গাটা কোথায়। কিছুক্ষণ ওকে সাহায্য করল

না স্মৃতিশক্তি, তারপর ঝাপসা ভাবে মনে পড়ল গাস লিন্ডস্টর্মকে খুঁজে পাওয়া, তার শেষকৃত্য এবং ওর রওনা হয়ে যাওয়া।

অনেকে এসেছিল সমবেদনা জানাতে। তাদের মধ্যে মিসেস উডফোর্ড আর লিন্ডাও ছিল। আতঙ্কিত চেহারায় দৃষ্টিতে অপছন্দ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল লিন্ডা। এখন মনে পড়ল তখন ও বসে ছিল সিকামোরের নিচে একটা বেঞ্চে। মনে পড়ল সারারাত মদ্যপান করেছে সে। কাউবয়রা অতিরিক্ত মদ পান করবে সেটা লিন্ডার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত একটা কাজ। কাউবয়রা মদ খেয়ে নাচের আসরে হুল্লোড় করে, এব্যাপারে কয়েকবার আপত্তি জানিয়েছে লিন্ডা।

শেষ পর্যন্ত ওকে নিয়ে নাচের আসরে যাওয়াই বাদ দিতে হয়েছে জিমকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিম। অনুভব করল, মেয়েটিকে আপন করে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই ওর। লিন্ডার পছন্দ হওয়ার তুলনায় যথেষ্ট সভ্য নয় ও। এখন জিম বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করল, মেয়েটিকে না পাওয়ার যে একটা ব্যথা অন্তরে ও অনুভব করত সেটা এখন আর নেই। মদ খাওয়াটা ঠিক হয়নি, নিজের মনে স্বীকার করল জিম। মাথাটা এখনও ধরে আছে। চিন্তাগুলো অস্পষ্ট। কিছুই ভাল লাগছে না। মুখের ভেতরটা মনে হচ্ছে মরুভূমির কর্কশ বালুতে ভরা।

শরীর গড়িয়ে দিয়ে ক্রল করে অ্যালডারের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো ও, চারপাশে চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে। এদিকের পাইন গাছগুলো এতো মোটা যে দু'হাত বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না জিম। এটা নিশ্চিত যে পাহাড়ের অনেক ওপরে কোথাও আছে ও। ঘোড়াটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থাকবে, নইলে স্যাডল এখানে থাকবে কেন! সামান্য ঢাল

বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও। মন বলছে ঘোড়াটাকে সামনে পাওয়া যাবে।

একটু এগিয়েই থামতে হলো ওকে। আরেকটু হলেই গাছের আড়াল ছেড়ে বের হয়ে যেত ও। সামনে সরু একটা রাস্তা, চলে গেছে পাইন গাছের ফাঁক গলে এঁকেবেঁকে।

জ্যাকের দোকানটা রাস্তার ঠিক উল্টোপাশে। সূর্যের আলোয় পোড় খাওয়া পুরানো একটা দোতলা বাড়ি ওটা, পাইনের শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি। দেখে মনে হয় বাড়িটা পরিত্যক্ত, কিন্তু তা ঠিক নয়; ছাদের এক কোনা ফুঁড়ে ওঠা চুলার চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। জিম শুনেছে দোকানটার মালিক আসলে বার্ড কেলটন।

গাছের আড়াল থেকে দোকানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গত দু'দিনের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। বার্ড কেলটনের মুখোমুখি হতে বের হয়েছে ও র‍্যাঞ্চ থেকে। গাস লিন্ডস্টর্মকে অত্যাচার শেষে খুন করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে যে চ্যালেঞ্জ কেলটন করেছে সেটার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। হাতে কোন সত্যিকার প্রমাণ না থাকলেও ওর ধারণা এ ঘটনায় বার্ড কেলটন দায়ী। এখন ওর মানসিক অবস্থা যেমন তাতে প্রমাণ থাকাটা ততোটা জরুরী নয়।

মনে পড়ল ফিউনারালের সময় সবার অজান্তে র‍্যাঞ্চ থেকে বের হয়ে এসেছে ও। ল্যানি বা অন্যরা ওকে কিছুতেই একা কেলটনের এলাকায় আসতে দিতে রাজি হতো না। যে করে হোক ওকে ঠেকাত ওরা। এপর্যন্ত যেভাবেই হোক অন্ধকারের মাঝে চলে এসেছে ও, তারপর মাতাল অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সকালের জন্যে অপেক্ষা করবে।

হত্যাকাণ্ডগুলো ওর মনে কি ধরনের অনুভূতির জন্ম দিয়েছে? নিজের ভেতরটা হাতড়ে দেখল জিম, কোন অনুভূতির চিহ্নও খুঁজে

পেল না। গাস চিরতরে চলে গেছে, তবু অন্তরটা ওর শুধুই ফাঁকা। লিন্ডা ওর স্ত্রী হবে না, তাতে কি!

অন্তরটা যেন মরে গেছে ওর। যে করে হোক বার্ড কেলটনকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে, এছাড়া সচেতনতায় আর কোন ভাবনা নেই। এতোই নির্বিকার লাগছে যে কেলটনের প্রতি কোন রাগও অনুভব করছে না ও। যা করতে হবে তা করতে হবে, কেলটনকে খুন করা এমনই একটা ব্যাপার। জানে, বার্ড কেলটনকে ও খুঁজে বের করবে, দরকার হলে দোজখ পর্যন্ত ধাওয়া করে হলেও, হত্যা করবে ও লোকটাকে।

চিন্তাশক্তি একটু বাড়ার পর অনুভব করল, যদিও রাতে বিশ্রাম এবং ঘুম পেয়ে শরীরের ক্লান্তি কমে গেছে, কিন্তু মনে করতে পারল না শেষ কখন খাবার খেয়েছে। প্রচণ্ড খিদেয় পেটের ভেতরটা মোচড় মারছে। কেলটনকে খুঁজে পেতে বোধহয় বেশ সময় লাগবে। লোকটা এখন কোথায় আছে সেটা জানা থাকলে ভাল হতো। জ্যাকের পেট থেকে কেলটনের খবর বের করা যাবে না। জ্যাক আজও বেঁচে আছে তার একমাত্র কারণ মুখ বন্ধ রাখতে জানে সে। বাড়তি কথা বলার অভ্যেস যাদের আছে তারা এদিকের পাহাড়ী এলাকায় বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল জিম, একটা ঝর্নার ধারে নিজের ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল, তাজা ঘাসে চরছে। কখন ঘোড়াটাকে বেঁধেছিল মনে করতে পারল না। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে বনের ধারে নিয়ে এলো ওটাকে। সরু একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়ে ওখানেই ঘোড়াটা বাঁধল। প্রয়োজনে দ্রুত সরে পড়তে পারবে। জ্যাকের দোকানে যেতে হবে ওকে, খাবার কিনতে হবে, তারপর পাহাড়ী দস্যুরা ওর উপস্থিতি টের পাবার আগেই সরে যেতে হবে এখান থেকে। এখন কেলটনের স্যাঙাতদের সঙ্গে

বিরোধে জড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই ওর। স্বয়ং কেলটনকে চাই ওর।

বনের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধুলো মাড়িয়ে দ্রুত পায়ে দোকানটার দিকে এগোল জিম। বারান্দায় উঠে দরজার হাতলে হাত রেখে কাঠুরেদের তৈরি পথটায় নজর বোলাল। নেই কেউ। নির্জীব একটা সাপের মতো পড়ে আছে ধুলোময় রাস্তা।

এখানে দেখার তেমন কিছু নেই। পাইনের তৈরি কয়েকটা কুঁড়ে, বেশিরভাগেরই দরজা নেই। ধূসর, পরিত্যক্ত। পুরানো একটা লাম্বারিং ক্যাম্প ছিল এটা। দোকানের একশো গজ দূরে ছিল স'মিল। এখন আর কেউ থাকে না এখানে। শুধু জ্যাক আর তার দোকান মনুষ্যবসতির চিহ্ন বহন করছে

সাবধানে এদিকটা এড়িয়ে চলে পাহাড়ী লোকজন। তবে তাদের কেউ যখন জ্যাকের চিনির তৈরি হুইস্কি গিলে অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়ে তখন আশ্রয় নেয় ওই কুটিরগুলোর কোন একটায়। কখনও কখনও ঘর ভাড়া করে জ্যাকের ওপর তলায়। আজকে তেমন কারও উপস্থিতি নেই। অন্তত ওর চোখে পড়েনি। দরজাটা খুলে দোকানের ভেতরে ঢুকল জিম, পূর্ণ সতর্ক। পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল ওর হাতের তালু ছুঁয়ে আছে সিক্সগানের বাঁট।

পেছনের একটা টেবিলে হাতের স্টেক ভরা প্লেট দুটো রেখে কে ঢুকেছে দেখতে ঘুরল জ্যাক। চিকনচাকন লোক সে, মাথার চুলগুলো ধূসর, গোঁফটা এমনই যে তার বিষণ্ন চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। একটা চোখ কানা, লাল অক্ষিকোটর দেখতে বিশ্রী লাগে। কাউন্টারের পেছনে এসে দাঁড়াল সে, ভাল চোখটায় নিরব প্রশ্ন। অপেক্ষা করছে আর গোঁফে তা দিচ্ছে দু'আঙুল এক করে।

'সার্ডিনের এক ডজন ক্যান,' বলল জিম। 'সঙ্গে আরও কিছু

থাকলে ভাল।'

তেলমাখা মাছের ক্যানগুলো কাউন্টারের ওপর রাখল জ্যাক। 'পনির চলবে? কোথাও না থেমে রান্নাবাড়া না করে পথ চলতে হলে খাবার হিসেবে ওগুলো চমৎকার।'

মাছি ভিনভিন করছে পনিরের চাকার ওপর। এক নজর তাকিয়ে নিচু গলায় 'চলবে', বলল জিম।

'কয় টুকরো?' জিজ্ঞেস করে হাতের ছুরিটা পনিরের গায়ে ঠেকাল জ্যাক। জিম কার্সন কিছু বলছে না দেখে আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কয় টুকরো দেব?'

কথাটা এবারও শুনতে পেল না জিম। এই মাত্র পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দোকানের তিনটে টেবিলের একটায় বসেছে এক লোক এবং তার সঙ্গিনী। ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ তাদের ওপর। এমন এক জায়গায় জিম দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা ঘুরে না তাকালে ওকে দেখতে পাবে না। পেছনের জানালার দিকে মুখ করে বসেছে লোকটা।

পনিরের ওপর ছুরি ধরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক, চোখটা স্থির জিমের ওপর। সেদিকে জিমের খেয়াল নেই, পা বাড়াল ও লোকটার দিকে। অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ওর।

মহিলা টিনের কফি কাপে চুমুক দিয়ে ওটার ওপর দিয়ে জিমকে এগোতে দেখল। অগোছাল লাগছে মহিলাকে দেখতে। চেহারার ওপর এসে পড়েছে কয়েক গোছা চুল। চোখ দুটো রক্তলাল, ঘুমে জড়ানো। যেন সারারাত বিশ্রাম পায়নি। পরনের লাল পোশাকটা কোঁচকানো। বুঝতে জিমের দেরি হলো না, পাহাড়ী লোকদের জৈবিক চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে পয়সা কামায় যেসব মেয়েরা, এ তাদেরই একজন। কেলটনের লোকরাই এদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়।

থামল না জিম, সোজা গিয়ে দাঁড়াল লোকটার পেছনে। কাঁধে হাত রাখল।

প্রায় লাফিয়ে উঠল ম্যাক স্টিচ। ভাব দেখে মনে হলো ওর কাঁধে গরম একটা ব্র্যান্ডিং আয়রন চেপে ধরেছে কেউ। খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা চেহারা ফিরিয়ে জিমকে দেখল সে। কে কাঁধে হাত রেখেছে সেটা বুঝে চেহারায় কঠোরতার ছাপ পড়ল। চুলের ভেতর আঙুল চালাল সে। অজান্তেই উরুর দিকে নামতে শুরু করল একটা হাত। মনে নেই যে গানবেল্ট ওপরতলায় রেখে এসেছে। পিস্তলটা নেই বুঝতেই চেহারায় কয়েক রকমের অনুভূতির ছাপ পড়ল। ভয়, আক্রোশ, ঘৃণা, বিরক্তি।

'কি চাও?' আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল সে।

'ছোট্ট একটা প্রশ্নের উত্তর চাই, স্টিচ। বলতে পারো এই মুহূর্তে বার্ড কেলটনকে আমি কোথায় পাব?'

দেখা মাত্র ওকে গুলি করে এখানেই শেষ করে দেয়া হবে না বুঝে স্বস্তিটুকু গোপনের সাধ্যাতীত অসফল চেষ্টা করল স্টিচ। কর্কশ কণ্ঠে হাসল। বাতাসে হাতের ঝাপটা দিল।

'আমি জানব কোত্থেকে!'

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে মনে করার চেষ্টা করতাম,' মৃদু শান্ত স্বরে জানাল জিম।

মহিলা এধরনের পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে, স্টিচের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালও না সে, চুপচাপ নাস্তা খাচ্ছে।

'নিজের জমি ছাড়িয়ে এসেছ তুমি,' ট্যাড়া স্বরে বলল স্টিচ। 'ভাল চাইলে কেটে পড়ো। ছেলেরা কিন্তু একটু পরেই নিচে নামবে।'

'ঝুঁকিটা নেব আমি,' শান্ত স্বরে জানাল জিম। 'আমার ধারণা মেয়েলোক নিয়ে ফুর্তি করার সময় কাউকে সঙ্গী করো না তুমি।

এবার কাজের কথায় আসা যাক। এখনও কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল স্টিচ। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

টেবিল থেকে আধখালি বোতলটা তুলে নিয়ে গায়ের জোরে ওটা স্টিচের মাথার তালুতে নামিয়ে আনল জিম। ঝনঝন করে বোতলটা ভেঙে গেল। চোখ বন্ধ করল স্টিচ। জ্ঞান যাতে না হারায় সেজন্যে মাথা দোলাল পাগলের মতো। চোখ জ্বলছে মদ লেগে। শার্টের হাতায় মুখটা মুছল সে। গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বুনো জন্তুর মতো একটা চাপা গর্জন। দু'হাতে টেবিলটা ধরে ছুঁড়ে ঘরের কোনায় ফেলে দিল জিম, চাপা স্বরে মহিলার উদ্দেশে বলল, 'সামনে থেকে সরো।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে জ্যাকের কাউন্টারের কাছে চলে গেল মহিলা। কফির কাপটা নিতে ভোলেনি। চেহারা একেবারেই নির্বিকার। কার কি হলো তাতে তার পেশায় কোন বাজে প্রভাব পড়বে না।

স্টিচের দিকে মনোযোগ দিল জিম।

'ওঠ্!' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'তুই মরিস কি কেলটন মরে তাতে এখন আর আমার কিছু যায় আসে না।'

স্টিচের নাকে গায়ের জোরে ঘুসি বসাল জিম। আওয়াজটা শুনে মনে হলো বাছুরের কপালের শক্ত হাড়ে প্রচণ্ড জোরে কুঠারের কোপ মারা হয়েছে।

দীর্ঘদেহী লোক স্টিচ। ঘুসির আঘাতে চেয়ার উল্টে মাটিতে পড়ে গেল সে। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল বেশ। টলছে সে। ফাটা নাক থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ হলো। এক ঝলক তাজা রক্ত বের

হলো নাকের ফুটোগুলো দিয়ে। শার্টের হাতায় নাক মুছে রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। কঠোর লোক, দ্রুতই স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিচু শান্ত স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অস্ত্রটা যদি ব্যবহার করার ইচ্ছে থাকে তো সে চেষ্টাই করো। তোমাকে আমি খালি হাতে দু'টুকরো করে ফেলব।'

পনির কাটা ছুরি হাতে দৌড়ে এলো জ্যাক, দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এখানে না! অন্যখানে বিবাদ করো গিয়ে। বেরোও তোমরা! বাইরে! বাইরে!'

স্টিচ বা জিম, দু'জনের কেউই জ্যাকের কথায় কর্ণপাত করল না। মহিলা দূর থেকে এক মুহূর্ত জ্যাককে দেখল, তারপর তার দৃষ্টি স্থির হলো স্টিচের ওপর।

শিকার সামনে পাওয়া চিতাবাঘের মতো জিমের দিকে ছুটে এলো ম্যাক স্টিচ। শেষ সময়ে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'জনের মাঝখান থেকে সরে গেল জ্যাক।

নিশ্চিন্ত চেহারায় কফি কাপে চুমুক দিল পতিতা। লড়াইরত লোক দু'জনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরছে না। চেহারা দেখে মনে হলো উপভোগ করছে, যেন তাকে পাওয়ার অধিকারের জন্যেই লড়ছে দু'জন পুরুষ।

ছয়

এ শুধু জবাব না দেয়া জনিত বিরোধ নয়। এ বিরোধ এমন দু'জন

মানুষের, যাদের জীবিকা একে অপরের জন্যে ক্ষতিকারক। অন্তরের গভীর থেকে পরস্পরকে ঘৃণা করে ওরা। সে ঘৃণা লুকিয়ে রাখার নয়। এখন ওরা মুখোমুখি হয়েছে। শেষ বিন্দু শক্তি থাকা পর্যন্ত পিছাবে না ওরা।

দুটো বুনো জানোয়ার যেন, শক্তি পরীক্ষার লড়াইতে নেমেছে। এ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

স্টিচ আঘাত হানার আগেই দু'পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়াল জিম। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে যেন অত্যন্ত শক্তিশালী কোন হিংস্র বুনো প্রাণী জেগে উঠেছে। লড়াইয়ের সম্ভাবনা ওর ভেতর উন্মাদনা সৃষ্টি করল। বিকৃত একটা আনন্দ বোধ করল ও নিজের ভেতর। স্টিচ সামনে আসতেই দড়াম করে ঘুসি মারল তার চোয়ালে। সংঘর্ষের আওয়াজটা শুনে তৃপ্তি পেল মনে।

থরথর করে কেঁপে উঠে থমকে গেল স্টিচ, তবে দ্রুতই সামলে নিল। পাল্টা মারল সে। মাথা সরিয়ে তার ঘুসিটা কাঁধের ওপর দিয়ে যেতে দিল জিম, পরক্ষণেই আবার ঘুসি বসাল। এবার স্টিচের কানে লাগল ওর মুঠো করা হাত।

আঘাতের প্রচণ্ডতা এতোই বেশি যে টাল খেয়ে এক পাশে পড়ে গেল স্টিচ। দেয়ালে পিঠ দিয়ে ধাক্কা খেল তার দেহ। ভারসাম্য রক্ষা করতে সুবিধেই হলো তাতে। সামলে নিয়ে ছিটকে সামনে বাড়ল সে। দু'হাত পিস্টনের মতো ছুঁড়ছে।

আক্রমণের প্রথম চোটে আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না জিমের। পিছাতে হলো ওকে। ধাওয়া করে এগোল স্টিচ। শরীরের বাড়তি ওজনটা ব্যবহার করে ঘুসির জোর বাড়াচ্ছে সে। একের পর এক ঘুসি এড়াল জিম, পাল্টা আঘাতের সুযোগ পেল না।

একটা ঘুসি নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে কপালে আঘাত করায় মাথায় যেন ব্যথার আগুন ধরে গেল জিমের। টলতে টলতে পিছাল ও। মেঝেতে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা কুঠারের হাতল। ওগুলোর একটায় পা বেধে পড়ে গেল ও মেঝেতে।

স্টিচের গলার গভীর থেকে সন্তুষ্টির আওয়াজ বের হলো। তাড়াহুড়ো করে সামনে বাড়ল সে। মাটিতে পড়া শত্রুকে লাথিয়ে খুন করে লড়াই শেষ করবে।

পা পেছনে নিয়ে গায়ের জোরে লাথি চালাল স্টিচ। তার বুটের ডগা গেঁথে গেল জিমের পাঁজরে। জিমের মনে হলো সারাশরীরে ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে। বুঝতে পারছে ও, উঠে দাঁড়াতে পারবে না, তার আগেই লাথিয়ে ওকে মেরে ফেলবে স্টিচ। এধরনের এক তরফা লড়াই স্টিচের পছন্দ। প্রতিপক্ষকে সমান সুযোগ দেবে না সে কিছুতেই।

এক পাশে শরীর গড়িয়ে দিল জিম, ধাক্কা খেল টেবিলের পায়ার সঙ্গে। থামল না, দেহ কুঁকড়ে ঢুকে গেল টেবিলের তলায়, বের হলো অন্য পাশ দিয়ে। স্টিচ ধাওয়া করে টেবিল ঘুরে আসার আগেই নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারল ও। স্টিচের প্রথম আক্রমণ মাথা নিচু করে পার হয়ে যেতে দিল জিম, পরক্ষণে সামনে বাড়ল। দু'হাতে সমানে ঘুসি মারছে স্টিচের চিবুক লক্ষ্য করে।

থমকে গেছে স্টিচ। সুযোগটা নিল জিম, হাত চালানো বন্ধ করল না। প্রতিটা ঘুসি স্টিচের চিবুক লক্ষ্য করে মারল। প্রতিবার থরথর করে কেঁপে উঠল স্টিচ। প্রতিটা আঘাত যেন জিমকে আরও হিংস্র করে তুলছে। অন্তরের রাগ প্রকাশ পাচ্ছে বিদ্যুদ্গতি ঘুসিগুলোর মাধ্যমে। ক্রমেই মাথার ফাঁকা ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে ওর। শিরায় শিরায় টগবগ করে বইছে উষ্ণ রক্ত। এখন ও বুঝতে

পারছে, চাইলেই স্টিচকে খালি হাতে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারবে। পরিশ্রম করার জন্যেই বোধহয়, মন থেকে তিক্ততা কমে আসছে

ঘুসির পর ঘুসি মারছে জিম। স্টিচ পিছাল। সামনে বাড়ল জিম। ওর কাঁধে লেগে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে স্টিচের দুর্বল ঘুসিগুলো। হাতুড়ির মতো লোকটার চিবুকে পড়ছে জিমের ঘুসি।

কিন্তু স্টিচের মতো বিশালদেহী লোককে ধাওয়া করে মারতে যাওয়া সুস্থ বুদ্ধির কাজ নয়। আস্ত একটা ষাঁড় স্টিচ। পেশী আর হাড় ছাড়া শরীরে যেন অন্য কিছু নেই। লোকটার ব্যথার বোধ বলতে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। দুর্বল জায়গাগুলো শক্তিশালী পেশী দিয়ে ঢাকা।

স্টিচের দু'হাতের নাগালে চলে যাওয়ার পর নিজের ভুল বুঝতে পারল জিম। দু'হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে আলিঙ্গনে আটকাল স্টিচ। স্টিচের দু'হাতের সাঁড়াশির বেড়ে আটকে গেছে জিমের দু'হাত। গায়ের জোর খাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলো ও।

শরীর পেছনে হেলিয়ে চেষ্টা করে দেখল জিম। কাজ হলো না। স্টিচ সামনে বাড়ছে, ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে না। ক্রমেই আরও জোরে আলিঙ্গন করছে সে। জিমের পাঁজরের হাড় মড়মড় করে উঠল। আরও বাড়ছে চাপ। আর সামান্য শক্তি প্রয়োগ করলেই ভেঙে যাবে হাড়। ফোঁস ফোঁস করে গরম শ্বাস ফেলছে স্টিচ জিমের মুখে। হুইস্কির গন্ধে বমি চলে এলো জিমের। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে।

শ্বাস বেরিয়ে যেতে শক্ত আলিঙ্গনের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেল জিমের বুক। চেষ্টা করল, কিন্তু শ্বাস নিতে পারল না। শরীর ঝাঁকাল শ্বাস নেবার চেষ্টায়, সুবিধে করতে পারল না। টের পেল

সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে ওর। দম নেবার চেষ্টায় টানটান দড়ির মতো শক্ত হয়ে আছে শ্বাসনালী। কিছুই যেন করার নেই। দম আটকে ওকে খুন করছে স্টিচ। ক্রমেই আরও বাড়ছে বাহুর চাপ।

জিম বুঝতে পারছে ঝটকাঝটকি করে স্টিচের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গিয়ে নিজের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে ও। পেছনে হটেও কোন লাভ হবে না। ভাল মতোই বাগে এনে ফেলেছে ওকে স্টিচ।

সময় শেষ হয়ে আসছে জিমের জন্যে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লড়াইয়ের শক্তি শেষ হয়ে যাবে ওর। লড়াইটা ও-ই শুরু করেছিল। পরিণতিটা ওকেই বরণ করতে হবে। চোখের সামনে নিজের লাশ দেখতে পাচ্ছে জিম। বুঝতে পারছে বাঁচতে হলে কিছু একটা করতে হবে। করতে হবে দ্রুত।

হাঁটু তুলে গায়ের জোরে স্টিচের অণ্ডকোষ লক্ষ্য করে গুঁতো দিল জিম। লাগল না। উরুতে ধাক্কা খেল স্টিচ। হাঁটু আরও তুলতে হবে। আরও জোরে চেপে ধরেছে স্টিচ। পা দুটো মেঝে থেকে তুলে ফেলল জিম, স্টিচের আলিঙ্গনে ঝুলছে। এবার হাঁটু তুলে গুঁতো মারল আবার।

একে জিমের ওজন সম্পূর্ণ বইতে হচ্ছে, তারওপর অণ্ডকোষে জোরাল গুঁতো—ঝটকা দিয়ে পেছনে সরে গেল স্টিচ। জিমকে ছেড়ে দু'হাতে অণ্ডকোষ চেপে ধরে পিছাল আরও।

হাঁটু দিয়ে মেঝেতে পড়ল জিম, শ্বাস নিল বুক ভরে, তারপর খানিক শক্তি সঞ্চয় করেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে বাড়ল। তখনও সামলে নিতে পারেনি স্টিচ, গোঙাচ্ছে মেঝেতে বসে তলপেট চেপে ধরে। চোখে শূন্য দৃষ্টি, ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে।

তার দু'ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল জিম।

একটু পর সচেতন হলো স্টিচ। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো রাগের হুঙ্কার। কোথায় আছে, কি করছিল, কেন কি হচ্ছে–সব মনে পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল সে। টলছে এখনও। দেয়ালের গা থেকে একটা স্যাডল খুলে নিয়ে জিমের মাথা লক্ষ্য করে হাতুড়ির মতো চালাল।

চল্লিশ পাউন্ড ওজন স্যাডল আর সঙ্গের লোহালক্কড়ের। সোজা ওটা জিমের মাথার পাশে আঘাত করল। স্ট্র্যাপ আর বাক্‌লে পেঁচিয়ে গেল জিমের কাঁধ। অপ্রস্তুত থাকায় মেঝেতে পড়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার দড়িদড়ার বন্ধন মুক্ত হতে।

ততোক্ষণে টেবিলটার কাছে চলে গেছে স্টিচ। ওটা উল্টে ফেলে টান দিয়ে একটা পায়া ভেঙে নিল। মুগুরের মতো জিনিসটা হাতাহাতি লড়াইয়ে অস্ত্র হিসেবে ভয়ঙ্কর। এক পলক ওটা দেখল স্টিচ, আনন্দে চকচক করে উঠল তার চোখ, তারপর সবেমাত্র উঠে দাঁড়াতে ব্যস্ত জিম কার্সনের দিকে এগোল সে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'খেলার সময় শেষ, কার্সন। এবার আসল কাজ।'

স্টিচ আরও দু'পা এগোনোর আগেই উঠে দাঁড়াল জিম, তৈরি। কুঠারের একটা হাতল শোভা পাচ্ছে ওর হাতে।

মাথার ওপর পায়াটা তুলে জিমের মাথার তালু বরাবর সজোরে নামাল স্টিচ। লাফ দিয়ে এক পাশে সরে নিজেকে বাঁচাল জিম।

ভারী পায়া সজোরে ঘোরানোর পর তা লক্ষ্যে আঘাত না হানায় সামনে ঝুঁকল স্টিচ। সুযোগটা কাজে লাগাল জিম। ডান কাঁধ পেছনে নিয়ে গায়ের জোরে কুঠারের হাতল চালাল ও। হাতলের সঙ্গে স্টিচের মাথা বাড়ি লাগায় ঠকাস করে শব্দ হলো। কাতরে উঠল স্টিচ। সুযোগ না দিয়ে আবার বাড়ি মারল জিম। এবার স্টিচের পায়া ধরা হাতে। হাড় ভাঙার মড়াৎ আওয়াজটা

স্পষ্ট শুনতে পেল। স্টিচের হাত থেকে পায়াটা মেঝেতে পড়ে গেল। অদ্ভুত স্বরে গোঙাল স্টিচ। তাকাল পায়ের কাছে পড়ে থাকা পায়ার দিকে, তারপর উবু হলো ওটা তুলে নিতে। মুহূর্তের মধ্যে টের পেল হাত যতোই দীর্ঘ হোক কাজে আসবে না। থমকে গেল সে। বোকার মতো পায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকল। চেষ্টা করেও হাত নাড়াতে পারছে না সে। পেশীগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করছে?

না।

বামহাত দিয়ে লড়লড় করে ঝোলা ভাঙা ডানহাতটা তুলে কৌতূহলী চোখে দেখল সে। তার ভাব দেখে মনে হলো ওটা কি জিনিস তা বুঝতে পারছে না। হাতটা ছেড়ে দিতেই মরা একটা সাপের মতো দেহের এক পাশে ঝুলে পড়ল। আরেকবার উঠিয়ে দেখল স্টিচ। আবারও ছেড়ে দিতে আগের মতোই নেতিয়ে গেল ডানহাত।

'কিচ্ছু যায় আসে না,' জিমের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল স্টিচ। 'একটা হাতই তোকে শেষ করতে যথেষ্ট।'

সামনে বাড়ল সে। দু'চোখ থেকে নগ্ন ঘৃণা ঝরছে। ও যেন বুনো একটা জন্তু, যে মরণের আগে পর্যন্ত লড়বে। নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তার। এ যেন তার ভবিতব্য! পিছাতে জানে না সে। আত্মসমর্পণ করতেও জানে না। খুনীর অদম্য প্রবৃত্তি তাকে অন্ধের মতো চালিত করছে।

মুখটা হাঁ হয়ে আছে স্টিচের। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মেশানো লালা গড়িয়ে নেমে থুতনি ভিজিয়ে দিচ্ছে। চেহারাটা ফাটা তরমুজের মতো দেখাচ্ছে। এখানে ওখানে ফেটে গেছে চামড়া-মাংস, রক্তমাখা হাড় বেরিয়ে এসেছে। চোখে মরণ লড়াইরত হিংস্র প্রাণীর দৃষ্টি। এমন ভাবে জিমের দিকে এগোল

যেন কোন বদ্ধ উন্মাদ, না জেনে আগুনে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত যুক্তির বাইরে চলে গেছে সে।

পরিষ্কার বুঝতে পারল জিম, লোকটা অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত থামবে না এ লড়াই। মাথার ওপর কুঠারের হাতলটা তুলে গায়ের জোরে স্টিচের মাথার ওপর নামিয়ে আনল ও।

ঠাস করে একটা রিশ্রী শব্দ হলো। থমকে দাঁড়াল স্টিচ। জিভটা বের হয়ে এলো পরিশ্রান্ত কুকুরের মতো। আঘাতটা পিছলে তার কানেও লেগেছে। ডান কানের নিচের অর্ধেক ছিঁড়ে ঝুলে পড়ল। রক্ত নেমে ভিজিয়ে দিল স্টিচের শার্ট। মারাত্মক একটা আঘাত। তারপরও স্রেফ বুনো প্রাণীর ইচ্ছে শক্তির কারণে দাঁড়িয়ে থাকল সে, বোধ বুদ্ধি কাজ করছে না, দুলছে সে সামনে পেছনে–যেকোন সময়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

হাত থেকে কুঠারের হাতলটা ফেলে দিল জিম।

'এবার সমানে সমানে লড়াই হবে,' বলল সামনে বাড়তে বাড়তে। 'এবার লড়ব গাস লিন্ডস্টর্মের জন্যে। চিনতে না ওকে? ভাল লোক ছিল গাস। আমার বন্ধু ছিল।'

স্টিচ ওর কথা শুনছে না, শুনলেও বোঝার অবস্থায় নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। জিমও জানে না কি বলছে ও, কেন বলছে। এখন দুটো জন্তু ওরা। প্রতিপক্ষকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে লড়াই শেষ করতে ব্যস্ত।

স্টিচের সামনে চলে এলো জিম। এখনও গাসের কথা বলছে। একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল স্টিচের গালে, চিবুকে, কপালে, নাকে। ডান হাত ওপরে তুলে গার্ড নেয়ার চেষ্টা করল স্টিচ। একচুল নড়ল না হাতটা। বাম হাত ওপরে তুলল। হাতের ঝাপটায় ওটা সরিয়ে দিল জিম। আবার হাত ওপরে তুলল স্টিচ। আবারও নামিয়ে দিল জিম।

বিভ্রান্ত বিচলিত পরিশ্রান্ত হয়ে দিশে হারিয়ে ফেলেছে স্টিচ, কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে নিজের পায়ে। জিমের ঘুসির ধাক্কায় পিছু হটছে সে। সামনে বাড়ছে জিম। ছাড়তে রাজি নয় লোকটাকে। দু'জনের বুট ঘষটে যাচ্ছে, খসখস আওয়াজ হচ্ছে মেঝেতে।

পতিতা চুপ করে বসে দেখছে, ঠোঁটে কফির কাপ।

নতুন উদ্যমে ঘুসি মারছে জিম, অনুভব করছে দ্রুত শক্তি ফিরে আসছে শরীরে। কোথায় এতো শক্তি পাচ্ছে নিজেও বলতে পারবে না ও।

জং ধরা স্টোভের পাশে একটা কাঠ রাখার বাক্স আছে, সেটার ওপর ঠেলে নিয়ে স্টিচকে ফেলল ও। বাক্সে পা বেধে চিৎ হয়ে পড়ে গেল স্টিচ। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। অকেজো ডান হাত কোন কাজে এলো না। বাম হাতের জোরে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসতে পারল, আহত একটা মৃত্যুপথযাত্রী ভালুক যেন, হার মানতে রাজি নয়।

ক্যান্ডির কাউন্টার ধরে স্টিচ উঠে দাঁড়াতে পারার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল জিম, তারপর এগোল আবার। বড় করে শ্বাস নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করল যেন, তারপর কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে ঘুসি বসাল স্টিচের চিবুকের মাঝখানে।

হাড়ের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষের তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল জিমের হাত বেয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। ব্যথাটা বরং উপকারই করল। মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর। দেখল উল্টে পড়ে গেছে স্টিচ, অজ্ঞান। খোলা চোখ দুটোর শূন্য দৃষ্টি ছাদের দিকে, কিন্তু দেখছে না সে কিছুই। ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল জিম।

সত্যি স্টিচ আর লড়তে পারবে না সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারার আগে পর্যন্ত অজ্ঞান লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর

হোলস্টারে আবদ্ধ সিক্সগানটার বাঁট স্পর্শ করল। লড়াইয়ের সময় ওটার অস্তিত্বের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল ও। এখন মনে হলো জ্যাকফর্ক উপত্যকার সাধারণ মানুষদের অনেক উপকার করা হবে, যদি একটা গুলি সেঁধিয়ে দেয় স্টিচের রক্তাক্ত মাথায়।

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। স্টিচের মুখে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়াল ও, কাউন্টারে গিয়ে সার্ডিনের ক্যানগুলো সংগ্রহ করল। অসম্ভব পরিশ্রান্ত লাগছে এখন, কিন্তু মনের বোঝা হালকা হয়েছে খানিকটা। সেটাই দরকার।

পনিরের ওপর আবার ছুরি বাগিয়ে ধরল জ্যাক। জিমের দিকে তাকাল। তার একমাত্র ভাল চোখটায় কোন অনুভূতির প্রকাশ নেই।

'কতোটুকু পনির যেন নেবে বলছিলে?'

সাত

কাগজের একটা ব্যাগে জিনিসগুলো নিয়ে কাউন্টারের ওপর দুটো রুপোর ডলার রাখল জিম।

'দোকানের যে ক্ষতি হলো সেটা দেবে কে?' বিধ্বস্ত দোকানের ভেতর ঘুরে এলো জ্যাকের দৃষ্টি। 'দু'জনে তোমরা অনেক ক্ষতি করে ফেলেছ।'

'কেলটনের অ্যাকাউন্টে লিখে রাখো,' তিক্ত গলায় বলল জিম। 'যা দেবার ও-ই দেবে।' দোকান থেকে বেরোনোর জন্যে

পা বাড়াল ও পেছন দরজার দিকে।

'সামনে দিয়ে বেরোও,' বলল জ্যাক।

থামল না জিম। 'পেছনে আমার কাজ আছে।'

দোকানের পেছনে চলে এলো জিম। পতিতা এখনও দু'হাতে কফির কাপ ধরে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। জিমকে এগোতে দেখে তার চোখে উৎসাহের ছাপ ফুটে উঠল। আশা নিয়ে জিমের দিকে তাকাল সে।

'আমি অ্যাগনেস,' নিজের পরিচয় দিল। স্বরটা ক্লান্ত আর কর্কশ। 'আশেপাশে থাকলে চলে আসতে পারো আমার ওখানে। রাস্তার ধারেই ছোট একটা কেবিনে থাকি আমি।'

এবার তার চেহারায় খানিকটা গর্বের ছাপ পড়ল। 'হলুদ বাড়িটা। নরম বিছানা আছে আমার বাড়িতে। আরাম পাবে।'

জিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় হতাশ হলো মেয়েটা। দু'হাতে ধরে টিনের কাপটা ঠোঁটে তুলল।

বাড়িটার পেছনের গলিতে চলে এলো জিম। তোবড়ানো টিনের কৌটো আর নানারকমের আবর্জনায় ভরে আছে জায়গাটা। বিশ্রী গন্ধ ছড়ানো একটা আউট হাউস পাশ কাটাল ও। পাশ কাটিয়েই খুঁজে পেল যা খুঁজছিল। স্টিচের ঘোড়াটা একটা পোল করালে রাখা আছে। ছাউনির নিচে পড়ে আছে তার স্যাডল।

দড়ি ছুঁড়ে ঘোড়াটা ধরল ও, দোকান পাশ কাটিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতর। স্টিচ বা আর কেউ আগেই গিয়ে কেলটনকে সতর্ক করুক সেটা ও চায় না। কেলটনকে আগেই জানানোর কোন অর্থ হয় না যে ও তাকে খুঁজছে।

নিজের ঘোড়ায় চেপে স্টিচের ঘোড়াটার দড়ি ধরে সরু বুনো পথ ধরে সামনে বাড়ল ও। আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে ট্রেইলটা, পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত এগোল জিম। এক ঘণ্টা

পর পর ঘোড়া বদল করছে, ফলে গতি কমাতে হচ্ছে না ওকে, ঘোড়াগুলোও মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হচ্ছে না। ফিরতি পথে হয়তো তাজা ঘোড়ার দরকার পড়বে ওর।

তবে ফেরার আগে কেলটনকে খুঁজে পেতে হবে ওকে।

যতো ওপরে উঠছে ততোই পরিবেশ এবং এলাকাটা অপরিচিত ঠেকছে ওর। আগের চেয়ে সাবধানে এগোচ্ছে। সতর্ক হয়ে আছে। খেয়াল করছে নতুন কোন ট্র্যাক দেখা যায় কিনা। ট্রেইল যেখানে বাঁক নিচ্ছে সেখানে অপেক্ষা করছে। রওনা হবার আগে ঘোড়া থেকে নেমে আগে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কেউ পাহারা দিচ্ছে না বা ফাঁদ পেতে রাখেনি। মাথার ওপর পাইনের সবুজ পাতার নিশ্ছিদ্র ছাউনি। সূর্যের আলো এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি, আবছা আলোয় পথ চলতে হচ্ছে। আরও সামনে কোথাও আছে কেলটনের গোপন আস্তানা। সেখানে আছে পাহাড়ী আউট-লর দল। যতো ওপরে উঠছে ততোই কেলটনের জমির আরও ভেতরে ঢুকছে ও। বাড়ছে হঠাৎ পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা। ট্রেইলের দু'ধারে বিশাল সব পাইন গাছের সারি। যে কেউ লুকিয়ে গুলি করে মারতে পারবে ওকে, কিছুই করার থাকবে না ওর। মরার আগে হয়তো টেরও পাবে না কিভাবে মরল। এই গভীর জঙ্গল দস্যুদের নিরাপদ ঘাঁটি।

আস্তে আস্তে বেলা গড়াচ্ছে। অবসাদ তার ছাপ রাখতে শুরু করেছে জিমের ওপর। চোখ বুজে আসতে চাইছে। শরীরের নানা জায়গায় টিসটিসে ব্যথা করছে। না থেমেই খানিকটা পনির খেয়েছে ও। এখনও সার্ডিনের ক্যান খোলা হয়নি। তীব্র একটা শীতল জেদ ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝ-দুপুরে শূন্যের কোঠায় নেমে এলো জিমের শক্তি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্রাম নিতে থামতে হলো। ট্রেইলের মাঝ দিয়ে

আড়াআড়ি চলে যাওয়া একটা ঝর্নার পাড়ে ঘোড়া থেকে নামল ও। ঘোড়া দুটোকে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের বনে। ঝর্না অনুসরণ করে ওটার উৎসমুখের কাছে চলে এলো। খাড়া একটা টিলার ওপর দুটো পাথরের মাঝ থেকে নেমেছে ঝর্নাটা।

ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা মিটিয়ে এক ঝাড় ঘন ঝোপের মধ্যে ওগুলোকে বাঁধল জিম। ঝর্নার শীতল জল আর সার্ডিন দিয়ে সেরে নিল খাওয়ার পালা। একটা সিগারেট রোল করে ধরাতে গিয়েও থমকে গেল হঠাৎ, মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল।

ও জানে না কি জন্যে ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করেছে। বোধহয় এমন ক্ষীণ একটা আওয়াজ হয়েছে যেটা সচেতন ভাবে শোনেনি ও। অনুভব করল কেউ আড়াল থেকে ওকে দেখছে।

সিগারেট ফেলে সিক্সগানটা বের করল ও, চোখ বুলাল চারপাশে। যেকোন অস্বাভাবিক শব্দের জন্যে কান খাড়া। ঝোপের ভেতর ঘোড়াগুলোর নড়াচড়ার আওয়াজ হচ্ছে। দেখল একটা শিংওয়ালা ব্যাঙ পাথরের ওপর উঠে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মাথা দু'দিকে নাড়ল ওটা। একটা নীল মাছি ভনভন আওয়াজ করে উড়ে গেল ঝর্নার ওপর দিয়ে, নিচে নেমে একটা পানির মাকড়সা ধরে চলে গেল কোথায় যেন। একগুচ্ছ ঘাসের ভেতর থেকে মাথা তুলে তাকাল একটা সবুজ ডোরাকাটা তৃণ-সাপ, জিভ বের করে আশেপাশে বিপদ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল।

প্রতিটি সেকেন্ড যেন একেকটা ঘণ্টা। অতি ধীরে পার হচ্ছে সময়। সিক্সগানের বাঁটে চেপে বসেছে জিমের হাত। আঙুলগুলো থেকে রক্ত সরে গেছে। থমথমে একটা উত্তেজনা অনুভব করছে ও।

তারপর পেছন থেকে নিচু একটা স্বর শুনতে পেল।

'অসুবিধে নেই, জিম। আমি শর্টি।'

শর্টি ব্রাউনের গলা চিনতে পারল ও। এতোক্ষণে অজান্তে আটকে রাখা শ্বাস ছাড়ল। টানটান উত্তেজনার পর শিথিল হয়ে গেল শরীর, ক্লান্তির বোধ ফিরে এলো।

'বেরিয়ে এসো, শর্টি।'

ঘাড় ফিরিয়ে গলার স্বর যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল ও। টিলার ফুট দশেক ওপরে আছে শর্টি। প্রথমে নজর কাড়ল তার বিরাট কান দুটো, তারপর দেখা গেল খর্বকায় শরীরটা।

ঘুরে নামতে হবে শর্টিকে। শর্টির পায়ের ধাক্কায় গড়িয়ে নামল কিছু নুড়ি পাথর। ঝোপঝাড় ভেঙে ঝর্না টপকে উদয় হলো সে।

'জানটা খারাপ হয়ে গেছে,' বলল অনুযোগের সুরে। 'একটা সিগারেট দাও শীঘ্রি!'

দু'জন দুটো সিগারেট ধরানোর আগে পর্যন্ত একটা কথাও হলো না। জিম অপেক্ষা করছে, মুখ খুলবে শর্টি। জানে তাড়া দিয়ে লাভ নেই। উপযুক্ত সময় হয়েছে সেটা অনুভব না করা পর্যন্ত শর্টির মুখ থেকে একটা কথাও বের হবে না। বলবে যখন, বলবে নিজের মতো করে। আর কারও বলার ভঙ্গির সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না।

সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়ে ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে জিমকে গভীর মনোযোগে দেখল শর্টি। এতোক্ষণে তার মনে হলো এবার মন্তব্য করা যায়। অলস গলায় বলল, 'একবার আমি একটা কাউন্টি জেলে ছিলাম। ওখানে একটা জিনিস শিখেছি। জেলে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়।'

'যেমন?'

'নতুন একটা আবিষ্কার। লাঠির মাথায় লোহার একটা খণ্ড।

ওটাকে ওরা হাতুড়ি বলত। পাথর ভাঙা হতো ওটা দিয়ে। নাকের গুঁতোয় পাথর ভাঙার চেয়ে ওটা দিয়ে ভাঙা অনেক সহজ।'

'ওহ্!' বন্ধুর বক্তব্য বুঝতে পেরে হাসল জিম। রসিকতা করে বলল, 'এদিকের সবাই বলে আমি নাকি অত্যন্ত সুদর্শন। সেকারণে অনেকে আমাকে ঈর্ষা করে। তাদের মধ্যে ম্যাক স্টিচও একজন। আজকে সকালে ওর সঙ্গে দেখা হতেই ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করেছিল সে। এখন নিশ্চয়ই বলা যায় যে সাধারণের তুলনায় আমার চেহারা মোটেই আর বেশি সুন্দর নয়?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়। ধিরাট মাপের মিথ্যেবাদিনী না হলে কোন মেয়ে তোমাকে এখন সুদর্শন বলতে পারবে না। আমি তো আরেকটু হলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না। তোমার মারমুখী ভঙ্গি দেখে একবার তো ভেবেছিলাম আগে পিঠে গুলি করে পরে পরিচয় জিজ্ঞেস করব কিনা। নীচ চেহারার কেউ আমার ঝর্নার ধারে আসবে সেটা আমি পছন্দ করি না। তা তুমি হঠাৎ এখানে যে? ব্যাপারটা কি?'

'মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম লেভি ফক্সের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার পর আমার ফোরম্যান উধাও হয়ে গিয়েছে? ফিরেছে ও। লাশ হয়ে। একটা ঘোড়ার পিঠে বাঁধা অবস্থায়। আমি ওকে পছন্দ করতাম, শর্টি।'

'তাই তুমি ভাবছ কেলটনের ওখানে গিয়ে বলবে যে কাজটা সে ঠিক করেনি? এতো সহজ নয় ব্যাপারটা, জিম। তোমার প্রতি কেলটনের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। এই যে, এখন যদি আমাকে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে দেখে তাহলে কেলটন আর আমার *মিষ্টি* বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ওর কারণেই এখানে হোমস্টেডিং করছি আমি। বাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, নিধিরাম সর্দার। এমনকি খাবার পর্যন্ত নেই!'

'আমার স্যাডল ব্যাগে খানিকটা পনির পাবে,' জানাল জিম।

'পাব না,' নির্বিকার চেহারায় দ্বিমত পোষণ করল শর্টি। 'তুমি ঘোড়াটাকে বাঁধার পাঁচ মিনিট পর ওগুলো হাতিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছি।' ভ্রূ কুঁচকাল শর্টি। 'জরুরী কাজে সময় নষ্ট করা বাপু মোটেই পছন্দ না আমার।'

'শীতটা কি এখানেই কাটাবে ঠিক করেছ?'

'না। জায়গাটা পছন্দ নয়। অপেক্ষা করছি, কেউ ঘোড়া নিয়ে এলে চলে যাব। আমার ঘোড়াটা গেছে।'

'জানি দিনে দুটো করে ঘোড়া হারায় তোমার। আমি বাড়তি একটা নিয়ে এসেছি। নাকি ভুল বললাম?'

'ঠিকই বলেছ।' আরেকটা সিগারেট রোল করতে শুরু করেছে শর্টি জিমের ব্যাগ থেকে তামাক বের করে। 'তবে ঘোড়াটাকে হারিয়ে ক্ষতি হয়নি। এমনিতেও মরা ঘোড়ায় চেপে কোথাও যেতে পারতাম না।'

'মরল কি করে?'

'কেলটন গুলি করে মেরেছে। ব্যাটার হাতের তাক মনে হয় ভাল না। ঘোড়ার পিঠে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলাম, তারপরও আমার গায়ে গুলি লাগাতে পারেনি।'

'হয়তো ঘোড়াটাকেই মারতে চেয়েছিল।'

'তা চায়নি। লোকটা তোমার ওপর বোম ক্ষ্যাপা খেপে আছে।'

'সেই ঝাল তোমার ওপর দিয়ে নিয়েছে?'

'নেবে না কেন? তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যে-কাউকে পেলেই গুলি করবে সে। শুরুতে ভালই ছিলাম। পটিয়ে ফেলেছিলাম ব্যাটাকে। চাকরিতে নিয়ে নিল। সে-ও খুশি, আমিও খুশি। তারপর ব্যাটার এক লোক শহর থেকে ফিরে বলে দিল যে

আমাকে সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। কেলটন ভাবল আমি দু'মুখো সাপ। তোমার চর। ওর ওপর নজর রাখতে গিয়েছি। খুবই সন্দেহপরায়ণ লোক।'

'খুন করতে পারেনি সেটাই আশ্চর্য।'

'কপাল ভাল ছিল। মারতে পারেনি, কারণ সবখানেই বন্ধু থাকে আমার। এই কেলটন ব্যাটার এক ছোট ভাই আছে। সে সঙ্গে করে ছয়জন গানম্যান নিয়ে এসেছে। বড় ভাইকে লড়াইতে সাহায্য করবে। তাদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি। ওর নাম রেড ম্যাসন। বন্ধুমানুষ। সে বেচারা বান্ধবীর স্বামীর তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল। পরে গোলাগুলিতে স্বামীটা মরেছে। রেড এসে এখানে জুটেছে।

'সে যাই হোক, কেলটনের সঙ্গে কেলটনের ছোট ভাইয়ের কথা রেড শুনে ফেলেছিল। ও-ই আমাকে সতর্ক করল, বলল যে কেলটনের ওখানে অনেক বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছি আমি। বলল এবার সরে পড়ার সময় হয়েছে। দেরি করিনি। ওরা আমাকে খুন করতে লোক পাঠানোর পাঁচ মিনিট আগেই রওনা হয়ে গেলাম, হাওয়া হয়ে যেতে সময় লাগেনি। এ থেকে প্রমাণ হয় তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে খামোকা বিপদে পড়ি আমি।'

'একটু আগে বললে শুরুতে ভাল ছিলে। তাহলে কি আমি ধরে নেব যে পরে তুমি কেলটনকে খেপিয়ে দিয়েছ?'

'তা দিয়েছি। বাছুর যেখানে লুকিয়ে রাখা হয় সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়ায় ওর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা!' শুকনো শোনাল জিমের কণ্ঠ। 'ওই বাছুরের খোঁজ বের করতেই তোমাকে পাহাড়ে পাঠিয়েছি আমি। তুমি যদি মনে করো তোমার জীবনবৃত্তান্ত বলা শেষ হয়েছে তাহলে আমি জানতে চাইব বাছুরগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এক বছর ধরে

জায়গাটার খোঁজ করছি আমরা। কেলটনের বাড়ি কোথায় সেটাও জানা দরকার। ওর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে আমার।'

'যাওয়া ঠিক হবে না। আগে আমার কথা শুনে নাও। কালকে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছি কেলটনের লোকদের তাড়া খেতে খেতে। একটা উঁচু উপত্যকায় শর্টহর্ন গরুর পালে চরছে অসংখ্য সাদা মুখওয়ালা হেরিফোর্ড বাছুর! সবগুলোর সমান বয়স! তারচেয়েও বড় কথা, পালে একটা ষাঁড়ও নেই। মা-বাপ ছাড়া বাছুর এলো কোত্থেকে সেটা বুঝলাম না। বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না। কেলটনের লোকগুলো একটা বক্স ক্যানিয়নে আমাকে আটকে ফেলল। ওখানেই মরেছে আমার ঘোড়াটা।'

'কালকে যখন জানলে তখনই শহরে এসে আমাদের জানালে না কেন। জানালে ভাল হতো।'

চোখ কপালে তুলল শর্টি। 'পাগল নাকি পেট খারাপ? আমি যাব হেঁটে? তাও এই পাহাড়ী এলাকায়! অপেক্ষা করছিলাম, কেউ ঘোড়া নিয়ে আসবে। দেখা গেল আমার অপেক্ষা করাটা সার্থক হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধি খাটালে খাটনি বাঁচে।'

'আগে জানলে এতো উপকার হতো যে তোমার জন্যে বাকবোর্ড নিয়ে আসতাম,' শুকনো গলায় বলল জিম। 'যাক গে, যা হবার হয়েছে। এখন চলো স্টিচের ঘোড়াটা নিয়ে তোমার স্যাডল আনতে যাই। স্যাডল পাওয়ার পর গরুর পালটা দেখব এক নজর। কেলটনের সঙ্গে পরে দেখা করলেও চলবে।'

'এখনই স্টিচের ঘোড়ায় আমার স্যাডল চাপিয়ে ফেলব,' এক গাল হাসল শর্টি। 'ঠেকায় পড়লে তাড়াতাড়ি পালাতে সুবিধে হবে।...তুমি কি এখানেই অপেক্ষা করবে?'

'স্যাডল কোথায় তোমার?'

'ওই তো, পাথরের পেছনে রেখেছি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ সারাটা সময় ওই ভারী স্যাডল বয়ে তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছ?'

'না। টিলার ওদিকটাতেই আমার ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরেছে কেলটন।'

'তারমানে ঘোড়া নেই এমন অবস্থায় তোমাকে তাড়া করেনি ওরা?'

'নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু চালাক খরগোস সবসময় শিকারীর গোঁফের তলায় লুকিয়ে থাকে। এক চক্কর মেরে ঠিক আগের জায়গায় ফিরে এসেছি আমি। ওদিকের উপত্যকা ঘুরে ব্যাটাদের খসিয়ে আসার পর এদিকে কারও কোন চিহ্নও আর দেখিনি। বলতে পারো আমি চালাক খরগোসের মতোই বুদ্ধিমান।'

'তাহলে স্যাডল চাপিয়ে ফেলো। সম্ভব হলে সন্ধের আগেই গরুর পালটা আমি দেখতে চাই।'

'সেজন্যে তোমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আসলে বলতে গেলে ওদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছ তুমি।'

'মানে?'

'সিকি মাইল দূরেই আছে পালটা। তবে কেলটন যখন উপত্যকা থেকে তোমাদের উৎখাত করবে তখন ওগুলো ওখানে থাকবে না। বলিনি বুঝি তোমাকে? কেলটন তোমাদের খেদানোর পরিকল্পনা করেছে।'

'তাই?'

'তাহলে এতোক্ষণ কি বলছি!' ভ্রূ কুঁচকাল বিরক্ত শর্টি। 'আমার কথার মাঝে বাগড়া দিচ্ছ বলেই তো খুলে বলতে পারছি না। কেলটনের চাকরি পেয়েছিলাম কারণ গানম্যান ভাড়া করছে সে। আমাকে বলেছে গত কয়েক দিন উপত্যকার র‍্যাঞ্চাররা তাকে বড় বেশি জ্বালাচ্ছে। পঞ্চাশজন লোক নিয়ে সব কয়জন র‍্যাঞ্চারকে

এই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেবে সে। একটা বাড়িও আস্ত রাখবে না। ধরতে পারলে একজনকেও জীবিত ছাড়বে না। ওরা ঠিক করেছে কাউন্টি সীট দখল করে অফিসে নিজেদের লোক বসাবে। এদিকের গোটা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার মতলব করেছে কেলটন। এখন তুমি জানলে গত কয়েক দিনে আমার জীবনে কি ঘটেছে। এবার যদি গরু দেখতে যেতে চাও তো চলো।'

উঠল ওরা। চটপট স্টিচের ঘোড়ার পিঠে নিজের স্যাডল চাপিয়ে ফেলল শর্টি। ওকে অনুসরণ করে পেঁচানো একটা ট্রেইল ধরে এগোল জিম। উপত্যকার দিকে চলেছে, নিজের ভাবনায় মগ্ন। অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা মনের ভেতর খচখচ করছে। এটা জানো যে ঠিক কখন লড়াই শুরু করবে কেলটন?'

'নিশ্চয়ই! এক সপ্তাহ পর। প্রথমে একদল লোক নিয়ে তোমাদের বন্দি করা লোকটাকে ছুটিয়ে আনবে, তারপর গোলমালের সুযোগে খুন করবে শেরিফকে। ওদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে তাকেও শেষ করে দেবে। শহরে আগে হামলা করবে, পরে র‍্যাঞ্চারদের উৎখাতের সময় যাতে দলবদ্ধ হয়ে ওদের প্রতিরোধ করার শক্তি কারও না থাকে। আরও লোক আসবে সে অপেক্ষায় আছে কেলটন। রীতিমতো সেনাবাহিনী গঠন করছে সে। এমন ব্যবস্থা করছে যাতে লড়াই শুরু করলে প্রথম চোটেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়।'

'শর্টি,' বলল গম্ভীর জিম, 'আমরা এক বছরে যা জানতে পারিনি সেটা তুমি কয়েক দিনে জেনেছ। তুমি না বললে আমরা জানতেও পারতাম না যে এরকম একটা হামলা আসতে যাচ্ছে সবার ওপর।'

'আমার মাথায় যেটা ঢুকছে না সেটা হলো বাছুরের দুটো দল

দেখেছি। একটার বাছুরের বয়স আরেকটার চেয়ে মাস তিনেকের কম। ওগুলোর মা গেল কোথায়? গাভী?'

জবাব দিল না জিম। 'ওর ঘোড়াটা একটা ঢাল বেয়ে ওপরে উঠেছে। নিচে দেখা যাচ্ছে ঘাসজমি। এক সময় জায়গাটায় লেক ছিল। এখন শুকিয়ে গেছে। সমতল ভূমিতে চরছে অসংখ্য বাছুর। সব হেরিফোর্ড। ওগুলোকে সঙ্গ দিচ্ছে শর্টহর্ন গরু, দুধের চাহিদা মেটাচ্ছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারল জিম, হেরিফোর্ডগুলো সব ওদের কাছ থেকে চুরি করা গরু।

'ব্র্যান্ড আছে?'

'আছে। সব কেলটনের সার্কেল কে।'

'এবার ধরা পড়বে কেলটন,' দাঁতে দাঁত চাপল জিম। 'এতোদিনে ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে। হেরিফোর্ড পেল কোথায় সে? কি জবাব দেবে কেলটন? ওর তো হেরিফোর্ড গরুই নেই!'

আট

ঢাল বেয়ে ঘোড়া নামাতে শুরু করল জিম, সবচেয়ে কাছের বাছুরটার দিকে চলেছে। শর্টি কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু জিমের মন ব্যস্ত থাকায় সেদিকে মনোযোগ দিল না ও। বাছুরটা নাগালের মধ্যে আসতেই স্যাডল হর্ন থেকে ল্যারিয়ট খুলে নিল

জিম, দক্ষ হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বাছুরটাকে আটকে ফেলল। দড়ির টান পড়তেই পটকান খেল বাছুর। মাটিতে পড়ে ব্যাঁ ব্যাঁক করতে লাগল। এবার ঘোড়া থেকে নামল জিম।

'এক মিনিটের জন্যে বাছুরটাকে ব্যস্ত রাখো,' বলল শর্টির উদ্দেশে।

এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে বাছুর। ওটার পেছনের বাম উরুতে কেলটনের ব্র্যান্ড স্পষ্ট। পকেট থেকে ক্ষুরধার ছুরি বের করে বাছুরের পেটের কাছে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে খানিকটা চামড়া কেটে নিল জিম। ভেতরে পাওয়া গেল একটা দশ সেন্টের মুদ্রা। ওটা শর্টিকে দেখাল ও। 'এটা কি দেখেছ?'

'পয়সা।'

'হ্যাঁ, পয়সা। গত ছ'মাস ধরে বাছুর জন্মালেই চামড়া কেটে ভেতরে দশ সেন্ট করে ভরে রাখছি আমরা। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষতটা শুকিয়ে যায়, ভেতরে ঢাকা পড়ে যায় পয়সা। এই প্রথম চুরি হওয়া বাছুর খুঁজে পেলাম আমি। আমাদের ব্র্যান্ড থাকে চামড়ার তলায় আর ওপরে থাকে কেলটনের ব্র্যান্ড। শর্টি, কেলটনকে এবার হাতের মুঠোয় পেয়েছি আমরা। নির্ঘাত ফাঁসি হবে ওর।'

বিরাট কান চুলকাল শর্টি, নীল চোখ পিটপিট করে তাকাল। 'পাগলের কারবার। আমি দেখেছি বাচ্চারা মাটির ব্যাঙ্কে পয়সা রাখে। কিন্তু পুরুষ লোক বাছুরের চামড়ার তলায় পয়সা রাখে এটা এই প্রথম দেখলাম।'

গম্ভীর চেহারায় বন্ধুকে দেখল জিম। 'এবার সংগঠিত হয়ে এখানে ফিরে আসব আমরা, কেলটনের মোকাবিলা করব।'

'একটা কথা তোমাকে বলতে চাইছি অনেকক্ষণ ধরে। তুমি বাগড়া দেয়ায় বলে উঠতে পারছি না। কেলটন আজকেই এখান

থেকে গরু সরিয়ে নেবে।'

'সরাক। ওগুলোকে যেখানে নেবে সেখানেই হানা দেব আমরা। দরকার হলে এক বছর লাগুক, হাল ছাড়ব না।'

'অন্য পালটা সরাতে হলে এদিক দিয়ে যেতে হবে ওদের।'

'আসুক ওরা। চলো, আমরা নিচে যাব। লোক যোগাড় করতে হবে।'

'আমি তো এব্যাপারেই কথা বলতে চাইছি,' বলল শর্টি। 'লোক যোগাড় করার তুলনায় অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।' দূরে আঙুল তাক করল সে। 'ওই যে দেখো, কেলটনের দল আসছে। ওরা কিন্তু আমাদের দেখে ফেলেছে।'

ঘুরে তাকাল জিম। দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী। এখনও চারশো গজ দূরে আছে লোকগুলো। ইতিমধ্যেই স্যাডল বুট থেকে রাইফেল বের করতে শুরু করেছে। প্রায় আঁৎকে উঠল জিম। 'ওরা আসছে একথা এতোক্ষণ বলোনি কেন?'

ভ্রূ কুঁচকাল শর্টি। 'এক ঘণ্টা ধরেই তো বলতে চাইছি। শুনতেই তো চাইছ না তুমি। খালি বাগড়া দিচ্ছ।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপল জিম। ওর মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। পরক্ষণেই ভেসে এলো রাইফেলের গর্জন। স্পার দাবিয়ে লেজে আগুন লাগা চিতার মতো ছুটছে শর্টি, জিমকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। কাঁধের ওপর দিয়ে চেঁচাল।

'আমার পেছনে এসো। টিলার ওখানে ঝর্নার দিকে।'

বিপদ বুঝে উড়ে চলেছে ওদের ঘোড়াদুটো। এখন গর্জন ছাড়ছে বেশ কয়েকটা রাইফেল। আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে গুলি। যেকোন সময় লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে

পেছনে তাকাল জিম। কেলটনের দলবল যতো দ্রুত সম্ভব তাড়া করে আসছে।

সিকি মাইল সামনে শুকনো লেকের পাড়। বড় বেশি খাড়া। পাথুরে। এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। বামদিকে মোড় নিল শর্টি, জিম ওর পঞ্চাশ ফুট পেছনে। একটানা গুলি করছে কেলটনের রাইফেলধারীরা। নিজেদের ঘোড়ার খুরের শব্দে কানে তালা ধরে যাচ্ছে জিমের।

হঠাৎ করেই দৌড়ের ওপর লাফিয়ে উঠল শর্টির ঘোড়াটা। পরক্ষণে সামনের দু'পা ভাঁজ হয়ে গেল। একবার টলে উঠেই কাত হয়ে পড়ে গেল জন্তুটা। আচমকা সমারসল্ট করে আকাশে উড়াল দিল শর্টির হালকা দেহ। ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। ঘোড়াটা প্রচণ্ড জোরে পা ছুঁড়ল, তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেঁপে উঠল থরথর করে। শেষ বারের মতো একবার কাতরে উঠে চিরতরে স্থির হয়ে গেল। রাইফেলের গুলি ওটার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে।

শর্টির কাছে পৌঁছে স্কিড করে ঘোড়া থামাল জিম। উঠে দাঁড়িয়েছে শর্টি, পিস্তল বের করার জন্যে হোলস্টার হাতড়াল।

'ওই যে ওখানে!' চেঁচাল জিম, আঙুল তুলে সও-ঘাসের একটা গুচ্ছ দেখাল। পতনের ধাক্কায় খাপমুক্ত হয়ে ওখানে গিয়ে পড়েছে পিস্তলটা।

এক দৌড়ে ঘাসের কাছে চলে গেল শর্টি, পিস্তলটা সংগ্রহ করে দ্রুত ফিরে এলো জিমের ঘোড়ার কাছে। হাত বাড়িয়ে তাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল জিম। ওর পেছনে আয়েস করে বসল শর্টি।

স্পারের স্পর্শে ঘোড়াটাকে ছোটাল জিম। চারপাশে এসে গাঁথছে বুলেট, পাথরে লেগে বিইইইং বিইইইং আওয়াজ করে

পিছলে ছিটকে যাচ্ছে।

'ওই কেলটু ব্যাটা চায় না আমি ঘোড়ায় চড়ি,' অভিযোগের সুরে বলল শর্টি। আঙুল তুলে সামনে দেখাল। 'ওদিকে চলো। ওদিকে হরিণের একটা ট্রেইল আছে। ওখান দিয়েই এসেছি আমরা।'

পিঠের ওপর দু'জন আরোহী থাকায় গতি কমে গেছে জিমের ঘোড়ার। পাথুরে ঢাল বেয়ে ধীর গতিতে উঠতে শুরু করল ওটা। স্যাডলে কাত হয়ে পেছনে একটা গুলি করল শর্টি।

'গুলি কোরো না,' বলল জিম। 'ঘোড়ার পিঠে এভাবে বসে কারও গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না তুমি। খামোকা গুলি নষ্ট হবে।'

'ওই কেলটনটা ঠিকই আমার ঘোড়া ফুটো করতে পেরেছে,' অভিযোগের সুরে বলল শর্টি।

'ওটা দুর্ঘটনা। গুলি নষ্ট কোরো না, পরে কাজে আসবে। বাঁচতে হলে আমাদের আরও বহুদূর সরে যেতে হবে। তা ওরা হতে দিতে চাইবে না। লড়তে হবে।'

বামদিকে ঘোড়া ফেরাল জিম, হরিণের পায়ে-চলা সরু আঁকাবাঁকা পথটা ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল। চারদিকে বোল্ডার ভরা। পেছন থেকে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ধাওয়াকারীরা। তাদের গুলি এসে লাগছে কাছের সব বোল্ডারে। জিম আর শর্টিকে ধরার জন্যে কেলটন এতোই ব্যস্ত হয়ে আছে যে নিজের লোকদের নির্দেশ দেয়নি থেমে ভাল করে তাক ঠিক করে গুলি করতে। আর সেকারণেই এখনও বেঁচে বর্তে আছে ওরা।

টিলার ওপরে উঠে এলো জিমের ঘোড়া। একটা বোল্ডারের পেছনে আশ্রয় পেল ওরা। এখন আর ওদের দেখতে পাচ্ছে না কেলটনের লোকরা। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল শর্টি.

সিক্সগানটা বের করল।

'জিম, ঝর্না পার হলে বেশ কয়েকটা বোল্ডার পাবে। ওগুলোর মাঝখানে নিরাপদে রাখা যাবে ঘোড়াটাকে। তুমি যাও, আমি কেলটনের এগোনোর গতি কমিয়ে দিচ্ছি।'

জিম ঘোড়াটাকে রাখতে গেল। এদিকে বোল্ডারের পেছন থেকে উঁকি দিল শর্টি। আসছে কেলটনের লোকরা। শর্টির পাশে এসে দাঁড়াল জিম।

'এখনও পিস্তলের রেঞ্জে আসেনি ওরা,' মন্তব্য করল ও।

'গুলি বাঁচাচ্ছে,' যোগ করল শর্টি।

কেলটনের লোকদের ভাব দেখে মনে হলো তারা মনে করেছে জান হাতে করে পালাচ্ছে জিমরা। এমন ভাবার পেছনে কারণও আছে। সামনে গেলে পড়বে বনভূমি। ওখানে লুকানো সহজ। আলোচনা না করেও দু'বন্ধু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তাড়া খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে না। ওরা দু'জনই জানে, ঘোড়াটা দু'জনের ওজন নিয়ে পেছনের লোকগুলোকে খসাতে পারবে না, ধরা পড়তে হবে একটু পরেই।

দুটো বোল্ডারের মাঝখানে অবস্থান নিল জিম। ওর পাশে আরেকটা বড় বোল্ডারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি।

'কেলটনকে আমি চাই,' চাপা স্বরে বলল জিম। 'ওর কাছে একটা ব্যক্তিগত পাওনা আছে আমার।'

'ওই যে ওর পাশে হলুদ শার্ট পরা লোকটা,' বলল শর্টি, 'ওই লোক কেলটনের ছোট ভাই।'

'সবই এক,' শুকনো গলায় বলল জিম। 'কেলটন মরার পর কাকে গুলি করব সেটা আর বাছাবাছি করতে যাব না।'

রিজের ওপরের দিকটা শুধুই পাথুরে, কোন গাছপালা বা ঝোপঝাড় জন্মেনি। সূর্যের তাপে দগ্ধ হচ্ছে প্রকৃতি। ভাপ ছড়াচ্ছে

সকালের কুয়াশা মাখা পাথরগুলো। অগ্রসরমান লোকগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না জিম। ওর দুটো গানবেল্টই গুলিতে ভরা, তারপরও পকেট থেকে এক বাক্স শেল বের করল ও।

'অ্যামুনিশন কেমন আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল জিম। শর্টির কাছে মাত্র একটা পিস্তলই দেখা যাচ্ছে। ওর গানবেল্টও প্রায় খালি।

'গুলির অভাব নেই,' এক গাল হাসল শর্টি। 'নিচে আমার স্যাডলব্যাগে আছে। এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসো দেখি। বেশিদূর হাঁটতে হবে না।'

'চমৎকার!' শুকনো গলায় বলল জিম। 'একটা চিৎকার ছাড়ো। কেলটনকে বলো নিয়ে আসতে। ও যখন আসছে তখন আমি আর কষ্ট করতে যাই কেন!'

শেলের বাক্সটা শর্টির দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এগুলো রাখো। তোমার ঘোড়াটা বড় বেশি দূরে। তাছাড়া আমার পায়ে ফোস্কা পড়েছে।'

বাক্সটা খুলে বুলেটগুলো উল্টো করে পাথরের ওপর রাখা হ্যাটে ঢালল শর্টি, চোখ কুঁচকে একবার সূর্যটাকে দেখল।

'সূর্য ডুবতে এখনও অন্তত চার ঘণ্টা।'

'ততোক্ষণ ওদের আমরা আটকে রাখতে পারব,' নিশ্চিত শোনাল জিমের কণ্ঠ। 'ওরা কিছুতেই আমরা যেখানে আছি সে উচ্চতায় উঠে আসতে পারবে না। তাছাড়া চারদিক থেকে আড়ালও পাচ্ছি। মনে করতে পারো আরাম করে বিছানায় শুয়ে আছো।'

'হ্যাঁ,' ঠোঁট বাঁকাল শর্টি, 'শুয়ে আছি সঙ্গে করে একটা ক্ষুধার্ত কুগার নিয়ে।'

হরিণের তৈরি ট্রেইলটা কেলটন চেনে। লোকদের পেছনে

আসতে নির্দেশ দিয়ে ট্রেইলের দিকে রওনা হলো সে। ঘোড়াগুলোর খুরের আওয়াজ এখন শুনতে পাচ্ছে জিম আর শর্টি। উঠে আসতে শুরু করেছে লোকগুলো। প্রত্যেকে স্যাডল হর্নের ওপর আড়াআড়ি রেখেছে তাদের রাইফেল।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল শর্টি। 'কেলটন বিরাট ভুল করছে আমরা অপেক্ষা করতে পারি সেটা না ভেবে।' সিক্সগানটা ওপরে তুলল সে। 'আমার ধারণা ওদের যথেষ্ট কাছে আসতে দেয়া হয়েছে এবার ওদের অভিনন্দন জানানো যাক।'

পাথরের ওপর সিক্সগানটা রেখে ভ্রূ কুঁচকে গুলি করল শর্টি।

কেলটনের পাশে পাশে আসা হলুদ কাপড় পরা লোকটা স্যাডল থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল। মনে হলো পাখা গজিয়েছে তার। একটা চোখা পাথরের ওপর পড়ল মুখ থুবড়ে। গড়িয়ে পাথরটার পেছনে চলে গেল, আর দেখা গেল না তাকে। ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল, তারপর ঘুরেই ঢাল বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল যেদিক থেকে এসেছিল।

জিম ওর অস্ত্র তাক করল কেলটনের দিকে। ও ট্রিগার স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে কি কারণে যেন আচমকা ঘোড়া থামাল কেলটন, হঠাৎ গতি হ্রাস হওয়ায় পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। জিমের বুলেট কেলটনের মাথার বদলে ঘোড়ার বুকে বিঁধল। পিছলে মৃতপ্রায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পেছনে নামল কেলটন, এক লাফে চলে গেল একটা বোল্ডারের পেছনে। পরিষ্কার বোঝা গেল সে আহত হয়নি।

অন্যরা তাদের ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে। চোখের নিমেষে স্যাডল ছাড়ল তারা। দেখে মনে হলো শয়তানের তাড়া খেয়েছে। মোট বারোজন। মুহূর্তের নোটিশে পেছনের বোল্ডারগুলোর আড়ালে চলে গেল। পাথরের ওপর দিয়ে উঁকি দিল তাদের

রাইফেলের নল। চট করে মাথা তুলে তাক ঠিক করেই গুলি করতে শুরু করল লোকগুলো। রাইফেলের গর্জন টিলার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পাথরের পেছন থেকে ছিটকে উঠছে কালো ধোঁয়া, বাতাসে ভেসে অলস ভঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। জিম আর শর্টির আশেপাশে আঘাত হানছে বুলেট।

'কাজটা যখন নিই তখন ভুল করে ফেলেছি,' বিড়বিড় করল শর্টি। 'ডবল বেতন চাওয়া উচিত ছিল। আগেই তো বলেছি পায়ে হেঁটে কোন কাজ করতে পারব না।'

'পাথরের দিকে চোখ রাখো,' উপদেশ দিল জিম। 'বসে কাজ করতে পছন্দ করো তুমি। এখন তাই করছ।'

কেলটনের দলের ঘোড়াগুলো আরোহী না থাকায় বোল্ডারগুলো পাশ কাটিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সমতলে গিয়ে জড়ো হলো ওগুলো।

'ওগুলোর একটা পেলে ভাল হতো,' হতাশ গলায় বলল শর্টি। পরমুহূর্তে গুলি করল পাথরের পেছন থেকে একজন মাথা তোলায়।

'আর্মির রিমাউন্ট সার্ভিসও তোমাকে ঘোড়া যোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে না,' মন্তব্য করল জিম। 'বুড়ো একটা শেয়াল হিসেবে তোমার জানা উচিত যে নিজের ঘোড়া রক্ষা করার দায়িত্ব যার যার নিজের। যে তা পারে না তার উচিত হাঁটার জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকা।'

'আচ্ছা!' চোখ বিস্ফারিত হলো শর্টির। 'কাউবয় হতে হলে বুঝি এই বিদ্যা দরকার হয়?'

একটা বুলেট শর্টির মুখে পাথরের কুচি ছিটিয়ে রাগী একটা ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'মর্ শালা!' গাল দিয়ে বোল্ডারের পেছনে বসে থাকা একজনের উঁচু করা মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল শর্টি।

গুলি লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। লোকটা কয়েক পা পিছিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত দুটো ছড়িয়ে দিল দু'দিকে, তারপর রাইফেলটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। চিৎ হয়ে ঢলে পড়ল লোকটা। একটা সমতল পাথরের ওপর পড়েছে। আর নড়ল না। দেহটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জিম আর শর্টি।

নতুন টার্গেটের খোঁজে সামনে তাকাল শর্টি, চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। বলল, 'সন্ধের আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে বিরক্তিতে মারা যাব।' তাকাল জিমের দিকে। 'তোমার কাছে চেকার আছে? থাকলে এসো হয়ে যাক পাঁচটা গেম। আমি তিনটেয় জিতবই জিতব। যদি না জিতি তাহলে আমি নিজে যাব স্যাডলটা নিচ থেকে নিয়ে আসতে। আর হারলে তুমি যাবে।'

টিলার দিকে তাকাল জিম, তারপর দেখল বোল্ডার ভরা ঢালটা। শর্টির দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ভুল বললে তুমি। কেলটন যতোক্ষণ ওপরে উঠে আসার মতলব করছে ততোক্ষণ কিছুতেই বিরক্ত হতে পারবে না। লোকটা নতুন ফন্দি আঁটছে।'

চারজন লোক বোল্ডারের আড়াল নিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে, ইতিমধ্যেই চলে গেছে জিম আর শর্টির পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে। নিশ্চিন্তে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাসজমিতে চরতে থাকা ঘোড়াগুলোর কাছে দৌড়ে গেল তারা। গাল দিয়ে উঠে গুলি করল শর্টি। অনেক দূর দিয়ে গেল ওর বুলেট।

'ভয় পেয়ে চারটে গেল,' বলল শর্টি। 'বাকি রইল আরও সাত-আটজন।'

দ্বিমত পোষণ করল জিম। 'ভয় পেয়ে গেল না চারটে। আমাদের মোকাবিলা করার জন্যে কেলটন নতুন কোন চাল

চেলেছে।'

'যেমন?'

'উঁম্…ওই দেখো! আরও দু'জন গেল!'

পাথরের পেছন থেকে ওদের দেখতে হলো যে ছয়জন অশ্বারোহী পুব দিকে চলে যাচ্ছে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল শর্টি। 'ওরা আমাদের পেছনে আসতে চাইছে।'

'আমাদের চেয়ে এদিকের ট্রেইল ভাল চেনে কেলটন। ও এমন ব্যবস্থা করছে যাতে সন্ধের পর আমরা বনের দিকে যেতে না পারি। এখন মনে হচ্ছে আমরা যেখানে আছি সেটা পুরোপুরি নিরাপদ নয়

'কেন?'

'সরে পড়তে হবে, নইলে পাছায় থ্রি নট থ্রির গুলি লাগবে।'

জিম এবার এমন একটা ব্যাপার দেখল যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। কেলটন নিজে বোল্ডারের আড়াল নিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে। স্যাডল চড়ানো একটা ঘোড়ায় উঠল সে, কিন্তু কোথাও রওনা হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। টিলার গোড়ায় অপেক্ষা করছে সে।

কিসের জন্যে?

'একটা রাইফেলের বদলে এখন যেকোন কিছু দিতে রাজি আছি আমি,' সখেদে মন্তব্য করল শর্টি। 'ওখানে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কেলটু।'

'খামোকা এরকম উদ্দেশ্যবিহীন কিছু করার লোক নয় কেলটন,' চিন্তিত স্বরে বলল জিম। 'কিছু একটা করছে সে, যেটা আমরা বুঝতেও পারছি না।'

নয়

কেলটন টিলার গোড়ায় সামনে পেছনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে তার আচরণ উদ্ভট মনে হলেও জিম স্পষ্ট বুঝতে পারল সুচিন্তিত কোন পরিকল্পনা আছে কেলটনের।

আন্দাজ করল শর্টি। 'চলে যাওয়া লোকগুলো আমাদের পেছনে হাজির হবে সে অপেক্ষায় আছে লোকটা।'

'চালাকি করছে,' সায় দিল জিম। 'চাইছে আমরা ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি।'

'ও কি আমাদের এতো বোকা মনে করে যে ভাবছে আমরা আন্দাজ করব না ওর লোকরা আমাদের পেছনে এসে হাজির হতে পারে?'

টিলার মাথাটা সমতল। বারো ফুট পেছনে হটে পেছন দিকে নজর বুলাল শর্টি। ওদিকেই আছে ঝর্নাটা। ওখানেই প্রথমে শর্টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল জিমের।

ঘাড় ফিরিয়ে শর্টিকে দেখল জিম। ওর চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। শর্টির ঠিক দু'ফুট দূরে পাথরের পেছন থেকে উঁকি দিল একমাথা কালো চুল। এবার দেখা গেল কাঁধ। কালো দু'চোখ থেকে ঝরছে নগ্ন বিদ্বেষ। পাথরের পেছন থেকে একটা হাত বের করে আনল। হাতে সিক্সগান। শর্টিকে খতম করার মতলব। সিক্সগান তাক করল সে। ট্রিগার টেপার আগেই হাত

থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা।

লোকটার ঠিক চেহারা লক্ষ্য করে গুলি করেছে জিম। নাকের ফুটো দুটো এক হয়ে গেল বুলেট আঘাত করায়। ছিটকে পেছনে হটল মাথাটা। লোকটার লাশ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, নুড়ি পাথরের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল।

চমকে ফিরে তাকাল শর্টি। ব্যাপার বুঝতে পেরে জিমের দিকে পা বাড়াল। পিস্তল সরাল না জিম, তৈরি। দ্বিতীয় কেউ এলে তারও একই পরিণতি হবে। প্রথমজনের অবস্থা দেখে অন্যদের শিক্ষা হয়ে গেছে। কেউ আর ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল না।

দ্বিতীয় লোকটা অন্যদিক দিয়ে উঠল। পাথরের ওপর দিয়ে প্রথমে দেখা গেল তার একটা হাত। দৌড়ে তার কাছে চলে গেল শর্টি। মাত্র চেহারা দেখা দিল লোকটার। কপালে গুলি খেয়ে সঙ্গীর সঙ্গে দোজখে দেখা করতে চলে গেল কিছু বোঝার আগেই।

'এদিকে আরও চারজন,' বলল জিম। 'ওদিকে ছয়।'

'দৌড়ে পালাতে হলে আমার বুটের পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে,' অভিযোগের সুরে জানাল শর্টি। ভ্রূ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা কি! সূর্য কি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করে দিল? এখনও ডোবে না কেন! আট-দশ ঘণ্টা হয়ে গেল আকাশের একই জায়গায় ঝুলছে!'

'এখানে এসেছি আমরা এক ঘণ্টাও পুরো হয়নি,' শুধরে দিল জিম। 'এখন আমাদের প্রথম চিন্তা হওয়া উচিত আঁধার নামলে এখান থেকে সরব কিভাবে। সমস্ত পথে প্রহরা বসাবে ওরা। একটা মাত্র পথে আমরা নিরাপদ থাকব। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে যদি প্রেয়ারিতে নেমে যেতে পারি তো বাঁচোয়া। ঘোড়া নিয়ে

নামা যাবে না। বড় বেশি খাড়া।'

টিলার মাথায় আটকা পড়ে গেছে ওরা। দু'দিকে অবস্থান নিয়েছে কেলটনের লোকরা। পুবদিকে তাকাল জিম। ঝর্নার উল্টোপাশে টিলার গা খাড়াভাবে নেমে গেছে কয়েকশো ফুট। ওখানে সরু একটা উপত্যকা আছে, টিলার সঙ্গে সমান্তরালে এগিয়েছে, তবে নিচে নেমেছে ক্রমেই।

'সন্ধের আগে পর্যন্ত বেঁচে থাকার সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে আমাদের,' বেশ খুশি খুশি শোনাল শর্টির গলা। 'ওই পর্যন্ত বাঁচতে পারলে তখন ভাবা যাবে আমরা নামতে পারব কিনা।'

'ভুল বললে,' জানাল জিম। 'সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব না আমরা।'

জিমের চোখে তাকাল শর্টি। 'পাগল নাকি তুমি?'

'পাগল না হলেও তোমার বন্ধু তো। পাগলের বাড়া। বদ্ধ উন্মাদ।...বাজি ধরে বলতে পারি কেলটন ভাবছে আমরা সন্ধে পর্যন্ত এখানেই আটকে বসে থাকব। তা আমরা থাকছি না। ওর লোকরা ট্রেইলের ধারে ফাঁদ পেতে বসে থাকবে। তা থাকুক। ওপথে যাব না আমরা।'

'তাহলে কি করছি? পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামার মতলব করেছ নাকি তুমি!'

'না। ঘোড়া নিয়েই নামব। দেরি করার কোন মানে হয় না। যদি পিছলে পড়েও যাই তাও কেলটনের হাতে মারা পড়ার চেয়ে ভাল। চলো তাহলে। এক্ষুণি চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'জানতাম তুমি উন্মাদ,' গম্ভীর চেহারা শর্টির। 'আমরা কি টিকটিকি নাকি যে খাড়া দেয়াল বেয়ে নামতে পারব? ঠিক আছে, চলো। রাতে ঘেরাও হয়ে মরার চেয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মরাই

বোধহয় ভাল।'

অস্ত্রটা রিলোড করে নিল শর্টি, হ্যাট থেকে তাজা কার্তুজগুলো বের করে পকেটে পুরল। মাথায় হ্যাট চাপানোর পর আবার তাকাল জিমের দিকে। তাগাদা দিল, 'দেরি করছ কেন!'

কেলটনের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে পাথরের পেছন থেকে সরল জিম। কেলটন এখনও টিলার গোড়ায় আপাত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোড়া আগুপিছু করছে। পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে আছে লোকটা।

জিম বলল, 'টিলা থেকে নামার পর যদি বদমাশগুলোর সঙ্গে দেখাও হয় তো তাদের নির্দেশ দেয়ার জন্যে কেলটন উপস্থিত থাকবে না। আমরা নামার আগে টিলায় উঠতে পারবে না ও।'

'বলো আমরা মরার আগে টিলায় উঠতে পারবে না ও,' দ্বিমত পোষণ করল গম্ভীর শর্টি। 'টিলার গায়ে যদি বরফ আর তুষার থাকত তাহলে পিছলে নেমেও বাঁচার একটা আশা ছিল। এখন কোন আশা নেই।'

'চলো তাহলে।' পা বাড়াল জিম।

ঝর্নার ধারে বোল্ডারগুলোর মাঝে চলে এলো ওরা, পাথরের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াটা খুলে স্যাডলে উঠে বসল দু'জন।

ট্রেইলটা আড়াআড়ি পার হয়ে গাছের সারির ভেতরে ঘোড়াটাকে ঢোকাল জিম।

'এক মিনিট,' হঠাৎ বলে উঠল শর্টি।

ঘোড়াটা থামার পর নামল সে, একটা ঝোপ ছিঁড়ে ধুলোর ওপর বুলাতে শুরু করল, খুরের চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। কাজটা শেষ করে আবার উঠল স্যাডলে। বেশ খুশি দেখাল তাকে।

'দেখা যাক ইন্ডিয়ান কৌশল কাজে দেয় কিনা। কি মনে করো, ওরা আমাদের চিহ্ন খুঁজে অনুসরণ করতে পারবে?'

'ঘোড়ার খুরের চিহ্ন তুমি মুছেছ ঠিক, কিন্তু নিজের বুটের চিহ্ন রেখে এসেছ। এভাবেই তোমাকে কৌশল খাটাতে শিখিয়েছে ইন্ডিয়ানরা?'

'ধুশ্‌শালা!' বিড়বিড় করল লজ্জিত শর্টি, পর মুহূর্তে মান বাঁচানোর জন্যে বলল, 'যাকগে, ওটা আমার বুটের দাগ সেটা ওরা বুঝবে কি করে! চলো, এগোনো যাক।'

প্রায় খাড়া ঢালের দিকে অনিচ্ছুক ঘোড়াটাকে পরিচালিত করল জিম।

সামনে গাছের সংখ্যা কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে আর সামনে শুধু পাথর। নুড়ি থেকে শুরু করে আস্ত কেবিনের সমান বড় পাথরও আছে তার মধ্যে। ঢাল এতোই বেশি যে ঘোড়াটার প্রতি কদমে হড়হড় করে নিচে পিছলে নামছে পাথর, যাবার পথে আরও পাথর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটা অতি সতর্ক হয়ে উঠেছে, প্রতি কদম দেখেশুনে ফেলছে, তারপরও নাক দিয়ে ভয়ের আওয়াজ বের হচ্ছে ওটার অজান্তে। পিঠে দু'জন আরোহী থাকায় ওটার কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

আঁকাবাঁকা পথে ঘোড়াটাকে পরিচালিত করছে জিম, যাতে অপেক্ষাকৃত সহজে নামতে পারে ওটা, পিছলে এক দেড়শো ফুট নিচে গিয়ে না পড়ে।

গড়িয়ে নামা পাথরের আওয়াজ নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

'আওয়াজটা আমাদের ক্ষতি করে দিচ্ছে,' শর্টির গলায় অভিযোগের সুর। 'তোমার ঘোড়াটাকে বলো পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে এগোতে।'

মাত্র কথাটা শেষ করেছে শর্টি, ওর মাথার ওপর দিয়ে শিস

কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। রাইফেলের গর্জনটা এতো কাছে যে মনে হলো পিঠের কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। দ্বিতীয় একটা রাইফেল গর্জে উঠল। পরমুহূর্তেই আগের জন লিভার টেনে তৃতীয় গুলিটা করল। তিনটে গুলিই এতো কাছ দিয়ে গেল যে উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেল পলায়নপর জিম আর শর্টির স্নায়ু।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল শর্টি, পেছনটা দেখে নিয়ে বলল, 'দু'জন। আওয়াজ পেয়ে হাজির হয়েছে। আরও তাড়াতাড়ি এগোও!'

বিরাট একটা বোল্ডার পাশ কাটাল জিম, আপাতত ওরা নিরাপদ। কিন্তু এখানে থামা যাবে না। কেলটনের লোকরা তাহলে চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেলবে। ইতিমধ্যেই ওদের অবস্থান আন্দাজ করে দু'দিক থেকে গুলি শুরু হয়ে গেছে। পাথরে পিছলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে ছিটকে যাচ্ছে গুলি।

'টাইট করে ধরো!' চেঁচাল জিম। 'যাচ্ছি আমরা!'

স্পারের খোঁচা খেয়ে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ওর ঘোড়াটা। ঘোড়ার কানের কাছে মাথা নিয়ে রাশ টেনে ওটাকে দিক নির্দেশ করছে জিম। প্রতিটা বড় পাথর বেড় দিয়ে এগোচ্ছে সামান্যতম আড়াল পাবার জন্যে।

ঢালের মাঝামাঝি প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে একদিকে একটা সরু উপত্যকা, পরবর্তী ঢালের গায়ে গিয়ে মিশেছে। প্রায় ওখান পর্যন্ত চলে যেতে পারল ওরা, তারপর ঘোড়াটার সামনের পায়ের নিচে পড়ল গোল একটা ফুটবলের সমান পাথর। হোঁচট খেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ঘোড়াটা, পিছলে এগোল।

হঠাৎ গতি রুদ্ধ হওয়ায় তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে পাথুরে জমিতে চিত হয়ে পড়ল জিম, শরীরটা গড়াতে শুরু করল ওর, একটা বড় বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে

থামল।

এক পাশে কাত হয়ে ঘোড়ার রাশ হাতে নিল শর্টি। ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে ঘোড়াটা। পিছলে নিচে নামা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাণ হাতে করে ছোটার মতলব ছিল ওটার, রাশ টাইট করে ধরে থামাল শর্টি। উঠে দাঁড়িয়েছে জিম, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘোড়াটার দিকে এগোল।

চোট পাওয়ায় ডানদিকের সামনের পা জমিতে ঠিক মতো ফেলতে পারছে না ঘোড়াটা।

পেছন থেকে ভেসে এলো উৎফুল্ল চিৎকার। নতুন উদ্যমে গোলাগুলি শুরু হলো। ঢালের মাথায় ঘোড়া থেকে নেমেছে কেলটনের লোকরা, এখন গুলি করতে করতে সাবধানে ঢাল বেয়ে নামছে, সুযোগ পেলেই আড়াল নিচ্ছে বড় বড় বোল্ডারের। ঢালটা এমনই যে ঘোড়ায় না চেপে পায়ে হাঁটলেই দ্রুত এগোনো যায়।

জিমের শার্টের বাম হাতাটা পুরো ছিঁড়ে গেছে। পিস্তলটাও পড়ে গেছে হোলস্টার থেকে। ওটা তুলতে উবু হলো ও, ঠিক সেই মুহূর্তে অস্বাভাবিক শক্তিতে ধাক্কা লাগল ওর শরীরে। ঝটকার চোটে পেছনের পাথরের ওপর আবার পড়ে গেল ও।

ব্যথা নেই কোন, কিন্তু ওর মনে হলো বামহাত বা বামকাঁধ বলতে কিছু নেই ওর। হঠাৎ খুব অবসন্ন বোধ করল, বিবশ ঠেকল শরীর।

এক মুহূর্ত চুপ করে শুয়ে থাকল ও, উঠতে ইচ্ছে করছে না।

পেছনের এক লোক বোল্ডারের আড়াল নেবার আগেই শর্টির গুলি খেয়ে পড়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে জিমের কাছে চলে এলো শর্টি।

'খারাপ আঘাত?'

দেখতে পেল জিমের শার্টে খয়েরী-লাল ছোপ ক্রমেই বাড়ছে।

বামকাঁধ থেকে ছড়াচ্ছে রক্ত।

হাতটা নড়ানোর চেষ্টা করল জিম। একচুল নড়াতে পারল না।

'জানি না,' দুর্বল স্বরে বলল জিম। 'ওঠাও আমাকে।'

ডানহাত ধরে জিমকে উঠতে সাহায্য করল শর্টি, হাঁটিয়ে নিয়ে ঘোড়াটার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল।

'পা ঢোকাতে পারবে স্টিরাপে?'

পা নাড়ল জিম। শুধু বামদিকটা অবশ হয়ে গেছে ওর।

জিমের অস্ত্রটা নিয়ে খাপে পুরে দিল শর্টি। ভাল হাতে স্যাডল হর্ন খামচে ধরে ওঠার চেষ্টা করল জিম। শর্টি সাহায্য করায় ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে পারল। এখনও কোন ব্যথা অনুভব করছে না ও। কিন্তু আস্তে আস্তে অসুস্থতার একটা স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। বুঝতে পারছে আঘাতটা কাঁধে হলেও মারাত্মক।

'টিকে থাকতে পারবে তো?' উদ্বিগ্ন শোনাল শর্টির গলা। 'এক মিনিট টিকে থাকো, তাহলেই ওদের আঁওতার বাইরে চলে যেতে পারব।'

ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল শর্টি, চলে এলো র‍্যাভিনের গোড়ায়। র‍্যাভিনটা দুটো টিলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে মাঝখান থেকে। বেশ গাছ জন্মেছে এখানে। মোটামুটি ঘন বন। ভেতরে ঢুকে পড়ল শর্টি, আপাতত সরে যেতে পারল ওরা কেলটনের লোকদের চোখের আড়ালে।

'টিকে থাকতে হবে আমাকে,' কিছুক্ষণ পর বলল জিম। 'কেলটনের অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে। নিজের চামড়া বাঁচানোর একটা মাত্র উপায় আছে ওর, সেটা হচ্ছে খবরটা অন্য র‍্যাঞ্চারদের জানানোর আগেই আমাদের খুন করা।'

'কি হবে যদি তুমি জ্ঞান হারাও?' জিজ্ঞেস করল চিন্তিত শর্টি।

'সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে?'

'জ্ঞান হারানোর বিলাসিতা করতে পারব না। যেভাবে হোক সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু যদি না পারি, তাহলে সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর কাছে চোরাই গরুর খবরটা পৌঁছে দেবে তুমি। উডফোর্ডদের ওখানে যেয়ো। পুবদিকে ওদের র‍্যাঞ্চ। ওরাই সবচেয়ে কাছে থাকে। কি জেনেছি সেটা ওদের জানালে ওরা বুঝবে কি করতে হবে। যদি বিশ্বাস করতে না চায় তাহলে ওদের নিয়ে এসে গরুর পাল দেখিয়ে দিয়ো, সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না।'

র‍্যাভিনের গোড়ার দিকে চলে এসেছে ওরা। ক্রমেই সমতল হয়ে আসছে ভূমি, এগোনো সহজ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল শর্টি, 'এখন কেমন বোধ করছ? ব্যথা শুরু হয়েছে?'

ভাল হাতটা দিয়ে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে আছে জিম, তারপরও শরীরটা বারবার দুলে দুলে কাত হয়ে পড়ে যেতে চাইছে।

'শুরু হয়েছে, তবে সহ্য করার মতো।'

পরের প্রশ্নে শর্টির গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পেল। 'ক্লান্ত লাগছে, মনে হচ্ছে যা ইচ্ছে ঘটুক, কিছু যায় আসে না?'

'খানিকটা,' স্বীকার করল জিম।

'জানি। এমনই হবার কথা। জীবনে বেশ কবার গুলি খেয়েছি তো! যখন মনে হবে ঘোড়ার পিঠে আর টিকে থাকতে পারবে না তখন বলে ফেলো। নিচে নেমে প্রতিরোধ করা যাবে ব্যাটাদের।'

'আমি যদি জ্ঞানও হারাই তাহলেও ওই কাজ করতে যেয়ো না ভুলেও। যে করে হোক উডফোর্ডদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে হবে।'

তর্ক করল না শর্টি, কিন্তু নিরবে স্যাডলে বসে রইল ওর

পেছনে। দু'হাত জিমের দু'পাশে শক্ত করে রেখে ওকে সিধে বসে থাকতে সাহায্য করছে।

এক সময় পাহাড়ী ঢাল পেরিয়ে এলো ওরা, প্রবেশ করল ঘন বনে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল জিমের র‍্যাঞ্চ লক্ষ্য করে।

দশ

সন্ধের সময় পাহাড়ী বনভূমি পেরিয়ে সমতল প্রেয়ারিতে পড়ল ওরা। স্যাডলে বারবার ঢুলে ঢুলে পড়ছে জিম, যেন পাঁড় মাতাল। জ্বর এসেছে ওর, বিড়বিড় করে আপনমনে প্রলাপ বকছে।

'আরেকটু, জিম,' সান্ত্বনা দিল শর্টি, 'আমরা প্রায় এসে গেছি।'

জিমের কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘোড়াটাকে দূরের এক সারি ঘরের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল শর্টি। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছে। যতোটা ও ভেবেছিল আঘাতটা তার চেয়ে খারাপ। অনেক রক্ত হারিয়েছে জিম। সহজে সামলে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল শর্টি, 'উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চ হাউসটা কোনদিকে?'

'পুবে,' বিড়বিড় করল জিম, 'চারমাইল দূরে।'

জিমকে কিছু না বলে ঘোড়াটাকে দক্ষিণ-পুব দিকে চালাল শর্টি। জিমের র‍্যাঞ্চের দিকে যাচ্ছে না এখন আর, যাচ্ছে সরাসরি

উডফোর্ডদের ওখানে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সামনে একটা আলো দেখতে পেল, দূর থেকে মনে হয় মিটমিট করছে। ওরা যখন উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছল তখন সমস্ত শক্তি শেষ জিমের, শর্টির সহায়তায় কোনরকমে বসে আছে স্যাডলে।

উঠানে ঘোড়া থামিয়ে হাঁক ছাড়ল শর্টি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতরের আলো নিভে গেল। আবার ডাকল শর্টি। এবার একটা স্বর সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

এখানে কেউ ওর নাম জানে না, জানার কথাও নয়, কাজেই শর্টি গম্ভীর স্বরে জানাল, 'জিম কার্সন।'

বাড়ির ভেতর থেকে কোন সাড়া এলো না। নিরবতা বিরাজ করছে। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে গেল শর্টি।

জিমের মাথা ঝুঁকে পড়েছে। আরেকটু ঝুঁকলে স্যাডল হর্ন স্পর্শ করবে। পিছলে ঘোড়া থেকে নামল শর্টি, এক হাতে জিমকে ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়।

নিজে দু'পা ফাঁক করে স্থির হয়ে দাঁড়ানোর পর নরম স্বরে বলল, 'নামো, জিম। এক দিকে কাত হও, বাকিটা আমি সামলে নেব।'

স্যাডল হর্ন থেকে হাত সরাল জিম। কাত হতে শুরু করল ওর শরীর, লাশের মতো নির্জীব। পুরোপুরি ওজন নিতে পারল না শর্টি, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ধুলোর মধ্যে পড়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে উঠল ও, জিমকে চিৎ করল। নিচু স্বরে সাহস দিয়ে বলল, 'জ্ঞান হারিয়ো না, জিম। এসে গেছি। এক্ষুণি বিছানায় শোয়ানো হবে তোমাকে।'

'এক চুল নড়বে না!' শর্টির পেছন থেকে কড়া হেঁড়ে গলার নির্দেশটা ভেসে এলো। 'তুমি জিম কার্সন হলে আমি দেবতা

জিউস।'

মাথার ওপর হাত তুলল শর্টি, উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বাড়ির পেছন ঘুরে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। আবছা একটা আকৃতি, কিন্তু রাইফেলটা চেনা গেল।

'আমি শর্টি,' তড়িঘড়ি করে নিজের পরিচয় দিল ও, 'জিমের বন্ধু।' মাথা কাত করল। 'ওই যে জিম। মাটিতে। গুলি খেয়েছে। তুমি উডফোর্ড তো?'

'আমি বার্ট উডফোর্ড,' রাইফেলটা নামল না। 'জিম গুলি খেলো কি করে! মারা গেছে?'

'কেলটনের লোকরা হামলা করেছিল,' অধৈর্য গলায় জানাল শর্টি। 'ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তোমার সাহায্য দরকার। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে জিম, এখনও পড়ছে।'

গলা উঁচাল তরুণ উডফোর্ড। 'লিন্ডা, আলোটা জ্বালবে?'

এক মুহূর্ত পর লণ্ঠন জ্বলে উঠল সামনের ঘরে। জানালা দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ল উঠানে। জিমকে দেখা গেল সে আলোয়।

আর দ্বিধা থাকল না বার্টের, জিমকে ওঠাতে সাহায্য করল সে শর্টিকে। দু'জন ধরাধরি করে ওকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। দরজা খুলে দিল লিন্ডা, চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। বার্ট আর শর্টি জিমকে শুইয়ে দিল কাউচে।

জিমের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে তাকাল লিন্ডা, থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ওর? রক্ত কেন?'

'কেলটনের গোপন উপত্যকায় লুকানো গরু খুঁজে পেয়েছে জিম,' জানাল শর্টি। 'কেলটনের লোকরা আমাদের তাড়া করে। জিমের কাঁধে গুলি লেগেছে। আঘাতটা কাঁধে হলেও মারাত্মক, অনেক রক্ত হারিয়েছে ও।' বার্টের দিকে তাকাল শর্টি। 'কাপড়

আর গরম পানি দরকার। ক্ষতটা পরিষ্কার করতে হবে।'

'আমি দেখছি,' বার্ট কিছু বলার আগেই দ্রুত পায়ে কিচেনের দিকে চলে গেল লিন্ডা। কিচেন থেকে ওর গলা ভেসে এলো। 'তোমরা ওর শার্ট খুলে ফেলো।'

একটু পরই গরম পানির মগ আর পরিচ্ছন্ন কাপড় নিয়ে ফিরল মেয়েটা। কারও দিকে তাকাল না, সোজা গিয়ে বসল জিমের পাশে। জ্ঞান আছে এখনও জিমের, তবে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ক্ষতটা শুকনো রক্তে প্রায় বুজে এসেছে। পানিতে কাপড় ভিজিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে শুরু করল লিন্ডা। রক্ত মুছে ফেলার পর দেখা গেল বুলেটের ফুটো।

'ওকে একটু তুলে বসাও,' নির্দেশ দিল লিন্ডা।

জিমকে তোলার পর পরীক্ষা করে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও, কাঁধের পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

'কলার বোন আর শোল্ডার ব্লেডের মাঝ দিয়ে গেছে গুলি,' বলল ও। 'ভাগ্যিস একটুর জন্যে ফুসফুস ছুঁয়ে যায়নি!'

এক পা এগোল শর্টি। 'তার মানে খুব খারাপ কিছু না?'

লিন্ডার কথা শুনে মনে হলো পাকা ডাক্তার। 'যেকোন ক্ষতই মারাত্মক হতে পারে। নির্ভর করে কতোটা রক্তপাত হয়েছে আর ইনফেকশন হবে কিনা তার ওপর। জিমের ক্ষতটা মাংসে। গুলিও বেরিয়ে গেছে। শকের কারণে খারাপ একটা সময় যাবে ওর, তবে বিপদ হবে বলে আমি মনে করি না। দ্রুতই সেরে উঠবে।'

স্বস্তির কারণে মৃদু হাসল শর্টি। তার স্থির বিশ্বাস জন্মে গেছে যে এ মেয়ে যখন বলছে তখন ভয়ের কোন কারণ নেই। 'তুমি একেবারে ডাক্তারের মতো কথা বলছ,' প্রশংসার সুরে বলল সে। 'আসলে তুমি বোধহয় মহিলা ডাক্তার নও, নাকি ভুল বললাম?'

'না, রেঞ্জ ওয়ারের কারণে বাবা-মা মারা যাওয়ায় ডাক্তারী পড়া আর শেষ করতে পারিনি। তবে কিছু কিছু রোগী চিকিৎসার অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'এই এলাকার লোকের কপাল ভাল যে ডাক্তারী জ্ঞান আছে এমন কেউ আছে এখানে। আগামী কয়েকদিন অনেক লোকের চিকিৎসা করতে হবে তোমাকে। সামনে একটা বড় লড়াই হবে।'

'কিন্তু ও থাকবে না,' জানাল বার্ট উডফোর্ড। 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পুবের আত্মীয়দের কাছে ফিরে যাচ্ছে লিন্ডা। কালকেই রওনা হবার কথা।' তিক্ত হাসল তরুণ। 'আমাদের এই রুক্ষ এলাকায় আর থাকতে রাজি নয় ও। আমরা আমাদের একমাত্র মহিলা ডাক্তার হারাচ্ছি।'

জিম যে লিন্ডার প্রতি অত্যন্ত দুর্বল সেটা শর্টির জানা নেই। খুশি হয়েই হাসল সে। 'আমার ধারণা ঠিক কাজই করছে লিন্ডা। শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্ন জীবন যাদের পছন্দ এই এলাকা তাদের জন্যে মোটেই উপযোগী নয়।'

জিমের ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করতে ব্যস্ত লিন্ডা, মুখ তুলে তাকাল না।

গুঙিয়ে উঠল অচেতন-প্রায় জিম।

বার্ট জিজ্ঞেস করল, 'ওকে একটু হুইস্কি দেব? ব্যথা কমে যাবে। ওর অবশ ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে।'

'না!' আবেগ জড়িত স্বরে কথাটা বলেই লজ্জা পেল লিন্ডা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। রক্ত জমে লাল হয়ে গেল মুখটা। কি করে ফেলেছে বুঝতে দেরি হয়নি। পছন্দের মানুষ মদ খাবে এটা অপছন্দ হওয়াতেই ওর মুখ দিয়ে 'না' বের হয়েছে, জিমের বর্তমান অবস্থা বিবেচনার চিন্তা মাথাতেই আসেনি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বলল, 'ঠিক আছে। দাও। ও

মদ খাবে কি খাবে না তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

পাশের ঘর থেকে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এলো বার্ট। শর্টি আর বার্ট মিলে আধবসা করল জিমকে, তারপর ওর ঠোঁটে তুলে ধরল গ্লাস। কিচেনে চলে গেল লিন্ডা, কিছুক্ষণ পর মনস্থির করে ফিরে এসে বার্টকে বলল, 'আজকেই আমি শহরে যেতে চাই। তুমি কি বাকবোর্ডে আমার মালামাল তুলে দেবে?'

লিন্ডার সঙ্গে বেরিয়ে গেল বার্ট। জিমের পাশে একটা চেয়ারে বসল শর্টি। ঘোরের মধ্যে আছে জিম, বারবার এপাশ ওপাশ করছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে অস্ফুট গোঙানি।

হঠাৎ দরজাটা আবার খুলে গেল। দৃঢ় ভঙ্গিতে দু'পা ফাঁক করে দরজায় দাঁড়াল বার্ট, ওর চেহারায় খেলা করছে টানটান উত্তেজনা। নিচু স্বরে শর্টির উদ্দেশে বলল, 'জিমের বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। তোমার কি মনে হয়, কেলটনের কাজ?'

দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে এলো শর্টি। পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে লিন্ডা। কালো দিগন্তের এক জায়গায় লাল একটা আভা দেখতে পেল শর্টি। ওদিকেই জিমের র‍্যাঞ্চ হাউস।

'আমাদের অনুসরণ করে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ওরা,' বলল শর্টি। 'ভাগ্যিস আমি জিমকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাইনি! ক্ষেপে গেছে কেলটন। স্বাভাবিক। আমরা ওর ভাইকে খতম করে দিয়েছি।'

'কিভাবে?' চমকিত দেখাল বার্টকে।

সংক্ষেপে খুলে বলল শর্টি। শুনতে শুনতে একটা সিগারেট রোল করে ওকে দিল বার্ট, নিজেও ধরাল একটা। শর্টি থামার পর বলল, 'শহরে কি ঘটেছে সেটা তোমাদের জানানো হয়ে ওঠেনি। একদল পাহাড়ী লোক আক্রমণ করে লেভি ফক্সকে জেল থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। লড়াইতে শেরিফ কস্টিগ্যান মারা গেছে।

আমাদের সবাই গেছে শহরে। ওরা ভাবছে শহর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না নিলে শহর দখল করে নেয়া হবে।...কেলটন এখন জানে জিম ওর শয়তানী জেনে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠবে লোকটা, প্রয়োজনে সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করবে।'

'তাই বলে আমি ভাবিনি লোকটা জিমের বাড়ি পুড়িয়ে দেবে।'

'এ তো মাত্র শুরু,' বলল গম্ভীর বার্ট। 'আমাদের সবার বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবে কেলটন। মরণ কামড় দেবে। আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে কেলটন এখন আমাদের র‍্যাঞ্চের দিকেই আসছে, আমাদের উৎখাত করতে চাইবে। আমরাই জিমের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। আসতে দেরি করবে না কেলটন।'

সিগারেটে টান দিল শর্টি। চিন্তিত স্বরে বলল, 'তার মানে দাঁড়াচ্ছে জিম ওর হাতে ধরা পড়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই এখান থেকে জিমকে সরিয়ে নেয়া দরকার। সমস্ত কিছুর জন্যে জিমকেই দায়ী ভাবে কেলটন।'

'কিন্তু জিম ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। ওকে তাহলে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল লিন্ডা, এবার বলল, 'ওর সেবা করবে কে?'

'আমি,' বলল শর্টি। 'আমি ওর বন্ধু।'

'তোমাকে দিয়ে হবে না,' দৃঢ় শোনাল লিন্ডার কণ্ঠ। 'ওর দক্ষ নার্স দরকার।' বার্টের দিকে ফিরল। 'বার্ট, তুমি বাকবোর্ডে খাবার আর ব্ল্যাঙ্কেট তোলো।'

'কিন্তু তুমি তো শহরে যেতে চেয়েছিলে?'

'জিমকে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না,' মেয়েটার কণ্ঠে

সিদ্ধান্তের সুর। 'আমি ওর দেখাশোনা করব।' তাগাদা দিল। 'তাড়াতাড়ি করো, বার্ট।'

'কোথায় ওকে নেব আমরা?' জিজ্ঞেস করল শর্টি।

'পাহাড়ের গোড়ায় একটা জায়গা চিনি আমি। ওখানে জিম নিরাপদে থাকবে।' একটু চিন্তা করল লিন্ডা, তারপর বার্টের উদ্দেশে বলল, 'বাকবোর্ড তৈরি করে সোজা শহরে গিয়ে সবাইকে জানাবে এদিকে কি ঘটছে। ওদের নিয়ে এখানে চলে আসবে।' তাকাল শর্টির দিকে। 'ভাল হয় তুমি এখানেই থেকে গেলে। কেলটনের লোকদের ঠেকাতে পারবে। তাতে সুবিধে হবে আমাদের। জিমকে নিয়ে নিরাপদে সরে যেতে পারব আমি।'

'কি করব বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত গলায় বলল শর্টি, সাধ্যমতো মাথা খাটাচ্ছে। 'এটা খুব খারাপ এলাকা। এখানে একা একটা মেয়ে সঙ্গে অসহায় এক পঙ্গু লোক নিয়ে···পুরো এলাকা গরুখোঁজা করবে কেলটন। জিমকে না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়বে না।'

'আমি যা বলছি সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' দৃঢ় শোনাল লিন্ডার গলা। 'দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে জিমকে বাকবোর্ডে তুলতে বার্টকে বরং সাহায্য করো। বাগির পেছনে ওর ঘোড়াটাও বেঁধে দিয়ো। পরে হয়তো ওটা দরকার হবে।'

বাড়ির ভেতর থেকে কোট পরে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলো লিন্ডা। ততোক্ষণে অজ্ঞান জিমকে বাকবোর্ডে তুলে ফেলল শর্টি আর বার্ট। জিমের অস্ত্রটা ওর পাশে নামিয়ে রাখল শর্টি।

'কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান ফিরবে ওর,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল লিন্ডা। 'তখন হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'তুমি যা করছ সেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' আপত্তির সুরে বলল বার্ট। 'বড় বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ। আমার মনে হয় আমাদের

দু'জনের কেউ তোমার সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। একা তুমি...'

'অবস্থাটা জরুরী,' দৃঢ় গলায় বলল লিন্ডা। 'আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজ আছে। যার যার কাজ করতে হবে। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে নিজের কাজটা ঠিক মতো করো।'

দু'মিনিটের মাথায় বাকবোর্ড নিয়ে রওনা হয়ে গেল লিন্ডা, প্রেয়ারির মাঝ দিয়ে সরু বাঁকা পথটা ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। তাড়া দিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। এপথেই আসবে কেলটনের লোকরা।

একটু পর পথ থেকে সরে সরাসরি পাহাড়ের দিকে চলল ও। পেছনে উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চ হাউসের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এলো। অন্ধকারে পেছনে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না লিন্ডা। থেমে থেমে গোলাগুলি হচ্ছে। আওয়াজটা ক্রমেই কমে আসছে। কেলটনের দলের সঙ্গে দ্রুত দূরত্ব বাড়ছে ওর। শর্টি বোধহয় লোকগুলোকে ধোঁকা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা পরিত্যক্ত চার্চ। ওটা পাশ কাটিয়ে পুরোনো লগিং ট্রেইল ধরে এগোল লিন্ডা, বাঁক নিয়ে বনের ভেতর চলে যাওয়া একটা অন্ধকার পথে পড়ল। একটানা আধঘণ্টা দু'পাশের গাছের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে বাকবোর্ড চালাল, তারপর পৌঁছল খাড়া ক্লিফটার কাছে। গাছ নেই এখানে। মাঝরাতের চাঁদের আলোয় চারপাশ উদ্ভাসিত। অত্যন্ত দুর্গম একটা খাদে নেমে বাকবোর্ড থামাল ও, পাথরের সঙ্গে ঘোড়াগুলোর রাশ বাঁধল।

জায়গাটা চিনেছে ও শহরের স্কুলে টীচার হওয়ায়। বাচ্চাদের নিয়ে পিকনিক করতে এসেছিল। জাম খুঁজতে গিয়ে চিনেছে। বুনো এলাকা। লগিং ট্রেইলটা এদিকে আসার একমাত্র পথ। সে পথও শেষ হয়ে গেছে একটা জলপ্রপাতের সামনে।

একটা গুহা আছে এখানে। প্রাচীন কালে একটা ঝর্না ছিল, এখন আর নেই। সেটার স্রোত পাথর কেটে গুহা তৈরি করেছিল। গুহার ভেতরটা শুকনো। একে একে বাকবোর্ড থেকে জিনিসপত্র নামাল লিন্ডা, তারপর সেগুলো নিয়ে রাখল গুহার মেঝেতে। অন্ধকারে বারবার যাওয়া আসা করতে হলো ওকে।

কাজটা শেষ করার পর দেখল জিমের জ্ঞান ফিরেছে। আগের মতোই অর্ধঅচেতন। প্রলাপ বকছে।

'জিম,' ঝুঁকে ডাকল লিন্ডা। 'বাগি থেকে নামতে হবে। আমাকে একটু সাহায্য করবে তুমি?'

শুনতে পেয়েছে, আস্তে করে মাথা দোলাল জিম, চোখ মেলল না।

কাঁধে হাত বেড় দিয়ে ওকে বসাল লিন্ডা। নিজেই নামল জিম, তারপর লিন্ডার সাহায্য নিয়ে টলতে টলতে গুহা পর্যন্ত গেল, জানে না কোথায় আছে বা কোথায় যাচ্ছে। মেঝেতে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে রেখেছে লিন্ডা, শুইয়ে দিল জিমকে। কি ভেবে সামান্য হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে তুলে দিল ওর মুখে।

শোয়ার কারণে কিছুটা সচেতন হয়েছে। হুইস্কিটুকু গিলে নিয়ে জিম বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মদ খাওয়ার ঘোর বিরোধী।'

'এখন মদ ওষুধের কাজ করবে,' বলল গম্ভীর লিন্ডা। 'ব্যথার ওষুধ বলেই দিলাম।'

মাথা ঘুরছে জিমের, আস্তে করে লিন্ডার আনা বালিশে মাথা এলিয়ে দিল, তলিয়ে গেল অস্বস্তিকর ভাঙা ভাঙা ঘুমে।

গায়ে হাত দিয়ে লিন্ডা দেখল ওর গায়ে ভীষণ জ্বর। আলতো করে হাত বুলাল কপালে। জিমের সারা মুখে জায়গায় জায়গায় লেগে আছে শুকনো রক্ত। কেটে গেছে কোথাও কোথাও। ঘুমের

ভেতরও ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে চেহারায়।

কিছুক্ষণ পর গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো লিন্ডা, বাগিটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেক চেষ্টার পর ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে। তিন মাইল পেরিয়ে প্রেয়ারির মাঝে থামল ও, বাগি থেকে নেমে জিমের ঘোড়ায় উঠল, তারপর বাগির ঘোড়াটাকে পেছনে চাপড় দিয়ে তাড়িয়ে দিল উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চের দিকে। জানে ঠিকই ওটা পথ চিনে বাড়ি ফিরে যাবে। যাবার পথে ঘাসে কোন চিহ্নও রেখে যাবে না। ফলে কেলটনের লোকরা অনুসরণ করতে পারবে না।

এবার ফিরতি পথ ধরল ও। মনে মনে সন্তুষ্টি বোধ করছে। ওর পক্ষে যা যা করা সম্ভব তার সবই করেছে ও। জিম কোথায় আছে তা সহজে জানতে পারবে না কেলটন। আপাতত জিম আর ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপাতত।

এগারো

একটু সুস্থির হয়ে ভাবল লিন্ডা, যা ও জিমের জন্যে করছে সেটা কি শুধু দায়িত্ববোধ থেকে, না আসলে অন্তরের তাগিদ? দু'পক্ষের লড়াইতে নিজে একটা পক্ষ বেছে নিয়েছে এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না লিন্ডা। করছে কি ও? সবসময় ও ভেবেছে সভ্য মানুষ তাদের বিবাদ ভদ্রভাবে মিটিয়ে নেবে, কিন্তু এখন ও নিজে কি করছে? এমন একটা কাজ, যেটা ওর সমস্ত পূর্ব ধারণা, সুস্থ

চিন্তা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। লড়াইতে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ভাবে অংশ নিয়ে নিয়েছে ও।

নিজেকে প্রশ্ন করল, আমার না এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা? তাহলে কি করছি আমি? কেন করছি? কার জন্যে?

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে জবাব পেল না। ও তো এখানে বাস করতে চায়নি! তাহলে?

সবসময়েই প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছে ও। চাচা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার, তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে মানুষকে অন্তর দিয়ে মূল্যায়ন করতে হয়, সেবা করতে হয় আন্তরিকতা দিয়ে।

এই এলাকার কঠোর কিন্তু সৎ লোকগুলোকে পছন্দ করে ও। প্রতিবেশীর জন্যে জীবন দিতেও দ্বিধা করে না তারা, এটা তাদের পৌরুষের অঙ্গ, প্রশংসা পাবার মতো গুণ। কিন্তু আইনের প্রতি এদের মনোভাব মন থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি ও। মনে হয় না পারবে কখনও।

এ এলাকায় আইন আছে নামে মাত্র, বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই। তাই বলে লিন্ডা ভাবতেই পারে না নিজের হাতে কেউ আইন তুলে নেবে। অথচ তাই করে সবাই। বাবা-মার কথা মনে পড়ল। তাঁরা রুক্ষ কঠিন পশ্চিমের নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছেন। আরও কতো মানুষ মরেছে তার কোন হিসেব নেই।

গুহার কাছে চলে এসেছে লিন্ডা ভাবতে ভাবতে। নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, শুধু সেবাপরায়ণতা ওর থেকে যাবার কারণ নয়, সত্যিকার কারণ আরও অনেক গভীর। ব্যক্তিগত পছন্দ কাজ করছে ওর রয়ে যাবার পেছনে। জিমকে ও পছন্দ করে, ওর সঙ্গ উপভোগ করে, ভাল লাগে জিমের পৌরুষদীপ্ত নির্ভীক সততা, ভদ্রতা।

নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব লিন্ডাকে আরও চিন্তিত করে তুলল। হ্যাঁ, জিম কার্সনকে ও জীবনসঙ্গী হিসেবে চায়, কিন্তু তার জীবনদর্শন ওর মোটেই পছন্দ নয়। ভয় লেগে উঠল নিজের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে না পেরে। অপেক্ষা করবে, ঠিক করল লিন্ডা, সত্যি ও কি চায় তা বোঝার জন্যে হৃদয়কে সময় দেবে। একসময় সিদ্ধান্তে আসবে বিবেক। অনুভূতির জটলা থেকে একসময় বেরিয়ে আসবে আসল সত্য।

তবে রয়ে গেছে ও, ভাবল লিন্ডা। স্বীকার করতে বাধ্য হলো, প্রথম দফার লড়াইতে ওর নারীত্ব আর ভাল-লাগা এতোদিনের চিন্তা-চেতনাকে হারিয়ে দিয়েছে।

গুহার কাছে পৌঁছে ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখল ও, তারপর ঢুকল গুহার ভেতরে। জিমের চোখ খোলা, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টি দেখে মনে হলো না দেখছে কিছু। মুহূর্তের জন্যে তার চোখ স্থির হলো লিন্ডার ওপর। দৃষ্টি আবার ফিরে গেল গুহার ছাদে। কোন কথা বলল না। সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত, কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই আর। ব্যথার কারণে ঠোঁটে চেপে বসেছে ঠোঁট। সচেতনতা আর অচেতনার মাঝে দোদুল্যমান একটা স্তরে আছে ও।

পাশে বসে কপালে হাত রাখল লিন্ডা। জ্বর আরও বাড়ছে জিমের।

'ঘুমানোর চেষ্টা করো,' মৃদু গলায় বলল লিন্ডা। 'অনেক বিশ্রাম দরকার তোমার। আরেকটু হুইস্কি দেব, ঘুমাতে সুবিধে হবে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল জিম। টিনের কাপে মদ ঢালল লিন্ডা, জিমের ঠোঁটের কাছে ধরল। তরলটুকু শেষ করে মাথা এলিয়ে দিল জিম, চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করল। অনিয়মিত

শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে ওর। গলার ভেতরে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে।

জিমের পাশে শুয়ে পড়ল লিন্ডা। ওরও বিশ্রাম দরকার। নিজেকে তৈরি রাখতে হবে যাতে দরকারের সময় জিম ওর সেবা পায়। অগভীর ঘুমে তলিয়ে গেল লিন্ডা, একটু পর পর দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠল।

ভোরের আগে ঘুম থেকে উঠে গুহার বাইরে গিয়ে ছোট একটা আগুন জ্বালল ও, বেকন আর কফি তৈরি করে নিভিয়ে দিল আগুন। সর্বক্ষণ মনে মনে ভাবছে, আমি আসন্ন লড়াইতে পক্ষ নিয়ে ফেলছি!

কফি নিয়ে গুহায় ঢুকে জিমের কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর এখনও আছে, তবে কমেছে। অনিয়মিত শ্বাস নিচ্ছে জিম। আস্তে করে হাত বুলিয়ে ওকে ঘুম থেকে তুলল লিন্ডা। চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জিম, বোঝা গেল কোথায় আছে জানে না।

'একটু কফি খাও, ভাল লাগবে,' নরম গলায় বলল লিন্ডা। আস্তে করে জিমের মাথা তুলে ধরল।

কয়েক চুমুক দিল জিম, মনে হলো যেন খানিক শক্তি ফিরে পেয়েছে। বালিশে মাথা রেখে ছাদের দিকে তাকাল, ভাবার চেষ্টা করছে। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছি আমি? শর্টি কোথায়?'

উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চে জিমকে নিয়ে যাবার পর থেকে কি কি ঘটেছে খুলে বলল লিন্ডা।

ও থামার পর জিম বলল, 'শর্টি আমাকে পাহাড় থেকে বের করে আনল, সে পর্যন্ত মনে আছে। জ্ঞান হারাই তারপর। কেলটন তাহলে আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, না?'

'হ্যাঁ। শহর দখলের পরিকল্পনা আছে ওদের।'

শহরে কি ঘটেছে জানাল লিন্ডা। জানাল শেরিফ কস্টিগ্যান গুলিতে নিহত হয়েছে, জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লেভি ফক্সকে। শেষে বলল, 'র‍্যাঞ্চাররা সবাই শহরে গেছে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে।'

'তার মানে...' থেমে থেমে বলল জিম, 'হয় কেলটন ভয় পেয়েছে, নাহয় রাগে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। উডফোর্ড বা অন্যরা তাকে ঠেকানোর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?'

'সবাই শহরে। ওদের ধারণা শহরটা কেলটন তছনছ করতে চেষ্টা করবে। আমার ধারণা শুধু শহর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না লোকটা, নিজের দলটাকে ভাগ করে একই সঙ্গে শহরে এবং র‍্যাঞ্চগুলোয় হামলা চালাবে।'

'একসঙ্গে দু'দিক সামলাতে পারব না আমরা,' চিন্তিত গলায় বলল জিম, 'কেলটন তা জানে। আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে। শুয়ে-বসে সময় নষ্ট করার মতো পরিস্থিতি নেই এখন।'

'কিন্তু বিশ্রাম দরকার তোমার,' দৃঢ় শোনাল লিন্ডার কণ্ঠ। 'ক্ষতটা এখনও শুকাতে শুরু করেনি। গায়ে এখনও জ্বর। অনেক রক্ত হারিয়েছ। এই অবস্থায় তোমাকে আমি বাইরে যেতে দেব না। কিচ্ছু করার নেই তোমার। বিশ্রাম নেবে চুপচাপ। আগে দরকার শক্তি ফিরে আসা। সুস্থ হওয়ার পর ভেবো কিভাবে অন্যদের সাহায্য করতে পারবে।'

'তা হয় না,' আস্তে করে মাথা নাড়ল জিম, কিন্তু কণ্ঠে সিদ্ধান্তের সুর। 'হাতে সময় নেই। আমাকে যেতে হবে। তুমি আমার ঘোড়াটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ না? ওটা দরকার হবে আমার।'

'এনেছি ঘোড়া,' রাগে লালচে চেহারায় জানাল লিন্ডা। 'লুকিয়ে রেখেছি। কেলটনের লোকরা ওটা খুঁজে পাবে না। তুমিও

পাবে না।'

লিন্ডার দিকে গভীর মনোযোগে তাকাল জিম। স্পষ্ট বুঝল তর্ক করে কোন লাভ নেই। এ মেয়ের মত কিছুতেই বদলানো যাবে না। ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরে। জানেও না কতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর।

ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে দিনটা। বারবার হালকা ঘুম ভেঙে যাচ্ছে জিমের। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ছে আবার। দুঃস্বপ্ন দেখছে। জ্বর ছাড়েনি এখনও। কিছু খেতে পারল না। রুচি নেই। যখন জেগে থাকছে সে তুলনায় ঘুমের ভেতর অস্বস্তি বোধ করছে বেশি। লিন্ডা বুঝতে পারছে জাগ্রত অবস্থায় যে উদ্বেগ জিম লুকিয়ে রাখছে তা ঘুমের সময় প্রকাশ পাচ্ছে।

দিনের বেশিরভাগ সময় জিমের পাশে বসে কাটাল লিন্ডা, একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ঘুমন্ত জিমের দিকে। জিম জাগলে মাঝে মাঝে পানি খাওয়াল। কয়েকবার শীতল পানি দিয়ে মাথা ধুইয়ে দিল। জিমের জ্বর কমছে।

নিজের ভেতর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে লিন্ডার। যতোই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করুক যে এসব ও করছে স্রেফ একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে, করুণার বশবর্তী হয়ে–কিন্তু মন তা মানছে না। আস্তে আস্তে অযৌক্তিক দম্ভপ্রসূত ভ্রান্ত চিন্তাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে, ও মানতে বাধ্য হচ্ছে এটা পশ্চিম, পুব নয়, সভ্য এলাকায় নেই ও, অনুভব করছে ওর আচরণের একটাই ব্যাখ্যা–যা করছে তা করছে ভাললাগা থেকে, ভালবাসা থেকে। মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে অন্তরের কথা অনুভব করে।

ভাবতে গিয়ে এখন বুঝতে পারছে, সত্যি জিমের সামনে লড়াই করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কোন সক্ষম পুরুষই এটা মেনে নিয়ে পারবে না যে তাকে ঠকিয়ে তার জিনিস চুরি

করা হবে আর সে তা বসে বসে দেখবে।

বিকেলে একটা রাইফেলের হুঙ্কার শুনতে পেল লিন্ডা। পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল শব্দটা। একটু পরই পাহাড়ের ওপরের অংশ থেকে পরপর দু'বার গুলি ছুঁড়ে জবাব দেয়া হলো। পাহাড়ী লোকদের ব্যাপারে লিন্ডা কিছু জানে না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারল, জিমের খোঁজে বেরিয়েছে লোকগুলো। কেলটনের লোক তারা, জিমকে পেলে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলবে! ভয় লাগল ওর। পাহাড়ী লোকরা এই ট্রেইলটা চেনে?

নিশ্চয়ই চেনে।

তার মানে আগে হোক পরে হোক, ট্রেইলে ওর চিহ্ন তাদের চোখে পড়বে। গুহাটা আসলে নিরাপদ নয়! বিরাট বিপদের মুখে আছে জিম। কিন্তু কি করবে ও। কান্না পেল লিন্ডার। জিমের যা অবস্থা তাতে ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। একা একটা মেয়ের পক্ষে আহত অর্ধঅচেতন জিমকে নিয়ে শহর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব না।

সন্ধে নামতে খুব ক্লান্তি লাগল লিন্ডার, জিমের পাশে চুপ করে শুয়ে রইল ও। কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেও বলতে পারবে না। যখন চোখ মেলল তখন সকাল, গুহার মুখে উজ্জ্বল সকালের সোনালী আলো। আগেই জেগে গেছে জিম, এক কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে একদৃষ্টিতে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে লিন্ডার দিকে।

ওই দৃষ্টি চিনতে কোন মেয়ের ভুল হয় না।

লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল লিন্ডার মুখ, বিড়বিড় করে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!'

'অপূর্ব লাগছিল দেখতে,' ঘোর লাগা স্বরে বলল জিম।

'এখন শরীর কেমন তোমার?' লাজরাঙা চেহারায় তড়িঘড়ি করে জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

'একটু দুর্বল লাগছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করল জিম। 'যতোটা সময় এখানে থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি থেকে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছে। একটু আগে বনের ভেতর গুলির আওয়াজ শুনলাম। সরে পড়া দরকার আমাদের, কেলটনের লোকরা কাছে চলে আসছে।'

উঠে দাঁড়াল লিন্ডা। 'একটু কফি করে দিই তোমাকে। খিদে লেগেছে? খাবে কিছু?'

মৃদু হাসল জিম। 'দিলে আস্ত একটা গরু খেয়ে ফেলতে পারব।'

কফি আর বেকন গরম করতে করতে লিন্ডা অবাক হয়ে অনুভব করল, জিম সেরে উঠছে বলে খুব ভাল লাগছে ওর, মনে বইছে প্রশান্তির সুবাতাস। ভাল লাগছে জিমের জন্যে খাবার তৈরি করতে। মন বলছে তোমার নিজের একান্ত মানুষটার জন্যে করছ তুমি। ও শুধু তোমার। শুধুই তোমার।

কফি আর বেকন তৈরি হয়ে যেতে জিমকে আস্তে করে উঠতে সাহায্য করল লিন্ডা। গুহার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল জিম, যা ভাবতেও পারেনি তাই ঘটল। হঠাৎ তীব্র আবেগের বশে ওর কপালে ছোট্ট করে চুমু খেল লিন্ডা। লিন্ডার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল জিম। লিন্ডা নিজেও বিস্মিত, খানিকটা দ্বিধান্বিত। চট করে সামলে নিতে চেষ্টা করল ও।

'ভেবো না অন্য কিছু। চুমু দিয়েছি তোমাকে সুস্থ হতে উৎসাহিত করার জন্যে। মনে হলো এতে কাজ হতে পারে।'

কোন কথা বলল না জিম, খেতে খেতে চিন্তা করছে, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে চমৎকার কালো কফিতে।

দুপুরে গুলির আওয়াজ আরও কাছে চলে এলো। পেছনের পাহাড়ে ওদের খুঁজছে লোকগুলো। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

বিকেলে আরও স্পষ্ট শোনাল গুলির আওয়াজ।

চুপ করে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে জিম, বিশ্রাম নিয়ে চাঙা হয়ে উঠতে চাইছে। দিনের বেলায় বাইরে বের হওয়াটা বোকামি হবে। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে যাতে রাতের আঁধারে বের হওয়া যায়। কপাল ভাল কিনা তার ওপর সফলতা নির্ভর করবে। অন্ধকার নামার আগেই যদি লোকগুলো ওদের খোঁজ পেয়ে যায় তাহলে বাঁচার আর কোন আশা নেই।

লিন্ডার চুমুটা দু'জনের মাঝে একটা দেয়াল তৈরি করেছে যেন। সারাদিন ওদের মাঝে কোন কথা হয়নি। লিন্ডার অন্তরের কথা অনুভব করতে চেষ্টা করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি জিম। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেই বা মেয়েদের মন বোঝে? স্বয়ং দেবতারও নারীর মন বোঝার ক্ষমতা নেই।

সূর্যটা পাহাড়ের একটা চুড়োর পেছনে তলিয়ে যাওয়ায় ধূসর আলো গুহার মুখ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। রাত নামছে। বনের মাঝে ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে, বাড়ি ফিরছে ওগুলো–নিরাপদ আশ্রয়ে।

'আর এক রাত এখানে থাকা যাবে বলে মনে করো?' এক সময় জিজ্ঞেস করল লিন্ডা। 'বিশ্রাম দরকার তোমার, যতোটা সম্ভব।'

'রাতে এখানে থাকা মানে কাল সারাদিনও এখানে আটকা পড়া। ঠিক হবে না সেটা। ওরা বড় বেশি কাছে চলে এসেছে। কালকে ওরা গুহাটা খুঁজে পেয়ে যাবে। তার আগেই, মানে রাতেই সরে যেতে হবে। অসুবিধে হবে না, ঘোড়ায় চড়তে পারব আমি।'

'তাহলে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই যাই, গিয়ে ঘোড়াটার স্যাডল বেঁধে ফেলি।'

'আমি চাই না তুমি আরও ঝুঁকি নাও,' আপত্তির সুরে বলল

জিম 'ঘোড়াটা আমিই খুঁজে নিতে পারব।'

দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে টলে উঠল জিম। চট করে ওকে হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল লিন্ডা, টের পেল কাঁপছে জিমের শরীর।

'উপায় থাকলে তোমাকে কিছুতেই পরিশ্রম করতে দিতাম না আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিন্ডা। 'গুহাটা নিরাপদ হলে যেতে দিতাম না।'

'তোমার সঙ্গ উপভোগ করতে পারলে আমি দুনিয়ার আর কিছু চাইতাম না,' হাসল জিম। 'কিন্তু···কি করা বলো, তুমিই তো বললে গুহাটা নিরাপদ নয়। যতো দ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদের।'

'শুয়ে থাকো তুমি,' বলল লিন্ডা, 'যতোটা পারো বিশ্রাম নিয়ে নাও। শহর অনেক দূরে, টিকে থাকতে হবে তোমাকে, অজ্ঞান হয়ে গেলে মস্ত বিপদ হবে। আমি ঘোড়াটা নিয়ে আসছি।'

'আমি একটা আস্ত বোঝা, কষ্ট দিচ্ছি তোমাকে,' জিমের চেহারা গম্ভীর, 'ভাল হতো যদি তুমি শর্টিকে আমার দেখাশোনা করতে দিতে।'

কিছু বলল না লিন্ডা, একবার জিমকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। জিম জানে না, লিন্ডার মনে কাজ করছে একটাই চিন্তা–এই লোকটা শুধু আমার, আর কারও নয়। চিন্তাটা ওর ভেতরে কতো বড় পরিবর্তন যে এনেছে তা হয়তো লিন্ডা নিজেও পুরোপুরি অনুধাবন করে উঠতে পারেনি এখনও।

একটু পরেই ঘোড়াটা নিয়ে গুহার মুখের সামনে চলে এলো লিন্ডা। দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল জিম, দুর্বল পায়ে ঘোড়াটার দিকে এগোল। লিন্ডাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল ও, তারপর এক হাতের জোরে উঠে বসল স্যাডলে।

ঘোড়ায় বসেই ওর কাঁধের পুরোনো ব্যান্ডেজ খুলে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল লিন্ডা। কাজটা মাত্র শেষ করেছে এমন সময় চোখের কোণে ছায়াটা নড়তে দেখল ও। জিমের কাঁধে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর হাত।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল জিম।

জবাব দিল না লিন্ডা, ঝট করে জিমের উরুতে বাঁধা হোলস্টারে ছোবল মারল ওর হাত।

খাদের ভেতর পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কোর্ট রুমে লেভি ফক্সকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যে লোকটা, সে। স্টিচ। কেলটনের ফোরম্যান। হাতে একটা রাইফেল। জিমকে ঘোড়ার পিঠে দেখেই একহাতে রাইফেল কাঁধে তুলতে শুরু করল সে।

কাঁপা কাঁপা দু'হাতে জিমের ভারী .৪৫ সিক্সগানটা তাক করল লিন্ডা, তারপর চোখ বন্ধ করে ট্রিগারে চাপ দিল।

খাদের ভেতরে বিকট আওয়াজ হলো গুলির। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল লিন্ডা, নাক কুঁচকে ফেলল কটুগন্ধী ধোঁয়ায়। চোখ জ্বলছে। তারই ফাঁকে দেখল বুক চেপে ধরে কাত হয়ে পড়ে গেল মারখাওয়া চেহারার লোকটা। আগেই তার হাত থেকে খসে পড়েছে রাইফেল।

লিন্ডার কাঁপা হাত থেকে অস্ত্রটা নিল জিম, পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। একবার অবাক চোখে লিন্ডাকে দেখে স্টিচের দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। সারা মুখে কাটাকুটির চিহ্ন। এখানে ওখানে ফুলে আছে গাল। সেসব যন্ত্রণা আর কখনও অনুভব করবে না লোকটা। স্টিচ নামের নীচ একটা লোক এখন পৃথিবীতে নেই।

'ম্যাক স্টিচ,' লিন্ডাকে বলল জিম, 'কেলটনের ফোরম্যান।'

'কোর্ট রূমে সেদিন দেখেছিলাম একে,' ফাঁপা শোনাল লিন্ডার কণ্ঠ, চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। চোখে পানি টলটল করছে ওর। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি···আমি···মেরে ফেলেছি!···মরে গেছে!'

স্টিচের রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঘোড়াটার কাছে এসে দাঁড়াল জিম, লিন্ডার কোমর জড়িয়ে ধরল শক্ত হাতে, সান্ত্বনার সুরে বলল, 'কাজটা না করে কোন উপায় ছিল না তোমার। গুলি না করলে আমাকে মেরে ফেলত ও। শুধু তাই না, ও যেমন মানুষ ছিল তাতে এই নির্জনে তোমাকে পেলে সে তোমার সর্বনাশ করতে দ্বিধা করত না। হয়তো মেরে ফেলত তোমাকেও। ওর মতো মানুষদের মারা আর বিষাক্ত সাপ মারার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

লিন্ডার কপোল বেয়ে জল নামছে। কাঁপছে মেয়েটা। আলতো করে ওর সুগন্ধী চুলে হাত বুলাল জিম। 'সত্যি আর কোন উপায় ছিল না, লিন্ডা। যা করেছ তা করতেই হতো।'

'কিন্তু···' ফিসফিস করে বলল লিন্ডা, 'মেরে ফেলেছি! আমি মানুষ খুন করেছি! আমি···আমি···'

'একটা সাপ খুন করেছ তুমি,' নিচু স্বরে জোর দিয়ে বলল জিম। 'বিষাক্ত একটা সাপ। ওই সাপটাকে যদি না মারতে তাহলে ওটার ছোবলে মারা পড়তাম আমি। তুমিও বাঁচতে না। আর বাঁচলেও সে বাঁচা তোমার কাছে হতো মৃত্যুর চেয়ে যন্ত্রণাকর। যা করতেই হতো তা-ই করেছ তুমি। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।'

'কিন্তু···' চোখ মুছল লিন্ডা।

'কোন কিন্তু নেই,' থামিয়ে দিল জিম। 'তর্ক কোরো না। আমাকে বিশ্বাস করো। যেকেউ বলবে ঠিক কাজই করেছ তুমি। আত্মরক্ষা কোন আইনেই কখনও অপরাধ হতে পারে না।'

জিমের চোখে তাকাল লিন্ডা, নির্ভরতা খুঁজল। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল জিম। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপর পিছিয়ে গেল ও, মুখে মৃদু হাসি। ওর চোখ স্থির লিন্ডার মণিবিন্দুতে। নিরব ভাষায় আশ্বস্ত করল ও লিন্ডাকে।

ঘোড়ায় উঠে বসল জিম, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে। কেলটনের লোকরা গুলির আওয়াজ শুনেছে নিশ্চয়ই। ওরা আসবে এদিকে কি হলো দেখতে।' রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়াটাকে খাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল ও, হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় আসতে বলল, 'স্টিচের ঘোড়াটা খুঁজে বের করতে হবে। দুটো ঘোড়া থাকলে তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারব আমরা।'

বারো

শহরের শেষ প্রান্তে একটা ছোট সাদা রঙের বাড়িতে থাকে ডাক্তার বেনসন। বাড়িটার পেছনে বড় একটা বার্ন আছে, সেখানে রাখা হয় ডাক্তারের বাগি, ঘোড়া এবং দুধেল গাইটাকে। কিচেনের দরজা আর বার্নের মাঝখানে আছে একটা ছাউনি। ওখানে গরুর দুধ দোয়ায় ডাক্তার।

একটা পাতাল ঘর আছে ছাউনির মেঝের নিচে, সেখানে দুধ রাখা হয় যাতে ঠাণ্ডা থাকে। এখন সেই পাতাল ঘরে একটা চৌকি ফেলা হয়েছে। চৌকির পাশে একটা চেয়ার। সারাদিন

চৌকিতে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আস্তে আস্তে সেরে উঠছে জিম কার্সন। ওকে যখন লিন্ডা পাহাড় থেকে নিয়ে এলো তারপর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়েছে জিমকে এখানেই রাখা হবে।

কেলটনের লোকরা এখনও জিমকে খুঁজছে। শহর দখল করে নিয়েছিল তারা, পরে সরে গেছে। জানত জিম আহত, কাজেই অস্ত্র হাতে তাকে বারবার খোঁজা হয়েছে। ডাক্তারের বাড়িতে দু'বার হানা দিয়েছে তারা। জিম চায়নি এখানে থেকে ডাক্তারকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে, কিন্তু ডাক্তার ওর কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। ডাক্তারের এক কথা, রুগীকে চোখের সামনে রাখতে চাই, যাই ঘটুক না তাতে। দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে জিমের ক্ষত, কিন্তু রক্তক্ষরণের কারণে এখনও অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছে ও। তাছাড়া ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি।

অনেক তর্কের পর জিমকে মেনে নিতে হয়েছে যে দিনের বেলাটা ও সেলারে থাকবে। রাতের কথা আলাদা। ডাক্তারের বিধিনিষেধ কোন কাজে আসেনি। তার ভ্রূ কুঁচকানো বৃথা গেছে। রাতে জিম নিজের দায়িত্বে বেরিয়ে পড়ে, ঘুরে বেড়ায় শহরের গলিতে গলিতে।

মিসেস বেনসনের সঙ্গে রয়ে গেছে লিন্ডা, এখনও ওর ধারণা নিজে দেখাশোনা না করলে অযত্ন হবে জিমের। অন্য র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে খবর আনার দায়িত্বও পালন করছে লিন্ডা। ও কাজে ব্যস্ত থাকুক সেটাই চায় জিম। তাতে মানুষ খুন করেছে সেটা ভুলে থাকা ওর পক্ষে সহজ হবে।

নিরাপত্তার খাতিরে ছয়টা র‍্যাঞ্চ থেকে সমস্ত মহিলাদের শহরে সরিয়ে আনা হয়েছে। যারা র‍্যাঞ্চ আর শহরে যাতায়াত করছে তারা এখন প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

খোলা জমি থেকে যতোটা পারা যায় গরু সরিয়ে সবার গরু

একসঙ্গে চরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে কম লোকের পক্ষে ওগুলো খেয়াল করে রাখা সম্ভব হবে। শহরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করে নতুন ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক সদস্য ডেপুটি শেরিফ হিসেবে বস্কেট-এর অধীনে শপথ নিয়েছে। কস্টিগ্যানের মৃত্যুর পর বস্কেটই নিয়েছে শেরিফের দায়িত্ব।

গোটা এলাকায় বিরাজ করছে টানটান উত্তেজনা। সবাই অপেক্ষা করছে এরপর কেলটন কি করে তা দেখার জন্যে। চালাক লোক সে। ভাইয়ের মৃত্যু এবং নিজের একজন লোক ফাঁসিতে ঝুলবে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। এতোই খেপে গেছে যে থামবে না সে কিছুতেই, যেভাবেই হোক একটা শো-ডাউন চাইবে সে।

এক রাতে ডাক্তার যখন নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধছে তখন আলাপের এক পর্যায়ে জিম বলল, 'কেলটন এখন জানে যে ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছি আমরা। ওর চুরি ধরা পড়ে গেছে। হয় লড়তে হবে ওকে, নয়তো পালাতে হবে। পালাচ্ছে না কারণ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে। নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে তার। ওগুলো বাস্তবায়িত করতে পারলে এই এলাকা ওর দখলে চলে যাবে।'

'পালানোর লোক নয় কেলটন,' চিন্তিত স্বরে বলল ডাক্তার। 'বেপরোয়া মানুষ। আমার তো ধারণা শুধু টাকার জন্যে রাসলিং করছে না সে। ক্ষমতা চাই তার। ক্ষমতা অর্জনের জন্যে দরকার হলে রক্তের নদী বইয়ে দেবে। নিজেকে ধ্বংস করতেও বাধবে না। তার ওপর ওর ভাই মারা গেছে। কেলটনকে যতোটুকু চিনি তাতে পাগলা কুকুর হয়ে গেছে ও। হয় সব ধ্বংস করে দেবে, নয়তো নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

জানার কোন উপায় নেই কতোজন লোক যোগাড় করেছে কেলটন। পাহাড়ে আইন-না-মানা লোকের কোন অভাব নেই। শহরের বাসিন্দাদের খেদিয়ে বীভার টাউন দখল করে নেয়ার সুযোগ ঘটলে খুশি মনে তারা যোগ দেবে কেলটনের সঙ্গে। শুধু যে তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হবে তা নয়, শহরে কর্তৃত্ব করতে পারাটা বিরাট একটা বিজয় হিসেবে দেখবে লোকগুলো।

সেলারে জিমের তৃতীয় দিনে এলো বার্ট উডফোর্ড। সামান্য যেকজনকে নিজের আস্তানার খবর দিতে লিন্ডাকে বলেছে জিম, বার্ট তাদের মধ্যে একজন।

ভেজা ভেজা সেলারের ভেতরে মুখোমুখি বসল ওরা। লণ্ঠনের কাঁপা কাঁপা মৃদু আলোয় ভুতুড়ে লাগছে পরিবেশটা। জিমকে নতুন খবর শোনাচ্ছে বার্ট।

'লুথার কোল পাহাড়ে গিয়ে শর্টি আর তোমার দেখা গরুর পাল খুঁজে পেয়েছে। দুপুরে আমাদের র‍্যাঞ্চে এসেছিল। বলল বাছুরগুলো আছে, কিন্তু গাভী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'গাভীগুলো আমাদের কিনা সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখিনি,' জানাল জিম। 'হতে পারে ওগুলোও আমাদের।'

'হতে পারে। বাছুর যে আমাদের সেটা লুথার পরখ করে দেখেছে, কোন সন্দেহ নেই আর।'

'ওগুলো ফেরত আনতে হবে। আমার ধারণা লড়াই বাধবে সেক্ষেত্রে। কেলটনকে আগে কোণঠাসা করতে হবে। আশা করি বাছুরের কাছাকাছিই থাকবে সে। এখন সে জানে ধরা পড়ে গেছে।'

'লুথারও এ ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বলল। পাইনটপে থেমেছিল ও, সেখানে কেলটনের এক লোকের সঙ্গে কথা হয়। এক সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করেছিল ওরা। লোকটা মাতাল

হয়ে মুখ ছুটিয়ে দেয়। কেলটন র‍্যাঞ্চে নেই। লড়াইতে সামান্য আহত হয়েছে। ডুরান্টে গেছে চিকিৎসার জন্যে।'

'ও মরলে ভাল হতো। ঝামেলা মিটে যেত।'

'লুথার বলল কেলটন তার লোকদের ছড়িয়ে পড়তে বলেছে। ফিরে আসার পর তাদের ডাকা হবে।' একটু থামল বার্ট, তারপর বলল, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, জিম। কিন্তু আমরা পারি। আমাদের উচিত দল বেঁধে গিয়ে বাছুরগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করা। এব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলাপও হয়েছে। সবাই রাজি।'

'আমিও এমন একটা কিছুই করার কথা ভাবছিলাম,' বলল জিম। 'তবে আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। ঘোড়া চালানোর জন্যে একটা হাতই যথেষ্ট। অস্ত্র চালাতেও অসুবিধে হবে না।'

'লিন্ডা বলল তোমার যাওয়া চলবে না।'

'জীবনে আর এমন সুযোগ নাও আসতে পারে। যাচ্ছি আমি। খবরটা ছড়িয়ে দাও। পাইনটপে সবার সঙ্গে দেখা করব আমি।' একটা সিগারেট ধরাল চিন্তিত জিম, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শর্টির কাছ থেকে কোন খবর পেলে?'

'না। শেষ দেখেছি যেরাতে লিন্ডা তোমাকে নিয়ে বনের দিকে গেল। কেলটনের লোকদের অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তারপর থেকে শর্টির আর কোন খোঁজ জানি না। খুব ঝুঁকি নিয়েছিল শর্টি। কেলটনকে খুব কাছে আসতে দিয়ে গোলাগুলি শুরু করে। হয়তো ধরা পড়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল জিম। 'সহজে মরার বান্দা না শর্টি। আশেপাশেই কোথাও আছে ও। ওকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, ঠিক সময়ে বান্দা হাজির হয়ে যাবে।'

'একবারও তোমার মনে হয়নি কাজটা বেশি শক্ত ঠেকায় চলে যেতে পারে সে?'

'কে? শর্টি?' হাসল জিম। 'পালানোর লোক নয় সে। কাজ যতো কঠিন হবে শর্টি ততো মজা পাবে। সারাক্ষণ বকবক করে বিরক্ত করে মারবে ও, কিন্তু বিপদের মুখে কাউকে ফেলে পালাবে না।' বার্ট উঠে দাঁড়াতে বলল, 'রওনা হয়ে যাও। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে আমিও রওনা দেব। দেখা হবে পাইটপে।'

কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ভেবে জিমের নিজের ঘোড়াটা ডাক্তারের বাড়িতে রাখা হয়নি। বার্ট চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বার্নে এলো জিম, পুরোপুরি সশস্ত্র। ডাক্তারের একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে বার্ন থেকে বের করে আনছে এমন সময়ে ধরা পড়ে গেল লিন্ডার কাছে।

'জিম!' রাগের কারণে চাপা শোনাল লিন্ডার গলা। 'কোথায় যাচ্ছ! একি! যাও, বিছানায় শুয়ে পড়ো।'

লিন্ডা সচেতন নয় কতোটা অধিকার নিয়ে কথা বলছে। জিম অন্তরে অনুভব করল লিন্ডার দুশ্চিন্তা। ভাল লাগল ওর। মনটা ভরে গেল কেউ একজন ওর কথা ভাবে জেনে।

'দুঃখিত, লিন্ডা,' শান্ত গলায় বলল জিম। 'যেতে আমাকে হবেই।' বার্ট এসে কি বলে গেছে সংক্ষেপে জানাল ও, তারপর বলল, 'গরু উদ্ধার করার এটা একটা বিরাট সুযোগ।'

'কিন্তু যাওয়া চলবে না তোমার,' জোর দিয়ে বলল লিন্ডা, 'এখনও তুমি সুস্থ হয়ে ওঠোনি।'

দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিম। অন্ধকারে ওর পাশে চলে এলো লিন্ডা।

'আমি জানি লড়াই তুমি কতোটা ঘৃণা করো,' নরম গলায় বলল জিম। 'আমিও লড়তে চাই না। কিন্তু আমাদের সামনে আর কোন উপায় নেই। কখনও কখনও মানুষকে এমন কাজ করতে হয় যেটা সে করতে পছন্দ করে না। না গিয়ে কোন উপায় নেই

আমার। আমি দুঃখিত, লিন্ডা, কিন্তু তোমার অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লিন্ডা, তারপর নিচু স্বরে থেমে থেমে বলল, 'আমার ভুল ভেঙেছে, জিম। জানি যা তোমাকে করতে হবে সেটা না করে কোন উপায় নেই তোমার।'

অন্ধকারে মেয়েটার মুখ দেখতে চেষ্টা করল জিম, দেখতে পেল না কোন্ অনুভূতির খেলা চলছে ওখানে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লিন্ডার চেহারা।

জিজ্ঞেস করল বিস্মিত জিম, 'তাহলে কি আমি ধরে নেব তোমার মতবাদ পাল্টে গেছে?'

জিমের বাহুতে হাত রাখল লিন্ডা। 'হ্যাঁ। এখন আমি জানি লোকটাকে খুন করার পর তুমি যা বলেছিলে সেটাই সত্যি। আর কিছু করার ছিল না আমার, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিছুই করার ছিল না তোমার। যা করেছ তা যদি না করতে তাহলে মারা যেতাম আমি। তুমি অপমানিত হতে। জেনে ভাল লাগছে যে পরিস্থিতি কেমন তা বুঝতে পারছ তুমি।'

'তাহলে আমার কথা রাখো, জিম। আমি চাই না এই দুর্বল শরীরে বাইরে যাও তুমি। ঘোড়ায় চড়ার তুলনায় তুমি এখনও অনেক অসুস্থ।'

'আমি দুঃখিত,' আন্তরিক গলায় বলল জিম, 'কিন্তু এই একবার নার্সের কথা অমান্য করতেই হবে আমাকে। চিন্তা কোরো না, আমি সতর্ক থাকব। তাছাড়া শয়তান লোক সহজে মরে না। আমি মরব না।'

ঘোড়ায় উঠল ও এক হাতের জোরে, তারপর শেষ বারের মতো লিন্ডাকে দেখে নিয়ে আস্তে করে ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল। রাস্তায় ওঠার পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, আগের জায়গায়

দাঁড়িয়ে চুপ করে ওকে দেখছে লিন্ডা।

গুহায় যখন ছিল তখনকার অনুভূতিগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছে লিন্ডা, চোখে টলটল করছে অশ্রু। অনুভব করছে জিমের জন্যে দুশ্চিন্তা ঠেকাতে পারছে না ও। ভাবতেই ভাল লাগে ওই মানুষটা শুধু তার। ভাল লাগার মানুষটা মৃত্যুর ঝুঁকি নিচ্ছে। বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে।

*

বার্ট গেছে লোক সংগ্রহে। ধীরে ধীরে পাইনটপের দিকে এগিয়ে চলল জিম, চেষ্টা করছে যতোটা পারে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে। মাঝরাতে পাইনটপের এক মাইল আগে পৌঁছে থামল ও। অন্যান্যরা আসার আগে পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করল।

লুথার কোল আর টয় ল্যানি একই সঙ্গে এলো। একটু পর এলো বুড়ো জে বি উডফোর্ড। তৈরি হয়ে এসেছে। উরুতে ঝুলছে দুটো সিক্সগান, স্যাডল বুটে রাইফেল। তার পর এলো প্যাট ম্যালোন। চমৎকার একটা নীল সার্জের সুট তার পরনে, নিচে সাদা শার্ট। মাথায় ডার্বি হ্যাট। ঠোঁটে ঝুলছে মোটা একটা সিগার। ভাব দেখে মনে হলো সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে।

'তুমি এখানে, প্যাট!' বিস্মিত বোধ করল জিম। 'তোমার তো শহরে থাকার কথা।'

হাসল সেলুনকীপার। 'সারাদিন একজায়গায় বসে থাকা কতোটা বিরক্তিকর সেটা তুমি বুঝবে না। মাঝে মাঝে তাজা বাতাস দরকার। সেজন্যেই এসেছি।'

তার স্যাডল বুটের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা হরিণ মারার রাইফেল। শোল্ডার হোলস্টারে ঝুলছে সিক্সগান।

'জানতাম না তুমি পিস্তলবাজ,' হাসল জিম। 'দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হয় পাকা দোকানী। আগে যদি জানতাম

সর্বক্ষণ বুকের কাছে পিস্তল নিয়ে বসে আছো তাহলে ভুলেও তোমার সেলুনে মদ খেতাম না।'

'পিস্তলবাজ নই আমি। এই অস্ত্রটা এক পিস্তলবাজের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম এক পোকার গেমে। ওই লোকেরও ধারণা ছিল উরু থেকে নিচে পিস্তল ঝোলানো দরকার। চমৎকার ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল।'

'তারপরও আমি বলব আমাদের সঙ্গে আসা তোমার উচিত হয়নি। নিজের খদ্দের খুন করবে নাকি তুমি। এটা তো ভাল ব্যবাসায়ীক বুদ্ধি হলো না।'

'আর বলো কেন সেকথা!' কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোন। 'কেলটনের লোকরা এখন আর আমার সেলুনে আসে না। কস্টিগ্যানকে খুন করে সেলুনে ঢুকেছিল ওদের বেশ কয়েকজন। জোর করে সেলুন দখল করে নেয়। আমার সংগ্রহ করা সেরা মদ গিলেছে ওরা। অন্তত পঞ্চাশ ডলার ধসিয়ে দিয়েছে। দাম চেয়েছিলাম। কর্কশ হাসি হেসে বলল, যদি না দেয় তো কি করব আমি। চিন্তা করো, একজন আইরিশম্যানের জন্যে এটা কতো বড় অপমান!' ট্রিগার গার্ডে আঙুল ঢুকিয়ে পিস্তলটা চরকির মতো ঘোরাল ম্যালোন। 'সেজন্যেই এসেছি। দু'চারটার পাছা ফুটো করে দেব, যাতে আমার মদ ওদের দেহে না থাকে।'

'নিজ দায়িত্বে পথ চলতে হবে তোমাকে,' বলল জিম। 'আসতে চাইলে আসতে পারো, বাধা দেব না। কিন্তু ঝুঁকিটা তুমি না নিলেও পারতে।'

বার্ট উডফোর্ড উপস্থিত হলো কয়েকটা র‍্যাঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা আট-দশজন কাউবয় নিয়ে।

এবার এগোল ওরা পাইনটপের দিকে। আগে আগে চলেছে জিম আর লুথার কোল। ক্রমেই খাড়া হচ্ছে ট্রেইল। চাঁদের আলো

অতিপ্রাকৃতিক একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শর্টির সঙ্গে যে টিলায় ঝর্নার পাশে দেখা হয়েছিল সেই একই ট্রেইলে আছে ওরা এখন।

লুথার কোলের চেনা থাকায় গরুগুলোকে খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের।

গরু জড়ো করতে শুরু করল ওরা। 'কিভাবে এগুলো এখানে এলো সেব্যাপারে কিছু জানো?' কোলকে জিজ্ঞেস করল জিম।

'ব্যাক ট্র্যাক করে প্রেয়ারি পর্যন্ত গিয়েছিলাম,' জবাবে জানাল কোল। 'ওখানে একটা প্রাচীন লগিং ট্রেইল আছে। ওদিক দিয়েই গরু আনা হয়েছে। আমরা যে নিয়ে যাব তখনও ওই পথই ব্যবহার করব।'

'তাহলে এবার রওনা হওয়া যায়,' কাউবয়দের উদ্দেশে গলা উঁচাল জিম। গরুগুলোকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়েছে তারা। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

'রাস্তাটা আমি চিনি,' বলল কোল। 'তুমি চাইলে আমি আগে আগে থাকতে পারি।'

দু'পাশে পাথরের খণ্ড এমন একটা সরু খাদের ভেতর ওদের নিয়ে এলো কোল। গরু পার করানো হলো খাদের ভেতর দিয়ে। বার্ট, ল্যানি আছে দু'পাশে। পেছনে বুড়ো জে বি উডফোর্ড আর কাউবয়রা। গরু সামলাতে কোন অসুবিধে হলো না।

কোন ঝামেলা না করে এগোচ্ছে বাছুরগুলো। তাড়া দেয়া হচ্ছে না, ফলে জন্তুগুলোর ভেতর কোন অস্থিরতা নেই। মাঝে মাঝে ডাকছে তারা, আর আছে পাথুরে জমিতে খুরের আওয়াজ—এছাড়া চারপাশ নিরব।

গামলা আকৃতির একটা ঘাসজমি পার হয়ে বনের ভেতর ঢুকল ওরা। অন্ধকার যেন মুড়ে নিল ওদেরকে। মাঝে মাঝে শোনা

যাচ্ছে কাউবয়দের গলা। ম্যাচের আগুন দেখা যাচ্ছে। সিগারেট ধরাচ্ছে কেউ কেউ।

'ঝামেলা তো হলো না,' বলল জে বি উডফোর্ড। 'কিছু গরুও ফেরত পেলাম।'

'এখনও বন পেরিয়ে যেতে পারিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল জিম। 'মনের ভেতর খচখচ করছে। এতো সহজ হওয়ার কথা নয় কাজটা।'

'কি ভাবছ তাহলে?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'মনে করছ এটা একটা ফাঁদ?'

'জানি না। তবে মন বলছে এতো সহজে গরু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারার কথা নয় আমাদের। বড় বেশি সোজা লাগছে না? আমার ধারণা সামনে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।'

ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল উডফোর্ড, কিন্তু হাসিটা ফাঁপা শোনাল।

দীর্ঘ নিরবতা নামল সবার মাঝে। গরুগুলো পাহাড়ী পথ বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে। লগিং ট্রেইলে পৌঁছে গেল। দু'পাশে সুউচ্চ গাছের সারি। মাথার ওপর পাতার আচ্ছাদন। বেশির ভাগ জায়গাতেই সেই ছাদ ভেদ করে চাঁদের আলো আসে না। মাঝে মাঝে গাছের পাতা কম ঘন হলে সেখানে দেখা যাচ্ছে রুপোলি আলো।

একটা অগভীর ঝর্না পার হতে হবে ওদের। সেটার পাড়ে গরুগুলোর গতি কমাল ওরা, যাতে জন্তুগুলো তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারে। চারপাশে আগের মতো পাহাড় নেই। বেশ একটা খোলামেলা জায়গা এটা। রাস্তার ধারে একটা পড়ো কেবিন। গরুগুলো পানি খাওয়ার পর আবার রওনা হলো ওরা।

ম্যাচ জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল জিম, আগুনের আলোয়

ঘড়ির দিকে তাকাল।

'ভোর হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি,' বলল ও। 'এই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলে অস্বস্তি দূর হবে।'

'এখনও মন থেকে আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলতে পারোনি?' মৃদু হাসল জে বি উডফোর্ড।

'অস্বস্তি হচ্ছে,' স্বীকার করল জিম।

'তুমি ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ছ না, বন্ধুদের মাঝে আছো।'

মেরুদণ্ডের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে জিমের। মনের ভেতর কে যেন সতর্ক করে দিচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকাল জিম। বিরক্ত হয়ে ভাবল, হয়তো শারীরিক দুর্বলতার কারণেই এমন মনে হচ্ছে।

'সামনে, এই যে, সমস্যা কি?' মাথা ঘুরছে জিমের, সেজন্যেই হয়তো গরুগুলো এগোচ্ছে কিনা নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করল। 'কি হলো, লুথার? এগোচ্ছ না কেন?'

'লাইনে রাখার চেষ্টা করছি।'

'থামলে কেন?'

কোন জবাব এলো না সামনে থেকে। চট করে সতর্ক হয়ে উঠল জিম, ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকাল।

গাছের কারণে বাছুরগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কাউবয়রা ছড়িয়ে আছে। এখনও গরুগুলোকে লাইনে এনে সামনে বাড়াতে শুরু করেনি। স্টিরাপে উঠে দাঁড়াল জিম। উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল। 'বার্ট! এগোও। দেখো লুথার থামল কেন।'

ওর পাশে চলে এলো বুড়ো উডফোর্ড।

'আশ্চর্য তো!' জিমের উদ্বেগ তাকেও পেয়ে বসেছে। 'ব্যাপার কি? এসো তো, জিম!'

গরুগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে। বার্টের গলা শুনতে পেল জিম। 'লুথার! কোথায় তুমি? কি হলো!'

মানুষগুলোকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে গরুগুলো অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে।

এক টানে খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে নিল জে বি উডফোর্ড। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপার আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

গাছের ভেতর ছোট ছোট কালো ছায়া সরে যেতে দেখল জিম। বামদিক থেকে ভেসে এলো ঘড়ঘড়ে একটা কণ্ঠ। জিমের স্নায়ু বেহালার তারের মতো টানটান হয়ে গেল, শিরদাঁড়ায় অনুভব করল শিরশিরে অনুভূতি।

'ঝামেলা!' বলেই পিস্তল বের করল ও।

'হ্যাঁ,' সায় দিল উডফোর্ড। 'ছেলেরা তৈরি হও!'

কে যেন টের পেল সামনে অন্য কেউ আছে। তার দলের লোক নয়। বিশৃঙ্খল একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। সবাই প্রশ্ন ছুঁড়ছে।

পরমুহূর্তেই রাতের প্রশান্তি ছিঁড়েখুঁড়ে দিল রাইফেলের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার। বনের প্রান্তে দেখা গেল কমলা রঙের অগ্নি ঝিলিক। সে আলোয় আবছা ভাবে পরিস্ফুট হলো হামলাকারী লোকগুলো।

'ফাঁদ!' চেঁচিয়ে উঠল উডফোর্ড। 'ফাঁদ! ঘিরে ফেলেছে আমাদের!'

তেরো

'বনের ভেতরে ঢোকো,' নির্দেশ দিল জিম, পরক্ষণে ঘোড়াটাকে

ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল।

উডফোর্ডের ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেল ওটা। একটা গুলি উডফোর্ডের ঘোড়াটার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল জন্তুটা, কাত হয়ে পড়ে গেল।

আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে উডফোর্ড। তাকে নিজের ঘোড়াটার আড়াল দিল জিম। বনের দিকে দৌড় দিল উডফোর্ড। শেষ কয়েক পা ক্রল করে ঢুকে গেল গাছের আড়ালে, অন্ধকার তাকে গ্রাস করে নিল।

আওয়াজের প্রচণ্ডতায় কাঁপছে যেন চারপাশ। চেঁচাচ্ছে লোকজন। গর্জন ছাড়ছে অস্ত্র। সব ছাপিয়ে উঠেছে ভীত বাছুরগুলোর ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিকে পালাচ্ছে ওগুলো।

বনের ধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করে হাতের অস্ত্র খালি করল জিম। ট্রিগার চাপল আবার। খালি গুলির খোসায় আঘাত করল হ্যামার। বনের ধারে ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল ও, অন্ধকারে নেমে একটা গাছের পেছনে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে গুলি ভরতে শুরু করল অস্ত্রে।

স্লিঙে ঝুলছে ওর বামহাত। প্রায় কোন কাজেই আসছে না। ওই হাতেই অস্ত্রটা ধরে আছে ও, ভাল হাতে গুলি ভরছে।

বেশুমার মরছে বাছুরগুলো। কাউবয়রা তাড়াহুড়ো করে সরে যাচ্ছে ছুটন্ত বাছুরের সামনে থেকে। তাদের হট্টগোল গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে।

জিম তিক্ত মনে ভাবল, ভালই পরিকল্পনা করেছে কেলটন। শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে কি করবে।

উপত্যকায় সে নেই এখবর ছড়িয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ র‍্যাঞ্চারদের টেনে এনেছে তৈরি করা ফাঁদে। এখন যদি জিম আর

জে বি উডফোর্ড মারা যায় তাহলে বাকিদের সামাল দিতে খুব একটা ভুগতে হবে না তাকে। ভেবেচিন্তে কাজ করেছে কেলটন। সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও গেছে।

সিক্সগান রিলোড করা হয়ে গেছে জিমের, এবার সিলিন্ডারটা আটকে নিয়ে বনের ধার দিয়ে এগোল ও। বেশ কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়ল ওর, গাছের গায়ে বাঁধা। বুঝতে দেরি হলো না কেলটনের লোকরা আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে। জানত র‍্যাঞ্চাররা এপথে আসবে। তৈরি ছিল তারা। অ্যাম্বুশ করতেই এসেছে।

পাশ কাটানোর সময় ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে দিল জিম। গোলাগুলির আওয়াজে ভীত হয়ে আছে জন্তুগুলো। মুক্তি পেয়ে ছুটে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

গাছের ফাঁক দিয়ে রাগী ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে বাতাস চিরে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট। দুপক্ষের গোলাগুলির আওয়াজ বাড়ছে কমছে। কেলটনের লোকদের পেছনে চলে এসেছে জিম। রাইফেলের ঝিলিক লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল।

কাউবয়রা বাছুরগুলোর মাঝে ছোটাছুটি করছে। ভাল লোক তারা। নির্বিরোধী। কিন্তু কাপুরুষ নয়। লড়ছে প্রাণপণে। ঘোড়ার পিঠে দু'তিনজনের আবছা আকৃতি দেখতে পেল জিম। অন্যরা ঘোড়া হারিয়েছে। মৃত বাছুরের দেহের পেছনে অবস্থান নিয়ে পাল্টা হামলা করছে তারা।

কেলটনের এক লোক ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো। সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। অশ্বারোহী এক কাউবয়কে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করার মতলব।

লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল জিম। লোকটার মাথার পেছনটা ফেটে মগজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করল

লোকটা, তারপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

হঠাৎ জিম বুঝতে পারল কেলটনের লোকদের ঘেরাওয়ের মাঝখানে পড়ে গেছে ও। বন্ধুদের কাছ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

'ওই যে একটা!' চেঁচাল একজন।

জিমের চারপাশে তুমুল গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে গেল।

জমিতে চাঁদের আলো পড়েছে, সে আলো লাফ দিয়ে পার হলো জিম, দৌড়ে এগোল কেলটনের এক স্যাঙাতের দিকে। একজন চিনে ফেলল ওকে।

'ওই যে কার্সন!' উঁচু স্বরে জানাল কে যেন। 'গুলি করো! গুলি করো!'

মরা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জিম, পরক্ষণেই উঠে বসে অস্ত্র উঁচাল।

'পারলে মারো আমাকে,' শ্বাসের ফাঁকে বলল ও। একদল লোক পিছু নিয়ে ছুটে আসছে, তাদের দিকে অস্ত্র তাক করল।

প্রথম লোকটা মারা গেল গাছের পাঁচ ফুটের মধ্যে আসার পর। ক্রল করে এগিয়ে তার পিস্তল দুটো সংগ্রহ করে বেল্টে গুঁজল জিম। এতো দ্রুত গুলি করতে হচ্ছে যে নিজের অস্ত্র ভরার কোন সুযোগ নেই।

আরও দু'জন সাহস করে এগোচ্ছিল। চাঁদের আলোয় পাখি মারার মতো সহজে তাদের শেষ করে দিল জিম। দু'জনই বুকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে। আর কেউ এগোনোর সাহস দেখাল না।

পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করে ক্রল করতে শুরু করল ও, গাছের আড়াল নিয়ে এগিয়ে চলল। ক্রমেই বনের ভেতর প্রবেশ করছে। একটু পর থেমে ফাঁকা জায়গাটা জরিপ করল। দু'পক্ষই তাদের

অবস্থান থেকে গুলি করছে, পিছাচ্ছে না কেউ।

একটা গাছ ঘুরতেই কেলটনের এক লোকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেল জিম। অস্ত্র তুলতে শুরু করেছিল লোকটা, কিন্তু জিম তার পেটে সিক্সগানের নল ঠেকিয়ে গুলি করায় পেট চেপে ধরে পড়ে গেল। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। বার কয়েক ঘড়ঘড় করে স্তব্ধ হয়ে গেল। হাতের খালি অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে লোকটার অস্ত্র তুলে নিল জিম।

খোলা জায়গাটায় এখন আর কোন অশ্বারোহী নেই। গোলাগুলিও কমে গেছে আগের তুলনায়। কাউবয় আর র‍্যাঞ্চাররা গাছের আড়ালে সরে যেতে পেরেছে। এখন আর বাড়তি সুবিধে পাবে না কেলটনের লোকরা।

আরও কিছুক্ষণ থেমে থেমে গুলি হলো, তারপর নামল অস্বস্তিকর থমথমে নিরবতা। লুকিয়ে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ বোধ করছে না কেলটনের লোকরা, তাতে বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।

যেরকম হঠাৎ করে লড়াই শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমেও গেল। কয়েকটা আহত বাছুর কাত হয়ে পড়ে আছে। বাঁ-বাঁ করে ডাক ছাড়ছে ওগুলো।

ঝোপঝাড়ের ভেতর মানুষ, ঘোড়া আর বাছুরের নড়াচড়ার আওয়াজ শুরু হলো একটু পর। কেলটনের লোকরা সরে গেছে আগেই। তাদের দু'একজনের ঘোড়ার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করল জিম। সতর্ক, মনের মাঝে সন্দেহের দোলা। একসময় গলা উঁচিয়ে ডাকল।

'বার্ট, টয়, লুথার! সব ঠিক?'

খোলা জমিতে বের হয়ে এলো লুথার। জিজ্ঞেস করল, 'আগে

ওদের দেখেছে কে? কে দেখল ওদের?'

বার্টও বেরিয়ে এসেছে। তার পাশে বাবা, খোঁড়াচ্ছে অল্প অল্প। টয় লেনি বন থেকে বের হবার পর তিন চারজন কাউবয় সাহস করে বের হলো।

'মারা গেছে কেউ?' জিজ্ঞেস করল জিম।

মাথা গোনা হলো। কেউ মারা যায়নি। 'জে বি সামান্য আহত হয়েছে,' জানাল টয়। 'মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে গুলি। আমি হ্যাট হারিয়েছি। মুখের এক পাশ কেটে গেছে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ায়। প্যাট? তোমার কি হাল?'

ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেলুনকীপার, ডানহাতে ঝুলছে পিস্তল। তার কালো রঙের ডার্বি হ্যাট মাথার ওপর চেপে বসানো। ক্রাউন থেকে ছিঁড়ে দু'কানের ওপর ঝুলছে হ্যাটের ব্রিম। সাদা শার্টের হাতা ছিঁড়ে গেছে। প্যান্টও ক্ষতবিক্ষত। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সেসব ফাঁক দিয়ে ম্যালোনের পায়ের বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে।

হ্যাটটা মাথা থেকে খুলে পরীক্ষা করে দেখল সে। চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল। ছুঁড়ে বনের ভেতর হ্যাট ফেলে দিল সে।

'জীবনে এতো কম কাপড় পরে থাকিনি আমি কখনও,' মন্তব্য করল হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি, আমার অন্তত দশ গ্যালন মদ ওদের পেটের ভেতর থেকে বের করে ছেড়েছি।'

হঠাৎ টলে উঠল টয় ল্যানি, তারপর পড়ে গেল উপুড় হয়ে। ঝুঁকে দেহটা পরখ করল জিম। হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় লেগেছে। টের পেল ল্যানির পায়ে ঢুকেছে বুলেট।

'ব্যথা টের পায়নি বলে গুলি খেয়েছে সেটা ও জানত না,' মন্তব্য করল জিম। 'বার্ট, হ্যাটে করে ক্রীক থেকে পানি নিয়ে

এসো তো।'

গালে চাপড় দিয়ে ল্যানির জ্ঞান ফেরানো হলো। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল জিম। কোল গিয়ে ল্যানির ঘোড়াটা নিয়ে এলো। সবাই মিলে ল্যানিকে ওঠাল ঘোড়ার পিঠে।

'আপাতত এখানে আর কোন কাজ নেই,' বলল জিম। 'কালকে সারাদিন লাগবে পাহাড়ে ছড়িয়ে যাওয়া গরু জড়ো করতে। বসে থাকবে না কেলটন, আবার হামলা করবে। আমাদের এখন এখান থেকে সরে যাওয়াই মনে হয় ভাল হবে।'

'তাহলে রাস্তা ধরে যাওয়াই ভাল,' মন্তব্য করল কোল লুথার। 'শর্টকাট। সহজেই বন থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।'

বার্ট বলল, 'একটা কথা বলো তো, লুথার, গরু নিয়ে এগিয়ে গেলে না কেন তুমি?'

'জানি না,' বলল কোল। 'তবে ভয় পাচ্ছিল গরুগুলো। বনের ভেতর ঢুকতে চাইছিল না। মনে হয় লোকগুলোর গন্ধ পেয়েছিল।'

'তা বোধহয় পেয়েছিল,' সায় দিল বার্ট, পরক্ষণেই খোঁচা মেরে বলল, 'আমাদের উচিত ছিল সামনে একটা গরু রাখা। তাহলে ওটা আমাদের সতর্ক করে দিত।'

'তুমি কি বলতে চাও আমি জানতাম যে ওরা এখানে হামলা করবে?' তীক্ষ্ণ শোনাল লুথারের কণ্ঠ।

উপত্যকার তরুণ প্রজন্ম কোল লুথারকে পছন্দ করে না। তিরিশ বছর বয়স লোকটার। এখনও অবিবাহিত। ভাল একটা র‍্যাঞ্চ আছে তার। মেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। সাধারণ তরুণ যাদের টাকা-পয়সা তেমন নেই তারা একারণেও লুথারকে দেখতে পারে না। লুথার যে শুধু টাকার পেছনে ছোটা মেয়েদেরই আকৃষ্ট করে তা নয়, বরং শহর এবং রেঞ্জের ভাল মেয়েদের কাছেও তার আকর্ষণ দারুণ। বুদ্ধিমান লোকের উচিত দু'জাতের মেয়েদের

আলাদা চোখে দেখা। লুথার সেটা করে না। হয়তো এক ঘণ্টা আগে ভাল কোন মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে, তারপর দেখা যাবে হালকা চরিত্রের কোন মেয়ে তার নতুন সঙ্গিনী।

বার্ট বিনা দ্বিধায় মুখের ওপর বলে যে লুথারের আচরণ ভাল মেয়েদের জন্যে অপমানজনক। অবশ্য বার্টের বন্ধুদের ধারণা ওর এমন মনোভাব পোষণের আসল কারণ হচ্ছে স্রেফ হিংসা।

বার্ট কোন জবাব না দেয়ায় কথা আর বাড়ল না। একটু পর রওনা হয়ে গেল ওরা। অস্বস্তিকর নিরবতার মাঝে পাহাড়ী এলাকা পার হতে হলো। সূর্যের প্রথম আলোয় পৌঁছে গেল ওরা প্রেয়ারিতে। অত্যন্ত ক্লান্ত সবাই। বুড়ো জে বি আর টয় ল্যানির ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তবে জিম আশ্চর্য হলো প্যাট ম্যালোনের উৎফুল্ল আচরণ দেখে। সেলুনে বসে ব্যবসা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উত্তেজনার খোঁজে বেরিয়েছিল লোকটা। যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। চাঙা হয়ে উঠেছে একেবারে। জিমকে বলল, 'আমি বরং শহরে গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব। বলে দাও কোথায় থাকবে তোমরা, তাহলে ডাক্তার ওখানেই চলে যেতে পারবে।'

জিম কিছু বলার আগেই বার্ট বলল, 'ভাল হয় সে আমাদের ওখানে চলে এলে। আমাদের র‍্যাঞ্চটাই সবচেয়ে কাছে। অসুস্থদের জন্যে ওখানে যাওয়া বেশি সুবিধেজনক হবে।'

*

উডফোর্ডদের র‍্যাঞ্চে পৌঁছে বুড়ো র‍্যাঞ্চারকে তার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। ল্যানিকে শোয়ানো হলো একটা কাউচে। সাধ্যমতো তার ক্ষত ড্রেসিং করে দিল জিম। একটু পরই একটা ঘোড়া এসে থামল র‍্যাঞ্চের উঠানে। উঁচু গলায় জিমের নাম ধরে ডাকছে লোকটা গলা চিনতে পারল জিম। শর্টি এসেছে। দরজা

খুলে দিল বার্ট।

'কোন্ জাহান্নামে ছিলে?' জিজ্ঞেস করল জিম।

আকর্ণ হাসল শর্টি। 'তুমি ছিলে কোন্ জাহান্নামে?'

'পাহাড়ে যেতে হয়েছিল। অনেক মজা থেকে বঞ্চিত হয়েছ তুমি। ছিলে কোথায়?'

'ওই পাহাড়েই ছিলাম। কেলটনের লোকদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলাম। তখন বুঝলাম যে স্যাডলটায় চড়ছি সেটা আমার পছন্দ নয়। পরে আমার ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলে আনতে গিয়েছিলাম। কেলটনের ছেলেরা কোথায় যেন সরে পড়ল। আমি আর কি করি, আমিও চলে গেলাম পাহাড়ের দিকে।'

'স্যাডল এনেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আবার হারিয়ে গেছে ওটা। আসলে যেটা খুঁজছিলাম সেটা দেখলাম না কোথাও।'

'কি খুঁজছিলে?'

'বাছুরগুলো।'

বার্ট উডফোর্ড ছাড়া উপস্থিত আর কাউকে শর্টি চেনে না। সবার সঙ্গে বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিল জিম। হাত মেলানোর পালা শেষ হতে জিম জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বলার মতো কিছু জানলে পাহাড়ে?'

'তেমন কিছু না তোমরা কি করছিলে পাহাড়ে? যার সঙ্গেই কথা হয়েছে সে-ই বলেছে কোথাও গেছ তুমি। কেউ জানে না কোথায়। প্যাট ম্যালোনকেও খুঁজে পেলাম না।'

কি ঘটেছে খুলে বলল জিম। শুরু করল লুথার কিভাবে কেলটনের মাতাল কাউবয়ের মুখ থেকে নানা কথা শুনেছে তা দিয়ে। জানাল তারপর ওরা পাইনটপে যায়। সেখানে কেলটনের লোকদের সঙ্গে গোলাগুলির কথাও বাদ গেল না। অ্যাম্বুশের কথা

শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল শর্টির। নিরবে শুনল সব, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

'একটা ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত,' বলল বার্ট। 'কেলটন সরাসরি লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছে। চেয়েছিল পাহাড়েই আমাদের খতম করে দিতে। তা না পারায় এখন সে চেষ্টা করবে যতো দ্রুত সম্ভব বিরোধ নিষ্পত্তি করতে।'

'কোন সন্দেহ নেই,' সায় দিল ল্যানি। 'এখন আমাদের উচিত যতো বেশি সম্ভব লোক সংগ্রহ করে পাহাড়ে গিয়ে কেলটনের মোকাবিলা করা। কেলটন না মরা পর্যন্ত সমস্যার কোন সমাধান হবে না।'

শর্টিকে দেখে মনে হলো অস্বস্তিতে ভুগছে। বলল, 'চরম কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরও ভাল করে ভেবে দেখা উচিত।'

নতুন পরিচিত বলে সবাই শর্টির দিকে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে গেছে কারও কারও। জানতে চায় শর্টির মন্তব্যের কারণ। উপদেশ না চাওয়া হলে সাধারণত মুখ খোলা দস্তুর নয় নুতন মানুষের। আর কোন কথা বলল না শর্টি, একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল গভীর মনোযোগে।

ডাক্তারের বাগি এসে থামল উঠানে। একটু পরেই ভেতরে ঢুকল ডাক্তার।

বেঁটে লোক ডাক্তার বেনসন। দড়ির মতো পাকানো দেহ। চোখে লোহার ফ্রেমের চশমা। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর নজর বুলাল সে।

'ব্যাপারটা কী!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'শহরের ধারে কাছে যা করার করতে পারো না?'

'ড্রিঙ্ক নাও একটা,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল জে বি। 'ড্রিঙ্ক সেরে হাত ধুয়ে কাজে নেমে পড়ো। শেষ গরুটার বাচ্চা প্রসব করানোর

পর থেকে তো মনে হয় না আর কখনও হাত ধুয়েছ।'

কিচেনে ঢুকে লিন্ডা দেখল বার্ট আগেই পানি গরম করতে দিয়েছে। ডাক্তার আর ও লেগে পড়ল দু'জনের চিকিৎসার কাজে। কারও আঘাতই গুরুতর নয়। সিগারের ছাই রোগীদের গায়ে ঝাড়তে ঝাড়তে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করল ডাক্তার।

'হাতে অস্ত্র নেয়া উচিত নয় তোমাদের। ডাক্তার গায়ে হাত দিলেই যেভাবে বাচ্চাদের মতো কুঁকড়ে যাচ্ছ!' তাকাল লিন্ডার দিকে। 'দেখেছ কিরকম বাচ্চাদের মতো করছে? এরা আবার নিজেদের বলে পুরুষ মানুষ। হাহ্!'

দক্ষ হাতে ব্যান্ডেজ করছে ডাক্তার, ব্যথা পাচ্ছে বলে রোগীদের টিটকারি মারতে ছাড়ছে না। কাজ শেষ করতে করতে বলল, 'এবার বুড়িটাকে তালাক দিয়ে লিন্ডাকে বিয়ে করে ফেলব। গত চল্লিশ বছর ধরে ডাক্তারী করছি, ওর মতো ভাল নার্স আর দেখিনি।'

'চল্লিশ বছরের তিরিশ বছর তো করেছ ঘোড়াদের চিকিৎসা,' বলল ল্যানি। 'মানুষের চিকিৎসা শুরু করার পর নিজের চোখে দেখেছি তোমার ডিপ্লোমাটা দেয়াল থেকে খুলে রেখেছিলে। ওটা ছিল ভ্যাটেরিনারি স্কুলের ডিপ্লোমা।'

'দেখো ছোকরা,' ডাক্তারের চেহারা গম্ভীর। 'আমি না থাকলে আজকে বেঁচে থাকতে না তুমি। জন্মেছিলে তো মরার মতো। আমি তোমার বাপকে বলেছিলাম খামোকা এটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। মরতে, যদি না তোমার বেয়াক্কেলে বুড়ো বাপটা আমার পাঁজরে সিক্সগান ধরত। সে ব্যাটার কথা শুনে ফুঁ দিয়ে তোমার ফুসফুসে বাতাস ভরেছিলাম আমি। তারপর থেকে বহুবার সে দুঃখ করেছে যে কেন ওকাজ করল। সেই দুঃখেই আর কখনও সে সিক্সগান ঝোলাত না।'

শর্টি এখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অযাচিত উপদেশ দেয়ার পর থেকে একবারও মুখ খোলেনি। এবার বলল, 'মিস্টার কোল, আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসবে? জরুরী কথা ছিল।'

থমথমে মুখে শর্টির পিছু নিয়ে বাইরে গেল লুথার কোল।

জিমের দিকে তাকাল ডাক্তার বেনসন। 'মনে হলো তোমার বন্ধু মনে মনে কিছু একটা পরিকল্পনা আঁটছে।'

'হতে পারে,' বলল জিম। 'নিজে মুখ না খুললে ওর মুখ খোলানো যায় না।'

বাইরে পরপর দুবার গর্জে উঠল সিক্সগান।

চমকে গেল সবাই।

সামলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল ওরা। পোর্চে পৌঁছে বিস্ময়ে থমকে গেল।

লুথার কোলের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি, হাতের অস্ত্র থেকে এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঘুরে তাকাল সে, অস্ত্রে নতুন গুলি ভরে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। পোর্চে উঠে মুখোমুখি হলো লুথারের পরিচিত লোকগুলোর। শর্টির চেহারায় খেলা করছে উত্তেজনা। সতর্ক দৃষ্টিতে সবার ওপর নজর বুলাচ্ছে সে।

'বিরোধের সময় পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে এই এলাকার লোক। এখন বিরোধের সময়। লুথারের মৃত্যু র‍্যাঞ্চার এবং কাউবয়রা সহজ ভাবে মেনে নেবে তার কোন কারণ নেই। জিম ছাড়া বাকি সবার চেহারায় সন্দেহ আর রাগের ছাপ দেখল শর্টি।

চুপ করে আছে সবাই। শর্টির কাছ থেকে উপযুক্ত অজুহাত আশা করছে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'একটু আগে কি বলেছিলাম মনে আছে?' থামল শর্টি, সবার

ওপর ঘুরে এলো ওর চোখ, স্থির হলো জিমের ওপর। 'বলেছিলাম আগেই আলোচনা কোরো না কি করবে। বলেছিলাম কারণ পাহাড়ে যা জেনেছি সব আমি তোমাদের বলিনি। কিছু কথা গোপন রাখতে হয়েছে আমাকে। এমন কিছু কথা যেগুলো আমি সবার সামনে বলতে চাইনি।'

ডাক্তার বেনসন লুথারকে পরীক্ষা করে দেখল। পোর্চে এসে জানাল মারা গেছে র‍্যাঞ্চার। মাথায় একটা গুলি। মগজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

'মনে আছে একরাত আমি পাইনটপে জ্যাকের ওখানে কাটিয়েছি?' আবার শুরু করল শর্টি। 'জ্যাক এমন একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করল যেখানে ওর বন্ধুরা সহজেই আমাকে খুঁজে পাবে। সন্ধে নামার পর কাউকে না জানিয়ে পেছনের একটা ঘরে সরে গেলাম আমি।

'অনেক কষ্টে একটু আরামের ব্যবস্থা করে নিয়েছি জ্যাকের জঘন্য বিছানায়, এমন সময়ে টের পেলাম পাশের ঘরে লোক আছে। ওঘরে কয়েকজন লোক ঢুকল। ওদের সঙ্গে একটা বোতল ছিল। আলোচনা করতে এসেছিল। নাক গলানো আজন্মের অভ্যেস, তাই কান খাড়া করলাম আমি। একটু খুঁজতে দেয়ালে ছোট একটা ফুটোও পেয়ে গেলাম। চোখ রেখে দেখলাম কারা উপস্থিত হয়েছে।

'জিমের ব্যাপারে আলাপ হচ্ছিল। ঠিক হলো তোমাদের জন্যে পার্টির আয়োজন করা হবে। অতিথি সেবায় কোন ত্রুটি রাখা হবে না। কাল রাতে তোমরা কেলটনের অতিথি হলে। আগেই আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতাম, কিন্তু পারলাম না কেলটনের লোকরা আমার ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যাওয়ায়।'

'একটা ঘোড়াও কি নিজের কাছে রাখতে পারো না তুমি,'

বলল জিম।

'ঘোড়া চুরি করে আমাকে বিপদে ফেলে দিল কেলটনের লোকরা,' বলে চলল শর্টি, 'সময় মতো আরেকটা ঘোড়া যোগাড় করতে পারলাম না জানাতে পারলাম না যে তোমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে কেলটন।'

'যে লোক নেতৃত্ব দিয়েছে সে কেলটন হতে পারে না,' বলল বার্ট। 'কেলটন আহত হয়ে ডুরান্টে গেছে চিকিৎসা করতে। পাইনটপে কেলটনের নিজের লোকের মুখে একথা শুনেছে লুথার কোল।'

'মিথ্যে বলেছে লুথার কোল,' বলল শর্টি। 'কারও মুখে কিছু শোনেনি সে। কেলটনও অনুপস্থিত ছিল না। ওকে আমি চিনি। নিজের চোখে ওকে দেখেছি নেতৃত্ব দিতে। তার চেয়েও বড় কথা, ওর হয়ে যে ফাঁদ পাততে সাহায্য করেছে তাকে অনেক টাকা পেতে দেখেছি।'

'কে সেই লোক?' বার্টের প্রশ্নের পর থমথমে নিরবতা নামল।

'আগে তাকে কখনও দেখিনি,' বলল শর্টি। 'দেখলাম আজকে। ওর নামও জানতাম না।' আঙুল তুলে লাশটা দেখাল শর্টি। 'ওই যে পড়ে আছে। ওকে তোমরা লুথার কোল নামে চেনো। ওর পকেটে যদি পঞ্চাশ ডলারের অনেকগুলো কয়েন পাওয়া যায় তাহলেও আমি অবাক হবো না।'

অবাক বিস্ময়ে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল সবার। বার্ট লোকটাকে পছন্দ করত না, কিন্তু এখন সেকারণেই নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার হতে ও বলল, 'শক্ত অভিযোগ এনেছ তুমি, শর্টি। কোলকে নিজের পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগও দাওনি। এটা কি ধরে নেয়া অনুচিত হবে যে...'

'ওকে পুরো সুযোগ দিয়েছি আমি,' থামিয়ে দিয়ে বলল শর্টি।

'আগেই তোমাদের বলিনি তার কারণও ছিল। এখন তোমরা জানো একবার সে তোমাদের ফাঁদে ফেলেছে। লুথার কোলই কেলটনের সঙ্গে আলোচনা করে ফাঁদটা পাতে।

'বুঝতে পারছি প্রতিবেশী সম্বন্ধে ধারণা পাল্টাতে সময় লাগছে তোমাদের। যাকে বিশ্বাস করা যায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা সবসময়েই কঠিন। কথা বলার সুযোগটা নিলে হয়তো তোমাদের সে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ত যে সে দোষী নয়। এখানে আমি আগন্তুক। জিম কার্সসের বন্ধু আমি, সেজন্যেই ওর লড়াই নিজের মনে করছি। লুথার কোল জিমকে শেষ করে দিত। নিজের চোখে ওকে আমি বিপক্ষের হয়ে কাজ করতে দেখেছি। এরপর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি আমার সাপটাকে শেষ করে দিতে। একবার ফাঁদ পেতেছে সে, আমি ঠেকাতে পারিনি। এরপর তার সামনে পরিকল্পনা করা মানে আরেকটা ফাঁদে পড়া। জিমের হয়ে কাজ করছি আমি। আমার কাজ ওর শত্রুদের মোকাবিলা করা। কোল ছিল জিমের শত্রু।

'তারপরও তাকে আমি সুযোগ দিয়েছি। যখন বললাম কি দেখেছি আমি পাইনটপে, অমনি ড্র করল সে। দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছ তোমরা। প্রথম গুলি সে-ই করে। দ্বিতীয় গুলিটা আমার। বিশ্বাস না হলে ওর অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আমার আর কিছু বলার নেই।'

দু'জন কাউবয় লুথারের লাশের পকেট হাতড়ে দেখল। ফিরে আসতে সময় নিল না তারা। একজনের হাতে একটা চামড়ার থলে। ভেতরে হাত ভরে অনেকগুলো সোনার কয়েন বের করল সে। গম্ভীর চেহারায় কয়েনগুলো দেখল সবাই। থলের ভেতর আবার ভরা হলো স্বর্ণমুদ্রা।

'টাকাগুলোর কি হবে?' জিজ্ঞেস করল কাউবয়।

কিছু বলল না কেউ একমুহূর্ত। তারপর জিম বলল; 'সম্ভবত আমাদেরই টাকা ওগুলো। কেলটন চুরি করেছিল। লুথারের মাধ্যমে ফেরত পেলাম। মিস লিন্ডাকে দেয়া যেতে পারে স্কুলের ফান্ডের জন্যে। অভিশপ্ত টাকা এগুলো। ভাল কাজে ব্যয় হলে হয়তো অভিশাপ কাটবে।'

লুথার কোলের বিশ্বাসঘাতকতা গভীর ছাপ ফেলেছে প্রত্যেকের মনে। নিরবে অস্বস্তি ভরে নড়ছে সবাই, যেন একদল পিঁপড়ে, যাদের বাসা ভেঙে দেয়া হয়েছে। কথা বলার মতো মন নেই কারও। সবার মাথায় চলছে একই চিন্তা। কেলটন একটা পাগলা কুকুর। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে কেলটন চাইছে সবাইকে খুন করতে। নিরাপদ নয় কেউ।

শর্টিকে ডেকে নিয়ে উঠানে চলে এলো জিম, বসল মস্ত সিকামোর গাছের নিচে একটা বেঞ্চে।

'তুমি তো কেলটনের চাকরি নিয়েছিলে। ওর র‍্যাঞ্চে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?'

'পারব। পাইনটপের পেছনে ওর র‍্যাঞ্চ। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কড়া। সহজে ভেতরে ঢোকা যাবে না। তারওপর জ্যাকের দোকানটাও কেলটনের। কারা আসছে সে খবর আগেই পেয়ে যাবে সে।'

'যতো কঠিনই হোক চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের,' বলল গম্ভীর জিম। 'এরপর ওকে ছাড়া যায় না। রাতের আঁধারে ওর র‍্যাঞ্চে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'দিনে পারব। রাতেও হয়তো সম্ভব, যদি দিনেই আমরা জ্যাকের দোকান ছাড়িয়ে বনের ভেতর লুকিয়ে পড়তে পারি। তবে র‍্যাঞ্চের আগে আছে পাথুরে জমি। সেখানে কেলটনের লোকরা পাহারা দেয়। ওই জায়গা পার হতে পারব কিনা জানি না।

জায়গাটা কতোখানি দুর্গম তা বলার সুযোগ হয়নি আমার।'

'এখন বলো।'

'একটা গামলামতো জায়গার মাঝখানে ওর র‍্যাঞ্চ হাউস। গাছপালা বিশেষ নেই। ঢোকার পথটা সরু, দুটো ক্লিফের মাঝ দিয়ে। ওখানে ফাঁদে পড়লে মরতে হবে।'

'যখন তাড়া করল তখন পালিয়েছিলে কিভাবে?'

'র‍্যাঞ্চ হাউসের বাম দিকে একটা সরু ট্রেইল আছে, ওদিক দিয়ে। ওই পথেই গোপন উপত্যকাগুলোয় যায় ওরা।'

'ওই পথে যেতে পারব না আমরা?'

'পারবে। কিন্তু অনেক পথ ঘুরতে হবে। তাছাড়া ট্রেইলটা এতো সরু যে একেকবারে একজন করে যেতে হবে। ওখানে যদি ফাঁদ পাতা হয় তাহলে বাঁচবে না একজনও।'

'ওদিক দিয়েই যাব আমরা,' সিদ্ধান্ত নিল জিম, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেরি করে লাভ নেই। রওনা হয়ে যাব যতো দ্রুত সম্ভব।'

বার্নে তরুণ বার্টকে পেল জিম। কয়েকজন কাউবয়ের সাহায্য নিয়ে লুথার কোলের লাশটা একটা ওয়্যাগনে তুলছে। শাবল কোদাল আগেই তোলা হয়ে গিয়েছে।

'আমাদের জমিতে কিছুতেই ওকে কবর দেব না,' নিচু গলায় জানাল বার্ট। 'ওর মতো একটা স্কাঙ্কের শেষকৃত্য পাওয়ার কোন অধিকার নেই। রাস্তার ধারে কোথাও পুঁতে দেব। ক্রুশ দিয়ে চিহ্ন রাখব না। যতো দ্রুত লোকে ওকে ভুলে যায় ততোই মঙ্গল।'

'কাজটা শেষ করে এসো,' বলল জিম। 'আরেকটা কাজে তোমাকে আমার দরকার। কেলটনের ওখানে যাব আমরা।'

'অনেক আগে থেকেই একথা বলছি আমি,' বলল বার্ট। 'আমাকে কি করতে হবে?'

'রেঞ্জের কিছু লোকের নামের লিস্ট দেব তোমাকে আমি।

তাদের খবর দেবে তুমি, প্রত্যেককে আলাদা ভাবে বলবে যাতে কাল ঠিক দুপুর বারোটার সময় পাইনটপে আমার সঙ্গে দেখা করে। ঝুঁকি নিতে রাজি এমন লোক যদি হাতে থাকে তাহলে যেন তাদেরও নিয়ে আসে। আমরা কি করতে যাচ্ছি তা কাউকে বোলো না। আমি চাই সবাই মনে করুক শুধু তাকেই আমি ডেকেছি। শহরের লোকদের আমিই খবর দেব। বুঝেছ?'

'আলাদা করে বলার কারণটা বুঝলাম না।'

'আমি চাই না এই পরিকল্পনার কথাও ফাঁস হয়ে যাক। কেলটন যদি জানে বড় একটা দল নিয়ে আমরা হানা দেব তাহলে হয় সে নিজের লোকদের নিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে, নয়তো পালাবে। এমন কোথাও লুকাবে যে খোঁজ পাওয়া যাবে না। দুটোর কোনটাই আমি চাই না।'

উডফোর্ডদের কিচেনে লিন্ডাকে পেল জিম, টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল লুথারের কাছ থেকে পাওয়া চামড়ার ব্যাগটা।

'তোমার সানডে স্কুলের জন্যে কিছু টাকা আছে এতে। কেলটনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। আসলে আমাদেরই টাকা। আমরা চাই এ টাকা ভাল কাজে ব্যয় হোক।'

কয়েনগুলো ঢেলে বের করে চোখে প্রশ্ন নিয়ে জিমের দিকে তাকাল লিন্ডা।

জিম বলল, 'নাও। কোন প্রশ্ন কোরো না। বাচ্চাদের কাজে আসুক সেটাই চাইছে সবাই।'

কয়েনগুলো থলেতে রেখে লিন্ডা জিজ্ঞেস করল, 'কফি চলবে?'

'চলবে।' একটা চেয়ারে বসল জিম। কফির মগ এগিয়ে দিল লিন্ডা।

'ঘুম দরকার তোমার। দাড়িগোঁফে ডাকাতের মতো লাগছে

দেখতে। শেভও করা দরকার।'

কফির কাপ হাতে নিয়ে লিন্ডাকে মুগ্ধ নয়নে দেখল জিম। গুহায় সেই ঘটনার পর যেন অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে লিন্ডা। সবসময়েই ও ছিল একটা দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালের ওপারে, এখন আর তা নেই। সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে প্রাচীরটা ভেঙে গেছে। এখন আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয়া লাগছে মেয়েটাকে।

নিজের জন্যে কফি ঢেলে টেবিলের উল্টোদিকে বসল লিন্ডা। জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি করবে তুমি?'

সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছে হলো না জিমের। কিন্তু জবাব দিল। 'আগামী কাল কেলটনের খোঁজে যাব।'

'তারমানে আরেকটা লড়াই, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এড়ানোর কোন উপায় নেই।'

'জানি,' জিমকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল লিন্ডা।

'কিন্তু তুমি তো আগে ভাবতে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ এড়ানো যাবে?'

'ভুল ভাবতাম। বাস্তব জ্ঞান ছিল না। সেদিন লোকটাকে গুলি করার পর অনেক ভেবেছি আমি। এখন আমি জানি কি করতে হবে আর কি না করে পারা যায় না।'

নরম গলায় কথাগুলো বলেছে লিন্ডা। ওর চোখের দৃষ্টি আন্তরিক। যা বলেছে তা মন থেকেই বলেছে।

'দেশটা এখনও বুনো,' বলল জিম। 'আগামী কিছুদিন হয়তো আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। কিন্তু কিছু করার নেই।...আচ্ছা, উডফোর্ড আর ল্যানির কি অবস্থা? আমাদের সঙ্গে লড়াইতে অংশ নিতে পারবে?'

'ভাল আছে ওরা।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হলো। সেক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে

আজকে শহরে যাব আমি। আপাতত ওখানে থাকাই তোমার জন্যে নিরাপদ হবে। ডাক্তারের বাড়িতে থাকতে পারবে।'

'কেন, জিম? এখান থেকে সরে যাব কেন? এটাই তো আমার বাড়ি।'

'সতর্কতার জন্যেই যাওয়া দরকার। কেলটনের খোঁজে যাব আমরা সবাই। একা তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। পাগলা কুত্তা হয়ে গেছে কেলটন। ওকে কোণঠাসা করার পর কি করে বসে তার কোন ঠিক নেই।'

দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করল লিন্ডা, তারপর বলল, 'জিম, এই লড়াই কি কখনও শেষ হবে? কখনও কি শান্তিতে থাকতে পারবে না এখানে মানুষ? নিজের বাড়িতেও কি নিরাপদে থাকতে পারবে না?'

'পারবে, লিন্ডা, পারবে। তার আগে কেলটনকে শেষ করতে হবে। ও জীবিত থাকলে কখনও শান্তি আসবে না এই অঞ্চলে।'

চোদ্দো

শেষ বিকেলে বাকবোর্ডে করে লিন্ডাকে নিয়ে শহরে পৌঁছল জিম। শর্টি জিমের ঘোড়াটা নিয়ে সঙ্গে এসেছে। ডাক্তার বেনসনের বাড়িতে লিন্ডাকে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। জিমের বামকাঁধ এখনও নীল রঙের রুমাল দিয়ে বাঁধা, কিন্তু সুস্থ বোধ করছে ও এখন।

শর্টি ঢুকেছে সেলুনে। বস্কেটের দোকানের দিকে পা বাড়াল জিম, ওর নজর কিছুই এড়াচ্ছে না। শহরে প্রচুর নতুন লোকের আমদানী হয়েছে। পাহাড়ী লোক। কেলটন পাঠিয়েছে এদের। কিছু একটা মতলব এঁটেছে লোকটা। সতর্ক হয়ে উঠল জিম। যেকোন সময় বিপদের খাঁড়া নেমে আসতে পারে ওর ওপর।

একটা দোকানের বাইরে বেঞ্চে বসে আছে কয়েকজন পাহাড়ী লোক। প্রত্যেকে সশস্ত্র। অলস দৃষ্টি চোখে। যেন অপেক্ষারত শকুনের দল, শহরটা মরে যাবে সে আশা নিয়ে বসে আছে।

বস্কেটের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এক লালচুলো অল্পবয়সী দানব আর কুঁজো মতো এক লোক। ইঁদুরের মতো সরু তার চেহারা।

জিম লক্ষ করল ওর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল তারা। জিম দরজার দিকে পা বাড়ানোর পরও জায়গা থেকে নড়ল না। থামল জিম, বুঝতে পারছে এটা একটা ফাঁদ হতে পারে।

এতোক্ষণে ইঁদুরমুখোকে চিনতে পারল। শর্টি আর ওকে পাহাড়ে যারা ধাওয়া করেছিল তাদের মধ্যে এও ছিল। লোকটা নিশ্চিত ভাবেই ওকে চিনেছে। এই লোকের গুলিতেই আহত হয়েছিল জিম।

জিমের সহজাত বুদ্ধি বলছে এটা একটা ফাঁদ। ফাঁদটা এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু চোখের সামনে লোকটাকে দেখে রাগ ওর স্বাভাবিক বুদ্ধি ঘোলা করে দিল। অন্তরে অনুভব করল, ওর পক্ষে পিছানো সম্ভব নয়। সামনে থেকে লোকটাকে সরিয়ে দোকানে ঢুকবেই ও, তাতে যদি পরিকল্পনা উচ্ছন্নে যায় তবু।

'আমি দোকানে ঢুকব, স্লিম,' নিচু গলায় বলল জিম। 'তোমার

কোন আপত্তি আছে?'

চোখ সরু করে জিমকে দেখল লম্বা লোকটা। 'আপত্তির কি আছে! ঢুকলে ঢোকো।'

'তাহলে সরে দাঁড়াও। পথ জুড়ে আছো তুমি।'

'এটা তো অন্য কথা হয়ে গেল, বন্ধু। সাইডওয়াকটা জনগণের। যেখানে খুশি সেখানেই দাঁড়াব আমি। ঘুরে যাও।'

'সরবে না তুমি?' রাগে কেঁপে গেল জিমের গলা।

'না। আমাকে সরানোর ইচ্ছে জাগছে নাকি তোমার?'

'জাগছে। সরো!'

কুঁজো লোকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। যেকোন সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু পিছাতে জিম অভ্যস্ত নয়।

গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানোও ঠিক নয়। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে লোকটাকে পাশ কাটাল জিম। চোখের কোণে দেখল মাতালটার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে। ঝটকা দিয়ে সিক্সগান বের করল ও, ঠেসে ধরল চিকন লোকটার পাঁজরে।

'স্লিম, তোমাকে আমি সরে দাঁড়াতে বলেছিলাম,' নিচু স্বরে বলল। 'তুমি কি চাও গুলি করে পথ করে নিই আমি?'

লালচুলো দানব দোকানের দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, সঙ্গীর বাহু ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল। হাসছে দানব।

'ওকে ঢুকতে দাও, স্লিম।'

দরজাটা খুলে দোকানের ভেতর ঢুকল জিম, দেখল শুকনো খাবারের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বস্কেট। জিমকে দেখে কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামাল সে।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'আস্ত পাগল নাকি তুমি?' জবাবে ভ্রূ কুঁচকাল বস্কেট। 'শহরে

ওরা অন্তত পনেরোজন আছে। খুন হবার শখ চেপেছে নাকি তোমার! ভুলেও এখানে ওদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না।'

'লাগতে যাব না? এটাই তো আমাদের সমস্যা। শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা আমরা বড় বেশি দিন ধরে করে আসছি। আমরা যতো দু'পায়ের ফাঁকে ল্যেজ গুটাব ওরা ততো বাড় বাড়ার সাহস পাবে। আর এরকম চলতে দেয়া যায় না। এখন এখানে কেন এসেছি জানো? জ্যাকফর্ক থেকে কেলটনের নামগন্ধ মুছে দেব আমি। দরকার হলে একা লড়ব। ইচ্ছে থাকলে তোমরাও যোগ দিতে পারো।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল ও। 'এই যে, যাদের সঙ্গে পেলে উপকার হবে তাদের একটা লিস্ট। যারা ঝুঁকি নিতে রাজি তারা যেন কাল দুপুরে পাইনটপে আমার সঙ্গে দেখা করে। খবরটা চেপে রেখো।'

বস্কেট একটু ভেবে দেখল। কস্টিগ্যানের মৃত্যুর পর সে-ই শহরের শেরিফের দায়িত্ব পালন করছে। তাই বলে লড়াইতে নেতৃত্ব দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। জিম কার্সন দায়িত্বটা নিচ্ছে বলে স্বস্তি বোধ করল সে। ভয় পায়নি বস্কেট, কিন্তু মনেপ্রাণে ব্যবসায়ী সে, লড়াইতে তেমন উৎসাহ পায় না।

'ঠিক আছে,' একটু পর বলল সে। 'কাজটা আমাদের করতেই হবে। যতো আগে সারা যায় ততোই ভাল।'

'আমি তাহলে ম্যালোনকে বলতে যাচ্ছি। তাজা বাতাস ওর পছন্দ। যেতে চাইতে পারে ও।'

'ওর সেলুনে ঢুকো না,' সতর্ক করল বস্কেট। 'ওখানে পাহাড়ী দস্যুরা গিজগিজ করছে। একটু পরপর ওদের ঢুকতে বেরতে দেখছি।'

'ম্যালোনকে পেলে ভাল হয়,' জবাবে বলল জিম। 'তাছাড়া এখন আমার মনের যে অবস্থা তাতে ঝামেলা এড়াব না আমি।'

বস্কেটের দোকানের জানালার সামনে দাঁড়াল ওরা। দেখতে পেল লালচুলো দানব তার কাঠির মতো সঙ্গীকে নিয়ে ম্যালোনের সেলুনের ব্যাট উইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

'দেখলে?' বলল বস্কেট। 'শহরটা প্রায় দখল করে রেখেছে ওরা। গোলমাল করার সুযোগ খুঁজছে। বিশেষ করে তোমাকে ফাঁসাতে পারলে ওরা খুশি হবে। কেলটন সম্ভবত তোমার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ওদের পাঠিয়েছে।'

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল জিম। 'তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সহজেই আমাকে গোলাগুলিতে নামাতে পারত, অথচ ওই লালচুলো লোকটা তার সঙ্গীকে তর্কের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।'

'চিকন লোকটা মাতাল। লাল চুলের লোকটা হয়তো ভেবেছে দু'জন মিলে তোমাকে শেষ করতে পারবে না। তোমার একটা নাম আছে কঠোর লোক হিসেবে। একটা হাত অকেজো থাকলেও হেলা করা উচিত হবে না বলে ভেবেছে। পাহাড়ে এমন লোক খুব বেশি নেই যে তোমার অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল জিম। 'আমার ধারণা কেলটন জানে একটা পরিণতি ঘনিয়ে আসছে। সেজন্যেই লোক পাঠিয়েছে সে নজর রাখতে। আমরা সংগঠিত হলে যাতে সে-খবর ওর কাছে পৌঁছে যায়। মনে হয় না শহরে লড়াই করার ইচ্ছে আছে তার। ও এমন জায়গায় আমাদের চাইবে যাতে সহজেই জিততে পারে গোটা এলাকায় একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায় সে, কেউ যাতে আর তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস না করে। আমার মতো মাত্র একজন লোককে মারলে তার ফলাফল ব্যাপক হবে না।'

'তাহলে লোক যোগাড়ের সময় তোমাকে সাবধান থাকতে

হবে। আমাদের মধ্যে কোন পচা আপেল থাকতে পারে।'

অধৈর্য ভাবে বাতাসে হাত ঝটকা মারল জিম। 'পচা আপেল থাকুক আর না থাকুক, আমি কেলটনের বিরুদ্ধে নামছি।...পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'বোকার মতো কাজ কোরো না। ম্যালোনের সেলুন থেকে দূরে থাকো!'

'ম্যালোনের ওখানে যাচ্ছি,' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো জিম, বোর্ডওয়াকে নেমে সেলুনের দিকে পা বাড়াল।

সামনে তিনজন পাহাড়ী লোক দেখল ও, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। স্যাডল শপের সামনের বেঞ্চে বসে আছে দু'জন, অপরজন একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। আলাপ চলছে তাদের মাঝে। হয় তিনজনের মাঝ দিয়ে জিমকে পার হতে হবে, নয়তো ঘুরে বোর্ডওয়াক থেকে নেমে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

মাঝখান দিয়ে এগোল জিম। তিনজনের সঙ্গেই চোখাচোখি হলো। বাঁকা হাসি লোকগুলোর ঠোঁটে। লোকগুলোকে পাশ কাটানোর পর পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল ওর, কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না।

আরও কয়েক পা এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে ম্যালোনের সেলুনে ঢুকল ও। ব্যাট উইঙের কাছে থেমে দাঁড়াল, ভেতরের আবছায়ায় চোখ সইয়ে নিচ্ছে।

ঘরের ভেতর চোখ বুলাল ও। টানটান উত্তেজনা সেলুনের ভেতরে।

ওর বামদিকে বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি। ডানদিকে পাঁচজন লোক, শর্টির দিকে তাকিয়ে। দেয়ালের দিকে পিঠ রেখে শর্টিও লোকগুলোকে দেখছে। হাতে বীয়ারের গ্লাস। ওর সামনে দেয়া তিনটে বীয়ারের দ্বিতীয়টায় চুমুক দিল শর্টি।

পেছনের বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্যাট ম্যালোন। তেল দিয়ে চুল আঁচড়েছে সে। ঠোঁটে ঝুলছে মোটা একটা সিগার। কোমরে ঝুলছে সাদা একটা অ্যাপ্রন। হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। শোল্ডার হোলস্টারের খুব কাছে।

থমথম করছে পরিবেশটা। পাহাড়ী লোকরা তাদের ড্রিঙ্কিং নিয়ে ব্যস্ত। হাসি হাসি মুখে চোখে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে বীয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে শর্টি।

শর্টির দিকে এগোল জিম, দেখল ওর মুখে ফুটে উঠেছে স্বস্তির হাসি।

'একটা বীয়ার নাও, জিম। বেশ উত্তপ্ত একটা পরিবেশ, কি বলো?'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বীয়ার টেবিলে জিমের সামনে রাখল ম্যালোন। টের পেল ওকে কাভার করছে জিম। বীয়ারটা রেখে পিছু হটে আবার বারে হেলান দিল সে।

চারপাশে নজর বুলাল জিম, একজনও ওর চোখ এড়াল না। লালচুলো দানব ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। সহজ সাদাসিধে হাসি। ভেতরে কোন প্যাঁচ আছে বলে মনে হলো না। চিকন লম্বা লোকটা জিমের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল।

'শহরে অনেক অতিথি এসেছে দেখছি,' স্বাভাবিক স্বরে ম্যালোনের উদ্দেশে বলল জিম। 'আতিথেয়তা দেখানো উচিত। দেখো তো ওরা কি মদ খাচ্ছে?'

কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল ম্যালোন। একটু ইতস্তত করে তারপর বারের কোনা ঘুরে পাহাড়ী লোকদের উদ্দেশে উঁচু গলায় বলল, 'এই ভদ্রলোক সবাইকে ড্রিঙ্ক অফার করছে। কে কি নেবে?'

কুড়াল মুখো চিকন লোকটা নিচু স্বরে গালি দিয়ে জানাল সে

যার তার পয়সায় মদ খায় না। কিন্তু হাসল লালচুলো। দরাজ গলায় বলল, 'ধন্যবাদ। আমাকে ডাবল রাই।'

একে একে প্রত্যেকের সামনে মদ দিল ম্যালোন, তারপর ফিরে গিয়ে লোকগুলোর মুখোমুখি হয়ে বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল আবার।

গ্লাসটা ঘুরিয়ে ভেতরের তরলটার রং দেখল লালচুলের যুবক। প্রশংসা করে বলল, 'দামি জিনিস।' তাকাল জিমের দিকে। 'ধন্যবাদ তোমাকে। আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জীবন। তোমার স্বাস্থ্য কামনা করছি।' চুমুক দিল গ্লাসে।

জবাবে মুখের কাছে গ্লাস নিয়ে বীয়ারে ঠোঁট ভিজাল জিম।

ঠিক সেই মুহূর্তে বারে সজোরে চাপড় দিল চিকন লোকটা। খেঁকিয়ে উঠল, 'ব্যাপারটা কী! আমাকে কার্সন বোকা বানাতে পারবে না।'

চালু হাত লোকটার। ঝট করে পিস্তল তুলে আনছে। তাক করতে শুরু করেছে জিমের বুক লক্ষ্য করে। জিমের ডানহাত বীয়ারের গ্লাস ধরে আছে। বাম হাত ঢাকা নীল একটা ব্যান্ডানা দিয়ে। ওটার তলা থেকে বিস্ফোরিত হলো জিমের সিক্সগান।

কাঁধে গুলি খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, একটা টেবিলে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল। চট করে তার বুকের ওপর বুট সুদ্ধ পা তুলে দিল লালচুলো, যাতে সে উঠতে না পারে।

এখনও ডানহাতে বীয়ারের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিম। বামহাতে ধরা অস্ত্রের নল থেকে পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠছে।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি। বারে দাঁড়ানো চারজন পাহাড়ী লোকের ওপর তাক করে রেখেছে দু'হাতের সিক্সগান দুটো।

ম্যালোনের হাতেও শোভা পাচ্ছে পিস্তল। লালচুলোর দিকে

অস্ত্র তাক করে রেখেছে। লাথি দিয়ে সঙ্গীর হাত থেকে পিস্তল ফেলে জিমের দিকে ফিরে তাকাল লালচুলের যুবক।

ফাঁকা চোখে জিমের নীল ব্যান্ডানা বাঁধা হাতটা দেখছে শর্টি। ম্যালোনের চেহারা থেকে নিস্পৃহ ভাবটা দূর হয়ে গেছে। জিম তাকিয়ে আছে লালচুলোর দিকে। হাসছে লালচুলো। হাসিটা ছোঁয়াচে, তবে চোখে তার খেলা করছে বদমায়েশী। চিকন লোকটা টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'স্লিম আর কিছু করবে না,' জানাল লালচুলো। 'আমি নিজে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। মাতাল হয়ে গেছে ও।'

জবাব দিল না জিম বা ম্যালোন। শর্টির অস্ত্র এখনও পাহাড়ী লোকদের ওপর। মুখ খুলল ও।

'খারাপ লোকের সঙ্গে মিশছ তুমি, বাছা। এদের সঙ্গে ঘুরে ভাল কিছু হবে না তোমার।'

'ওদের সঙ্গে এসেছি আমি,' বলল লালচুলো। 'ওদের সঙ্গেই থাকব।'

'এধরনের আনুগত্যের কোন মূল্য নেই।'

'তবু।'

'দুঃখের কথা। সৎ পথে থাকলে অনেক মেয়ে তোমাকে চাইত। ভাল ব্যবহার আর সম্মান পেতে মানুষের কাছ থেকে। পাহাড়ে তা কখনও পাবে না তুমি।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি। তবে চোখ বন্ধ করলে একটা মেয়ে যা হাজার মেয়েও তা-ই। আমার সঙ্গিনী বিষয়ে তোমাকে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে?'

'হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে আমি সনোরায় ছিলাম। সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই ওখানে। লাল চুলের যুবক স্বামী পাবার জন্যে রীতিমতো লড়াই করবে ওরা।'

'কথাটা মনে থাকবে আমার। এদিকের কাজ শেষ হওয়ার পর হয়তো যাব সনোরায়।'

'হাতে বেশি সময় নেই। অনেক কিছুই ঘটতে পারে এখানে। গেলে তোমার দেরি করা উচিত হবে না। সে যাই হোক, আমি আসলে মেক্সিকান মেয়েদের ভাল চিন্তা করেই কথা বলছিলাম।'

'ধন্যবাদ, আমাকে জানানোর জন্যে।' চিকন লোকটা একটা চেয়ারে বসেছে, সেদিকে তাকাল লালচুলো। 'স্লিম, রওনা হচ্ছি আমরা। সাবধান থাকবে। আমি না বলতে যদি আবারও কোন বিপদে জড়াও তাহলে মনে রেখো আমি নিজে তোমাকে টাইট দেব। বেরোও, স্লিম। ছেলেরা, চলে এসো, আরও দুটো সেলুনে মদ খাওয়া বাকি।'

ঘুরে জিমের দিকে তাকাল সে, চোখে মিটিমিটি হাসি। 'আবার দেখা হবে, বন্ধু। ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ।'

চুপ করে থাকল জিম। দেখল সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল লালচুলের যুবক। ওদের পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর শিস দিল শর্টি।

'ঝামেলাবাজ লোক দেখলে সাধারণত খুশি হই না আমি,' জিমের দিকে তাকাল সে। 'তবে তোমাকে ঢুকতে দেখে স্বস্তি পেয়েছি সেটা অস্বীকার করব না। তা, কবে থেকে তুমি লুকানো অস্ত্র রাখতে শুরু করলে?'

'আজ থেকে। বস্কেটের বুদ্ধি। ঘটনা যা ঘটল তাতে একথা বলা যাবে না যে স্লিমকে আমি সমান সুযোগ দিইনি।'

'তা বলা যাবে না,' সায় দিল ম্যালোন। 'বীয়ারের গ্লাস গানহ্যান্ডে ধরে ছিলে এমন সময় ড্র করেছে স্লিম। আমিও তৈরি ছিলাম। ওরা ঢোকার পর থেকেই ভয় পাচ্ছিলাম যেকোন সময় গোলাগুলি শুরু হতে পারে। বুঝলাম না আজকে এতো ভদ্র

আচরণ করল কেন। ওদের বেশিরভাগকেই দেখলাম চুপচাপ ড্রিঙ্ক করছে। মাতাল শুধু হয়েছে ওই স্লিম লোকটা।'

'শর্টি, তুমি না বলেছিলে কেলটনের একজন লোকের চুল লাল? এ-ই কি সে?'

'হ্যাঁ। ঝামেলা করল না কেন বুঝলাম না। কেলটনের যেকোন নির্দেশ মানবে লোকটা। ওর আচরণের কারণ আমার মাথায় ঢুকল না।'

'একটাই মাত্র কারণ আছে,' বলল জিম। 'কয়েক মিনিট আগে সুযোগ পেয়েও আমাকে গুলি করেনি ওরা। মনে হচ্ছে কেলটন বলেছে শহরে থাকতে, কিন্তু লড়াই শুরু করার কথা বলেনি।'

'সেক্ষেত্রে ওর মাথায় অন্য কোন ফন্দি আছে,' বলল শর্টি। 'কি হতে পারে সেটা?'

ম্যালোনকে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল জিম। জানাল আগামী কাল দুপুরে পাহাড়ী দস্যুদের নিজেদের এলাকায় ঢুকবে ও।

সঙ্গে যেতে চাইল ম্যালোন, বলল, 'খুশি মনে যাব আমি। ছেলেদের চাঙা করার জন্যে সামান্য ভাল মদও নেব। দোকান করতে করতে ধসে গেছি একেবারে। মাঝে মাঝে তাজা বাতাস দরকার।'

'গোলাগুলি মানুষকে চাঙা করে তোলে,' হাসল শর্টি।

'কিন্তু করছে কি লোকগুলো শহরে ঘুরঘুর করে?' চিন্তিত দেখাল ম্যালোনকে। 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। ভদ্র আচরণ করলে ওদের মতলব বোঝা মুশকিল।'

'সময় আসুক, তখন ওদের নিয়ে চিন্তা করব,' বলল জিম। 'ম্যালোন, শর্টিকে আর বীয়ার দিয়ো না। সেলুনের সব বীয়ার

সেঁটে দিতে পারবে ও। আরেকটা কথা, ওর কোন কথা ভুলেও বিশ্বাস কোরো না, ঠকবে।'

'শোনা কথা আমি মোটেও বিশ্বাস করি না,' বলল ম্যালোন। 'যা দেখি তার অর্ধেক বিশ্বাস করি। এই যেমন পাহাড়ের লোকগুলো ভদ্র আচরণ করছে, কিন্তু আচরণ বদলে যাবে না সেটা আমি বিশ্বাস করি না। কি যে মতলব আঁটছে...'

দরজার দিকে পা বাড়াল জিম, সেলুনমালিকের মতো একই কথা চিন্তা করছে। মাথা থেকে জোর করে চিন্তা দূর করে দিল। হাতে অনেক কাজ বাকি। বিকেলের পরবর্তী সময়টা কাটাল ও শহরের এখানে ওখানে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে। অলস ওর ভাবভঙ্গি, দেখে মনে হলো না কোন তাড়া আছে। ছয়টার সময় সবাইকে জানানো শেষে বস্কেটের দোকানে ফিরল ও।

শহরের অস্বাভাবিক শান্ত পরিবেশটা ওর পছন্দ হচ্ছে না।

পনেরো

সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে শহরের থমথমে ভাবটাও যেন বেড়ে চলেছে। রাস্তাগুলো প্রায় ফাঁকা। ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করতে তাড়াহুড়ো করছে, যেন যেকোন সময় আঘাত হানবে প্রচণ্ড ঝড়।

সময়টা পার করছে জিম বস্কেটের দোকান আর ম্যালোনের সেলুনে। নিস্পৃহ চেহারা, যেন কোন দিকে কোন খেয়াল নেই,

কিন্তু তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে সবাইকে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী পথ ধরে শহরে এসে ঢুকছে দু'একজন অশ্বারোহী, ঘোড়া বেঁধে রেখে ঢুকে যাচ্ছে কোন রেস্টুরেন্ট বা সেলুনে। দোকানগুলোর সামনে বোর্ডওয়াকের ধারে বেঞ্চে এখানে ওখানে বসে আছে কয়েকজন পাহাড়ী লোক। নিচু স্বরে নিজেদের মাঝে কথা বলছে তারা।

পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না জিমের। পাহাড়ীদের প্রত্যেকে সশস্ত্র, গানবেল্ট গুলিতে ভরা। অতিরিক্ত শান্ত আচরণ করছে। আর সেকারণেই সন্দেহ জাগে মনে। এদের মতো লোকদের সভ্য মানুষের মতো আচরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কোন গোপন কারণ না থেকেই পারে না। এখানে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এদের। কিন্তু কি জন্যে? কেলটনের গুটি এরা, কোন একটা চাল গোপন করার জন্যে কেলটন এদের সামনে বাড়িয়ে ধরছে। কিন্তু কি সেই চাল?

নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় আর সুসংহত না হওয়ায় যে করে হোক কেলটনের মতলব জানতে হবে, বুঝতে পারছে জিম। কেলটনের অন্তত বারোটা উপায় আছে ওদের ধ্বংস করে দেয়ার। অথচ ওরা জানে না লোকটা ঠিক কি করবে। করে বসার আগে জানার কোন উপায়ও মাথায় আসছে না। ততোক্ষণে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। টানটান উত্তেজনা তার ছাপ ফেলতে শুরু করেছে জিমের ওপর। ক্লান্ত লাগছে ওর। মাথা কাজ করতে চাইছে না। মনের জোরে নিজেকে শান্ত রাখল জিম।

কি করবে সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারল বেশ রাতে, বস্কেটের দোকানে তখন ও। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছে পাহাড়ী দস্যুর দল। হঠাৎ করে বস্কেটের দিকে ফিরল জিম, অধৈর্য স্বরে বলল, 'আর অপেক্ষা করব না। চলো রওনা হয়ে যাই।'

শান্ত করার চেষ্টা করল বস্কেট। 'কি করবে? কেলটন কি

ভাবছে সেটা আমরা এখনও জানি না।'

'ও কি করে সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করব না। সেটা ঠিক হবে না। আমি আগেই জানতে চাই সে কি করবে।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?'

'কিছু করে বসার আগেই পাহাড়ী শকুনগুলোকে বন্দি করতে হবে। হয়তো ওদের কারও মুখ থেকে বের করা যাবে কেলটনের পরিকল্পনা কি।'

দ্বিধান্বিত চেহারা হলো বস্কেটের। 'কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ নেই।'

'কোন চার্জের দরকারও নেই। লেভি ফক্সকে শাস্তি দেয়ার আইনগত কোন অধিকার আমাদের নেই সেটা কেলটন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। বেশ, এরা কোন একটা মতলব নিয়ে ঘুরঘুর করছে, আমরা যদি আইনত ওদের আটক করতে না পারি তো এমনিই আটক করব। আইন নিয়ে পরে ভাবা যাবে। শুধুমাত্র আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে লোকগুলোকে এখানে পাঠায়নি কেলটন।'

'তাহলে কেন পাঠিয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

'সেটা বুঝতে পারছি না বলেই বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এরা কি করবে তা বলা মুশকিল। হয়তো এখানে অবস্থান নিয়ে আমাদের ঠেকিয়ে রাখাই ওদের কাজ। সেই সময়ে অন্য কোথাও অন্য কিছু পাকিয়ে তুলবে কেলটন।'

'যা ইচ্ছে করে বসবে কেলটন,' সায় না দিয়ে পারল না বস্কেট। 'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'আর সেকারণেই আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই। অপমানিত হয়েছে সে। অবস্থান নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। আহত হয়েছে তার অহমবোধ। অহমবোধ যে পুরুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে একটা

বিপজ্জনক প্রাণী। আমাদের ধ্বংস করে দেয়ার আগেই ওকে ধ্বংস করে দিতে হবে।'

'কিভাবে?'

'যেদিন লেভি ফক্সের বিচার চলছিল সেদিন এই দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েই ওকে আমি বলেছিলাম যদি আমার গরু চুরির সঙ্গে সে জড়িত থেকে থাকে তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে আমি খুঁজে বের করে বদলা নেব। এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমাদের সবার কাছ থেকে গরু চুরি করেছে সে। সে জানে যে আমরা জানি ও একটা চোর। চোর হিসেবে ধরা পড়ার জন্যে আমাকেই দায়ী ভাবে সে। পালাবে না কেলটন। পালানোর লোক নয় সে। ওর মতো লোকের সামনে এখন একটা মাত্র পথই খোলা আছে। নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই যে তার মুখোশ খুলে দিয়েছে তাকে সে ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে।'

'এখন আমাদের কি কর্তব্য?'

'একটা মাত্র কাজই করতে পারি আমরা। আগে আঘাত হানতে পারি। চাল দিতে শুরু করেছে কেলটন। সেজন্যেই পাহাড়ী লোক শহরে এসেছে। এবার আমি আমার চাল দেব। কেলটনের মুখোমুখি হবো আমি।'

'একা তুমি গেলে মরবে!'

'সঙ্গে কিছু লোক নেব। তোমাকে যা বলছিলাম, আমি চাই শহর থেকে লোক সংগ্রহ করে পাহাড়ী দস্যুদের তুমি গ্রেফতার করো। কর্তৃত্ব আছে তোমার। শহর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে তোমাকেই।'

'একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকতে পারবে না কেলটন।'

'ঠিক। ও সম্ভবত চাইছে রেঞ্জ আর শহরে আমাদের লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক। সেক্ষেত্রে যেখানে খুশি আক্রমণ করতে

পারবে সে, আমাদের ঠেকানোর উপায় থাকবে না। শহরেই প্রথমে হামলা করবে বলে আমার বিশ্বাস। সবাইকে সতর্ক করে তৈরি থাকা দরকার তোমার। আমি শর্টিকে খুঁজে নিয়ে কেলটনের ওখানে যাব। দেখি ও কিছু করার আগেই ঠেকানো যায় কিনা।'

শর্টিকে ম্যালোনের সেলুনে পেল জিম, সেলুনমালিকের সঙ্গে ডোমিনো খেলছিল। সংক্ষেপে জানাল জিম কি করতে চায়।

'বেশ,' ওর বক্তব্য শেষে উঠে দাঁড়াল ম্যালোন, অ্যাপ্রন খুলে সেলুনের বাতি নেভাতে শুরু করল।

শর্টি গম্ভীর হয়ে গেছে, বলল, 'পাহাড়টা বিরাট। কেলটনের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার আগে ওর লোকদের মুখ খোলানো দরকার। দেরি করছি কেন আমরা?'

ম্যালোন একটা নতুন ডার্বি হ্যাট মাথায় চাপিয়েছে, তবে ভেস্ট পরেনি, দেখা যাচ্ছে তার বাম বগলের কাছে অস্ত্র ঝুলছে। বারের পেছনে গিয়ে একটা নল কাটা শটগান নিল সে। বারের ড্রয়ার থেকে শটগানের শেল বের করে পকেটে পুরল। আগে কখনও ম্যালোনকে এতো গম্ভীর দেখেনি জিম।

'কয়েকজনকে দেখলাম ডাওডির বারে মদ খাচ্ছে,' বলল শর্টি। 'ওখান থেকে কাজ শুরু করতে পারি আমরা।'

শেষ বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দরজায় তালা মারল ম্যালোন। তিনজন পাশাপাশি এগোল বোর্ডওয়াক ধরে।

হঠাৎ করে শর্টির বাহুতে হাত রেখে জিম থামতে বলল। 'এক মিনিট।'

লিভারি স্টেবল থেকে একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসেছে। ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে সোজা ওদের দিকেই আসছে সে।

'দেখি এর মুখ থেকে কিছু আদায় করা যায় কিনা।' রাস্তায় নামল জিম। ওকে অনুসরণ করল ম্যালোন আর শর্টি। অস্ত্র বের

করে ফেলেছে শর্টি। শটগান কাঁধে তুলে তাক করে রেখেছে ম্যালোন।

ওদের দেখতে পেয়ে ঘোড়া থামাল অশ্বারোহী। বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি!'

এক পা বেড়ে লোকটার হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে নিল শর্টি। মৃদু মৃদু হাসছে। বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম মেক্সিকোয় অনেক মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, রেড। এতোক্ষণ দেরি করা তোমার উচিত হয়নি। নামো।'

পিছলে ঘোড়া থেকে নামল লালচুলো যুবক, মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল। শর্টি লুকোনো অস্ত্রের খোঁজে ওকে সার্চ করছে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে। 'কি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'আমার পকেটে তোমাদের হারানো গরু খুঁজছ?'

'স্টেবলের পেছনে এসো,' কড়া গলায় বলল জিম। 'কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, নইলে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

'ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও নাকি!' পা বাড়াল লালচুলো। 'আমি কিন্তু তোমাদের কোন গরু চুরি করিনি। তাছাড়া ভাবছিলাম শর্টির উপদেশ মেনে চলে যাব।'

'ওসব জানতে চাই না,' বলল জিম। 'কথা আছে তোমার সঙ্গে। এসো।'

'কিন্তু আমি চলে যাচ্ছিলাম এই এলাকা থেকে।'

'একটু পরে,' বলল শর্টি। 'কেলটনের ওখানে সতর্ক করে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলে তুমি। সেকারণেই আমিও তোমাকে সাবধান করেছি। কথাটা শোনা উচিত ছিল তোমার।'

শ্রাগ করল লালচুলো। 'বড় বেশি দেরি করে ফেলেছি, না? তো গুলি যদি করতেই হয় তাহলে এখানে করছ না কেন?'

'এগোও!' নির্দেশ দিল জিম। লোকটার কলার চেপে ধরার ইচ্ছে দমন করতে হলো ওকে। 'ঘোরো। বার্নের পেছনে।'

লিভারি বার্নের পেছনের আঁধারে গিয়ে হাতের পিস্তলটা শর্টির কাছে দিল জিম। 'এর ওপর তাক করে রাখো। আমি এর মুখ খোলানোর ব্যবস্থা করছি।'

'একটা কথা বলি শোনো,' শান্ত শোনাল লালচুলোর গলা। 'কি জানতে চাও সেটা আমাকে না বলেই মুখ খোলাতে চেষ্টা করবে ভাবছ তোমরা। তোমাদের আমি ভয় পাই না। আমাকে গুলি করে মেরে ফেললেও ভয় পাব না। কিন্তু কি জানতে চাও সেটা বললে আমি হয়তো এমনিতেই মুখ খুলব।'

'খুলতে হবে,' হাত মুঠো পাকাল জিম। 'কেলটন তোমাদের শহরে পাঠিয়েছে। কিছু একটা করার মতলব আছে তোমাদের। হয় সেটা আমাদের জানতে হবে, নয়তো সবকয়টাকে মেরে ফেলতে হবে। তোমরা কেলটনের কাছে পৌঁছুনোর একটা বাধা। কোন বাধা আমরা মানব না। দরকার হলে তার সামনে যতোজনই আসুক তাদের লাশ মাড়িয়ে যাব। এবার তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, নয়তো তোমাকে খুন করেই কাজ শুরু করব আমি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রেড, তারপর বলল, 'একথা ঠিক যে কেলটন আমাকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেলটনের কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি, বিশ্বাস করো আর না করো।'

'তাই?' টিটকারির সুরে বলল জিম। 'তুমি জেনে গেছ যে সে একটা চোর?'

'ওসব আগেও জানতাম। যেটা জানতাম না সেটা হচ্ছে লোকটা একটা আস্ত উন্মাদ। জানার পর চাকরি ছেড়ে দিলাম। বেশ ক্ষতি পোহাতে হয়েছে।'

'বলে যাও।'

'শহরে আমাদের পাঠানো হয়েছিল নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে। সে যখন নির্দেশটা দিল তখন আমি প্রতিবাদ করেছি। তর্কাতর্কি হয়েছে আমাদের। শহরের বাইরে অন্ধকারে ছিলাম তখন। চাকরি করব না শুনেই অস্ত্র বের করল সে। আমিও বের করলাম। দেরি করে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখি ঝোপের মধ্যে পড়ে আছি। মাথাটা মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে ব্যথায়। কেলটনের দলের লোকরা ততোক্ষণে ওখান থেকে চলে গেছে। কেলটন বোধহয় ভেবেছে আমাকে খুন করে ফেলেছে।

'অবাক লাগল। পিস্তলে আমার হাত চালু। তাছাড়া ওর গানহ্যান্ড আমি নজরে রেখেছিলাম। আমি যখন ড্র করি তখনও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ায়নি সে, অথচ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে! এখন বুঝছি যতোটা চালু মনে করতাম আমার হাত ততোটা চালু না।'

'সে যাই হোক, জ্ঞান ফেরার পর হাতড়ে দেখলাম কি কি আছে আর কি কি নেই। চিরকালই আমি ভবঘুরে, উত্তেজনার পাগল। লড়াইয়ে আমি অংশ নিয়েছি, দুয়েকটা গরুর বাচ্চাকে যে এতিম করিনি তাও নয়, তাছাড়া সুন্দরী মেয়ে উৎসাহী হলে সুযোগ নিতে দেরি করিনি। র‍্যাঞ্চে জন্ম আমার। যুদ্ধের সময় আমাদের র‍্যাঞ্চ পুড়িয়ে দিয়েছিল কনফেডারেটরা। আমার বাবা-মা পুড়ে মারা যায় সেকারণেই কেলটন যখন পোড়ামাটি নীতির নির্দেশ দিল ভেতরে ভেতরে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করলাম। কেলটন বলল মাঝরাতে শহরে আগুন দেয়া হবে। একটা বাড়িও যাতে না দাঁড়িয়ে থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রেয়ারিতেও একই নির্দেশ কার্যকর। প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চ হাউস পুড়িয়ে দেয়া হবে। লোকে যখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকবে সেই সুযোগে হামলা

করবে কেলটনের লোকরা, যাকে পাবে শেষ করে দেবে। আমার ধারণা লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। সেজন্যেই কিছুটা সুস্থ হবার পর চৌবাচ্চা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ঘোড়াটাকে ধরে রওনা হয়ে গিয়েছি। যতো দ্রুত সম্ভব এই এলাকা ছাড়তে চাই।' জিমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আমি আমার কাহিনী বললাম। এরপর তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পারো।'

'তাহলে কেলটন তোমাকে গুলি করে মৃত মনে করে ফেলে গেছে?'

'হ্যাঁ। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।'

'তাহলে তোমার ক্ষতটা কোথায়?'

'আছে, বন্ধু, আছে। আমার অর্ধেক মাথা লোকটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ঘুরে দাঁড়াও।' একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালল জিম।

লালচুলো ঘুরে দাঁড়ানোর পর তার মাথা থেকে হ্যাট খুলে চুলের ভেতর আঙুল চালাল জিম। কেঁপে উঠল লোকটা। জিমের হাতে আঠাল রক্ত লাগল।

'অনেক দিন ধরে রেডকে চিনি আমি,' বলল শর্টি। 'সত্যি কথাই বলেছে ও। মিথ্যে বলে শুধু সুন্দরী মেয়েদের কাছে। ওকে বিশ্বাস করা যায়

'কতোটা চেনো?' জিজ্ঞেস করল জিম। 'যতোটা চেনো তাতে কি ওকে ছেড়ে দেয়া যায়?'

'যায়। যদি ও কথা দেয় চলে যাবে, তাহলে। আর ও যদি মিথ্যে বলে তাহলে আমিই প্রথমে গুলি করে মারব ওকে।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলল জিম। 'রওনা হতে হবে আমাদের।' তাকাল যুবকের দিকে। 'তুমি বললে কেলটনের

দলে আর নেই। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?'

'যেভাবে বললে তাতে আমি রাজি,' জানাল দানব। 'যদি-জোর করতে বা বাধ্য করতে চেষ্টা করতে তাহলে এখানে আমাকে মেরে রেখে যেতে হতো তোমাকে।'

'আমাদের সঙ্গে এলে আশা করব বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারবে। ওই এলাকা সম্বন্ধে কি জানো সেটা জানালে অনেক উপকার হয়।'

'আগে কখনও কোন লড়াইয়ের মাঝে পক্ষ ত্যাগ করিনি। কিন্তু কেলটন আমাকে গুলি করেছে। একটা গুলি শুধু পাওনা আছে তার আমার কাছে। চলো, পথ দেখাব আমি।'

'তুমি কি বলো, ম্যালোন?'

এতোক্ষণ চুপ করে শুনছিল সেলুনকীপার, এবার মুখ খুলল সে। 'আমি মনের কথা মেনে চলি। বিশ্বাস করেছি আমি রেডকে। একটা কথাই শুধু বলব, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে শর্টির মতো আমিও ওকে গুলি করে মারব।'

'ঠিক আছে,' বলল জিম। 'কেলটন কি করবে সে ব্যাপারে কোন ধারণা আছে, রেড?'

'আজকে রবিবার। পাইনটপে জড়ো হবে কেলটনের লোকরা। প্রচুর মদ খাবে ওরা, মাতাল হয়ে ঝগড়ার সুযোগ খুঁজবে। মাঝরাতে তাদের নিয়ে রওনা হবে কেলটন। প্রথমে শহরে আগুন লাগানো হবে, যাতে আগুন নেভাতে ব্যস্ত লোকজন কেলটনের মূল দলের পেছনে লাগতে না পারে। ব্যাঙ্ক আর স্টোর ডাকাতি করা হবে, তারপর আগুনে পুড়িয়ে দেবে। শহরটা ধ্বংস করার পর রেঞ্জে যাবে ওরা, একটা একটা করে র‍্যাঞ্চ হাউসে আগুন দেবে।'

'তাহলে জ্যাকের দোকানে ওর মুখোমুখি হতে পারি আমরা,' বলল জিম।

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল রেড। 'বিশেষ কোন মতলব আছে কেলটনের। মাত্র অর্ধেক লোক সে আগুন লাগানোর জন্যে বেছে নিয়েছে। বাকিদের অন্য কাজ দেয়া হবে। সেটা কি তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয় কেলটন সরে পড়ার পথও খোলা রাখছে। উদ্দেশ্য পূরণ না হলে হয়তো গরু ড্রাইভ করে চলে যেতে চাইবে।'

শিস বাজাল শর্টি। 'আমারও ধারণা কেলটন সরে পড়বে। পরিস্থিতি অনেক বেশি গরম হয়ে গেছে, এখানে আর টিকতে পারবে না সে। সেজন্যেই ঠিক করেছে যারা তার এই পরিণতি করেছে তাদের শেষ করে দিয়ে লুটের মাল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।'

'চলো তাহলে রওনা হই,' পা বাড়াল জিম।

রাস্তায় বস্কেটের সঙ্গে দেখা হলো ওদের শহরের চোদ্দজন সশস্ত্র লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। রেডের কাছ থেকে কি জেনেছে তা সংক্ষেপে শেরিফকে বলল জিম। শর্টি আর ও যে রেডকে বিশ্বাস করছে সেটাও জানাল।

শেষে বলল, 'আমাদের সবাইকে ডেপুটি করে নাও, বস্কেট। ছয়-সাতজনকে আমাদের সঙ্গে দাও, পাইনটপে হামলা করব আমরা। বাকিদের নিয়ে তুমিও তৈরি থাকো, যাতে কেলটনকে ঠেকানো যায়। খবরটা শহরে ছড়িয়ে দাও যে রাতে হামলা হবে। আমরা যদি পাইনটপে কেলটনকে ঠেকাতে ব্যর্থ হই তাহলে যা করার তোমাদেরই করতে হবে।'

বস্কেট কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখল। তার সঙ্গের লোকজন নিচু গলায় আলাপ করছে। একটু পরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। সবাই জিমের প্রস্তাবে রাজি।

'ঠিক আছে,' বলল বস্কেট, 'সবার কাছে যথেষ্ট গুলি আছে

তো?'

বস্কেটের দোকান থেকে গুলি কিনল কয়েকজন। একটু পরই শহরের আটজন লোক ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল জিমের সঙ্গে। প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর। জানে, যে কাজে যাচ্ছে সে কাজ সেরে জীবিত নাও ফিরতে পারে সে।

ষোলো

মাঝরাত। পাইনটপে তুমুল হৈ-হল্লা চলছে। দূর থেকে সে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সিকি মাইল দূরে ঘোড়া থামাল জিমের দল। রাস্তার ধারে ঝোপের ভেতর ঘোড়া বেঁধে এগোল ওরা।

সেদিন স্টিচকে পেটানোর আগে বনের ভেতর যেখানে দাঁড়িয়েছিল জিম, সেখানে থামল ওরা। জ্যাকের দোকানটা রাস্তার ঠিক উল্টোপাশে। আলো বেরিয়ে আসছে একতলার জানালা দিয়ে। দোতলাতেও কয়েকটা জানালায় আলো দেখা গেল।

জ্যাকের দোকানের দু'ধারে কয়েকটা কেবিনের ফাঁকফোকড় দিয়েও হলদে আলো বের হচ্ছে। ওখানে আস্তানা গেড়েছে কেলটনের লোকরা।

জ্যাকের দোকানে কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে। সঙ্গত করছে একটা গিটার। পাহাড় থেকে মেয়েরা এসেছে। তাদের সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে নাচছে লোকজন। চেঁচাচ্ছে মাতাল গলায়। জমে উঠেছে আসর।

ড্রেক আর স্যাডল প্রস্তুতকারক দু'পাশ দেখতে গিয়েছিল, ফিরে এলো তারা।

'প্রায় তিরিশটা ঘোড়া ছিল,' বলল ড্রেক। 'দড়ি খুলে ভাগিয়ে দিয়েছি আমরা। অনেক বেশি লোক। আমরা সামলাতে পারব না। কি করবে ভাবছ, জিম?'

'লড়াই করব। আউট-ল দল চিরতরে শেষ করে দিতে হবে। তার আগে একটা কাজ করতে হবে। মন দিয়ে শোনো তোমরা, প্রথমে শেষ কেবিনটায় আগুন দেবে। কেবিনে যদি মেয়েমানুষ থাকে তাহলে বের হতে দেবে। নিজের জিনিস নিয়ে সরে পড়তে দেবে। সঙ্গে যদি কেলটনের লোক থাকে তাহলে পরিস্থিতি বুঝে যা ব্যবস্থা নেবার নেবে। নিজের নিরাপত্তা দেখবে আগে। পাহাড়ের সবকয়টা বদমাশের মৃত্যুর বিনিময়েও তোমাদের কারও এক ফোঁটা রক্ত ঝরুক তা আমি চাই না।'

'আর তুমি কি করবে?'

'কেলটন হয়তো জ্যাকের ওখানে আছে, আবার না-ও থাকতে পারে। লোকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজে সে দূরে সরে থাকতে পারে। সে কোথায় সেটা আমাদের জানতে হবে। কেবিনগুলোতে আগুন দাও, দেখো ভেতরের লোকগুলোকে বের করে গ্রেফতার করতে পারো কিনা। জ্যাকের দোকান থেকেও ওদের বের করতে হবে। শর্টিকে নিয়ে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাব আমি, ঘরগুলো তল্লাশী করে দেখব। কেলটন আছে কি নেই সেটা নিশ্চিত হবার পর জ্যাকের ব্যবস্থা করা যাবে। এখানে শয়তানগুলোকে সে-ই আশ্রয় দেয়।'

'আর আমি কি করব?' জিজ্ঞেস করল রেড।

একটু চিন্তা করল জিম, তারপর বলল, 'যাদের সঙ্গে কাজ করেছ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে আমি তোমাকে বলতে

পারি না। অপেক্ষা করো তুমি। এখানে যদি কেলটনকে না পাই তাহলে ওর র‍্যাঞ্চে তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রেড। 'তবে বসে থাকব না আমি। কোন কাজে লাগি কিনা সে চেষ্টা করে দেখব। কেলটন আমার কাছে একটা বুলেট পায়।'

রাস্তা পেরিয়ে জ্যাকের বাড়ির পেছনে চলে এলো জিম আর শর্টি। পেছনের দরজা দিয়ে আলো আসছে। অন্ধকারে থমকে দাঁড়াল ওরা।

একটু পরেই লক্ষ করল শ'খানেক গজ দূরে লাল একটা আভা দেখা যাচ্ছে। একটা কেবিনে আগুন দেয়া হয়েছে। রাতের নিরবতা চিরে দিল এক মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকার। দু'তিনটা গুলি ফুটল।

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে জ্যাকের দোকানের সামনের দিকের একটা দরজা খুলে গেল। ভারী একটা স্বর ঘোষণা করল, 'নিচের দিকে আগুন লেগেছে।''

বেহালা আর গিটার থেমে গেল। পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকজন তাড়াহুড়ো করে দোকান থেকে বের হচ্ছে।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিম বলল, 'এবার এসো আমার সঙ্গে।'

একসঙ্গে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো ওরা, হাতে উদ্যত অস্ত্র। করিডরে লোকজনের আওয়াজ হচ্ছে, ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসবে যেকোন সময়। যাতে সহজে ওদের দেখা না যায় সেজন্যে লণ্ঠন নিভিয়ে দিল শর্টি।

'তুমি ডানদিক কাভার করো,' বলল জিম, বামদিকের প্রথম দরজাটা খুলল ও। পাহাড় থেকে আনা একটা মেয়ে মোটা এক লোকের কোলে বসে ছিল। দরজা খুলে যেতে বোকা বোকা

চেহারায় তাকাল মোটকু। 'বেরোও!' খেঁকিয়ে উঠল জিম। মোটা লোকটার ওপর অস্ত্র তাক করে বলল, 'সোজা নিজের বাসায় ফিরে যাও। নাকি গুলি খাওয়ার শখ আছে?'

চেয়ারের পিঠে ঝুলন্ত মোটকুর গানবেল্ট হাতে তুলে নিল জিম, জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অবাক চোখে জিমের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল মোটকু। বলল, 'যাচ্ছি আমি। তবে পরেরবার ঘরে ঢোকার আগে নক কোরো।'

পরের দুটো ঘর খালি। চতুর্থ ঘর থেকে আরও একজনকে বের করল জিম। শেষ ঘরটাও খালি। শর্টির কপালও খোলেনি। একই সঙ্গে দু'পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। শ্রাগ করল শর্টি।

'কেলটন এখানে নেই।'

'হ্যাঁ, নেই। ঝামেলা বাড়ল।'

হঠাৎ রাস্তায় তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। পায়ের আওয়াজে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে দৌড়ে জ্যাকের দোকানে এসে ঢুকছে কেলটনের স্যাঙাতরা।

'আমাদের লোকদের মুখোমুখি হয়েছে ওরা,' বলল শর্টি। 'নিচের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল জিম, তারপর বলল, 'কয়েকটা লণ্ঠন ধরিয়ে ফেলো। ওপরের ঘরগুলোতে আগুন দিয়ে যাই। ধোঁয়ার ঠেলায় বাইরে বের হতে হবে ওদের।'

নিজেও জিম লণ্ঠন কাত করে মেঝেতে তেল ঢালল। ম্যাচের কাঠির আগুন দ্রুত ছড়াতে শুরু করল তেলের পথ ধরে। শুকনো কাঠে আগুন ধরতে বেশি সময় লাগছে না। কয়েকটা ঘরে আগুন দেয়ার পর শর্টির সঙ্গে করিডরে বেরিয়ে এলো ও। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। নিচতলায় ধরতে

বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'সাবধান!' বলেই গুলি করল শর্টি। দু'জন লোক পেছনের দরজা দিয়ে বের হচ্ছিল, শেষেরজন মাথায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। শর্টি আবার গুলি করার আগেই পেছনে দরজা বন্ধ করে সরে পড়ল অন্য লোকটা। দরজায় ঠেলা দিয়ে জিম দেখল বাইরে থেকে আড়া দিয়ে দরজা বন্ধ করে গেছে লোকটা।

কিচেন হয়ে বাড়ির সামনে চলে এলো ওরা। রাস্তায় কোন লোক চোখে পড়ল না। একটা জানালার পাশে দাঁড়াল জিম। জানালাগুলো লক্ষ্য করে গুলি করছে ওর লোকরা। হাত বের করে তাদের থামতে ইশারা করল ও। গুলি থামার পর জানালা টপকে রাস্তায় নামল জিম আর শর্টি। জিম চেঁচাল বাড়ির ভেতরের লোকগুলোর উদ্দেশে।

'পুড়ে মরতে না চাইলে অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো তোমরা। কারও হাতে অস্ত্র দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে। মেয়েদের আগে পাঠাও।'

বাড়ির ভেতরে কে যেন হেসে উঠল। পরক্ষণেই জানালাগুলো দিয়ে গুলি ছুটে আসতে শুরু করল। দোকানের ভেতরটা ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে।

রাস্তা পার হলো জিম আর শর্টি। সঙ্গীদের কাছে চলে আসার পর জিম বলল, 'গুলি করা লাগবে না। বাড়িতে আমরা আগুন দিয়েছি, বের হতে হবে ওদের।'

পুরো বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। বাইরে থেকে আগুনের ফুলকি দেখতে পেল ওরা। বাড়ির ভেতরে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাচ্ছে আটকে পড়া মেয়েরা।

আবার সাবধান করল জিম, 'মেয়েদের বাইরে পাঠাও! বেরিয়ে এসো মাথার ওপর হাত তুলে। ঘিরে ফেলা হয়েছে তোমাদের।'

প্রত্যেকটা কেবিন আর আউটবিল্ডিং জ্বলছে। রাতের আকাশে এখন লালের ছোপ। বাতাসের কারণে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। দূরের কালো পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে সে আলোয়।

কড়কড় মড়মড় নানা আওয়াজ করে পুড়ছে শুকনো কাঠ। ক্রমেই রাতের আঁধারকে হারিয়ে দিচ্ছে হলদে-লাল আগুন।

'ঠিক আছে,' দোকানের ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'মেয়েদের পাঠাচ্ছি আমরা। গুলি কোরো না।'

ড্রেককে সামনে পেয়ে জিম বলল, 'কেলটন পাহাড়ের যেখানেই থাকুক এই আগুন দেখতে পাবে। দায়িত্ব নাও। মেয়েরা বের হবার পর বোলো ইচ্ছে করলে তারা শহরে যেতে পারে। পরের স্টেজে যেখানে খুশি যেতে বাধা দেয়া হবে না তাদের। প্রত্যেকটা লোককে সার্চ করতে হবে। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে ক্ষতি নেই। সবার চেহারা মনে গেঁথে নিয়ে জানিয়ে দিয়ো পরেরবার তাকে দেখা গেলে কোন কথা বলার আগে গুলি করা হবে। কেউ ঝামেলা করতে চাইলে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে।'

'আর তুমি কি করবে?'

'কেলটনকে এখনও পাইনি। তবে পাব। একটা জায়গাতেই থাকতে পারে সে। সেখানেই যাব। রেড আর শর্টিকে নিচ্ছি আমি।'

রেডকে ডাকল ও। রেড ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা তিনজন। ড্রেক আর অন্যান্যরা ব্যস্ত হয়ে পাহাড়ী দস্যুদের বন্দি করছে। লোকগুলোর ভাব দেখে মনে হলো না লড়াইয়ের কোন ইচ্ছে আছে।

'একটা ঝামেলা মিটল,' কিছুদূর যাওয়ার পর বলল শর্টি। 'এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে পাহাড় সাফ করে ফেলতে দেরি হবে না।'

'তুমি কি করছিলে, রেড?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এক পরিচিত লোককে দেখলাম এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটাও পরিচিত। চমৎকার নরম একটা বিছানা আছে ওর। সে যাই হোক, লোকটা খুব খারাপ মানুষ নয়। ওর সঙ্গে একটা চুক্তিতে এসেছি। মেয়েটাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাইছিল, রাজি হয়ে গেলাম। তথ্যের বিনিময়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছি। ওর মুখেই শুনলাম মাত্র এক ঘণ্টা আগেও কেলটন এখানে ছিল। এক লোকের ওপর শহর আক্রমণের দায়িত্ব দিয়ে চলে গেছে। বাজি ধরে বলতে পারি টাকা-পয়সা জড়ো করে পালাবে সে। বিপদ দেখলে ওর মতো লোকরা এভাবেই সরে পড়ে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তো পথ দেখাও। ওর বাড়িতে যাচ্ছি আমরা। কতো দূর?'

'খুব বেশি দূর নয়। চলো পথে যেতে যেতে তোমাকে ওর বুদ্ধির কিছু জিনিস দেখাব।'

রেডই আগে আগে চলেছে। ক্রমেই ওপর দিকে উঠছে রাস্তাটা। এক পাশে খাড়া পাহাড়, অন্য পাশে গভীর জঙ্গল।

'চোরাই গরু খুঁজতে অনেক বেশি দূরে যেতে হয়েছিল তোমাকে,' বলল রেড। 'দেখো এবার।'

রাস্তার ধারে একটা বার্নের সামনে থামল সে। বার্নের দরজার সামনে গভীর একটা নালা আছে। সেটার ওপর কাঠ পেতে ঢোকার রাস্তা করা হয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল রেড।

'একটা কাঠি জ্বালো।'

বার্নের পেছনে চলে এসেছে ওরা আরও একটা দরজা খুলল রেড।

'এটা কেলটনের এক নম্বর পথ। একটা ড্র আছে দরজার পর। বেশিরভাগ সময়েই ওটা শুকনো থাকে। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের পানি নামে ওপথে। কিন্তু যখন শুকনো থাকে তখন ড্রটাকে কেলটনের র‍্যাঞ্চে যাবার শর্টকাট পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিত্যক্ত এই বার্নের পেছনের দরজা না খুললে একশো বছরেও কেউ পথটা খুঁজে পাবে না। প্রচুর গরু এপথে নেয়া হয়েছে।'

'চলো বার্নে আগুন দিয়ে রওনা হয়ে যাই,' বলল গম্ভীর জিম। 'হাতে আমাদের বেশি সময় নেই।'

সামান্য খড় আর ম্যাচের একটা কাঠিই যথেষ্ট হলো। গনগনে আগুন পেছনে ফেলে ড্র'এর ভেতর দিয়ে কেলটনের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল ওরা। একবার পেছনে তাকাল চিন্তিত জিম। বার্নের আগুন আকাশ চাটছে।

'জলদি চলো,' তাগাদা দিল ও। 'আগুনটা কেলটন দেখতে পাবে। বুঝে ফেলবে এর মানে কি। হয়তো আমরা পৌঁছুবার আগেই পালিয়ে যাবে সে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল রেড। 'লোকটা তোমাকে ঘৃণা করে, নিজের সর্বনাশের জন্যে তোমাকেই দায়ী ভাবে। তোমার মুখোমুখি না হয়ে কোথাও যাবে না সে।'

পরবর্তী আধঘণ্টা অন্ধকার ড্র ধরে ওপরের দিকে এগোল ওরা। ড্র শেষ হওয়ার পর পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে চলল রেড। পার হলো আরও এক ঘণ্টা। জিমের মনে হলো কোনদিনও এই পথ ফুরাবে না।

পুব আকাশে ধূসরের ছোঁয়া লেগেছে এমন সময় জিমের পাশে ঘোড়া নিয়ে এলো রেড 'একশো গজ দূরের বাঁকটা দেখতে পাচ্ছ? ওখান থেকে ফাঁকা জমির শুরু। একটা বার্নের পেছনে হাজির হবো আমরা, বাড়ি থেকে কেউ দেখতে পাবে না।'

'ভাল। কেলটনকে বেরিয়ে আসতে বলব আমি,' জানাল জিম। 'আস্ত আর্মি নিয়ে বসে থাকলেও তোয়াক্কা করি না। কেলটনের শেষ না দেখে শান্তি নেই আমার।'

লোকজন নেই বলে মনে হলো কেলটনের র‍্যাঞ্চে। বার্ন ঘুরে বাড়িটার দিকে এগোল ওরা। কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ির তৈরি বাড়ি, অত্যন্ত মজবুত। নিচু এবং লম্বাটে। বসে আছে একটা গামলা আকৃতির ঘাসজমির মাঝখানে। এখানে ওখানে তৃপ্ত মুখে চরছে গরুর দল। বাড়ির সামনের হিচরেইলে মাত্র দুটো ঘোড়া দেখা গেল। করাল বা বার্নে কোন জন্তু নেই।

বাড়িটার পেছনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল জিম, দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। ওকে অনুসরণ করছে রেড আর শর্টি। নিঃশব্দে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচেনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জিম। কিচেনের পরই বিরাট একটা লিভিং রুম।

এক কোনায় টেবিলে বসে আছে বার্ড কেলটন, ব্যস্ত হাতে কি যেন ভরছে একটা ব্যাগে। জিমের ঢোকার শব্দ পায়নি সে। চুপ করে লোকটাকে কিছুক্ষণ দেখল জিম। গভীর মনোযোগে ব্যাঙ্ক নোট আর কয়েন ভরছে লোকটা ব্যাগে।

'তাহলে দেখা হলো, কেলটন,' মৃদু স্বরে বলল জিম।

ঘুরে তাকাল কেলটন, জিমকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল। চেহারায় নানা অনুভূতির ছাপ পড়ল। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। চোখ সরু করে চেয়ে আছে। এখন লোকটার সুদর্শন চেহারায় স্পষ্ট বিদ্বেষ। অনেকক্ষণ লাগল তার নিজেকে সামলাতে। সাদা হয়ে গিয়েছিল চেহারা, লাল হলো, তারপর আবার ফ্যাকাসে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'কি চাও, জিম কার্সন?' ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'বলেছিলাম তোমাকে খুঁজে বের করব। তোমাকে শহরে নিয়ে

যেতে এসেছি।'

জিমের কাঁধের ওপর দিয়ে রেডের দিকে তাকাল কেলটন। 'আচ্ছা,' তিক্ত শোনাল কণ্ঠস্বর। 'তাহলে আমার লালচুলো বন্ধু পথ দেখিয়ে এনেছে!'

'না আনলে নিরাপদ্রে কেটে পড়তে, তাই না, কেলটন?'

'তোমার কাছ থেকে পালানোর কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। জানি একটু আগে আমার লোকরা আত্মসমর্পণ করেছে। ঠিকই ধরেছিলে তুমি, ওরা তোমাদের গরু চুরি করছিল কিন্তু সেটা আমি জানতাম না। তৈরি হচ্ছিলাম নিজের লোকদের ভুল স্বীকার করে তোমাদের সঙ্গে মিটমাট করার জন্যে। সেজন্যেই টাকা বের করেছি। শহরে গিয়ে ক্ষতিপূরণ করব।'

'আমার ধারণা তুমি একটা জঘন্য মিথ্যেবাদী, কেলটন। জুরিদের সামনে বোলো এসব কথা। আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি।'

'তা হবে না। কোন সুযোগই পাব না আমি। সবাইকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছ তুমি। ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

'উঠে দাঁড়াও, কেলটন। মনস্থির করার জন্যে তিরিশ সেকেন্ড সময় দিলাম। হয় তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নয়তো জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলটন। 'বুঝতে পারছি নিরস্ত্র লোককে গুলি করতেও বাধবে না তোমার। ঠিক আছে, তুমিই জিতলে। তোমার সঙ্গে যাব আমি।'

উঠে দাঁড়াল কেলটন, ঘুরে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিল। 'আমি কি করতাম এটা তার প্রমাণ। একটা লিস্ট। যেসব র‍্যাঞ্চারের গরু আমি পাহাড়ের লোকদের কাছ থেকে না জেনে কিনেছি সেসব র‍্যাঞ্চারদের সবার নাম আছে এখানে,

কতো টাকা করে পাবে সেটাও লেখা আছে। বিশ্বাস না হলে একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পারো। তোমার নামও আছে।'

কাগজটা ডানহাতে ধরে এগিয়ে এলো কেলটন, তার বামহাত প্যান্টের পকেটে।

কেলটনের চোখ জিমের মুখে। জিম দেখছে কাগজটা।

ঝট করে বামহাত বের করল কেলটন। পরক্ষণেই একসঙ্গে গর্জন ছাড়ল দুটো অস্ত্র। বদ্ধ ঘরের ভেতর বিকট আওয়াজ হলো।

লুকানো একটা ছোট পিস্তল বের করেছে কেলটন। জিম দেখে ফেলেছে। সর্বক্ষণ চোখের কোনায় কেলটনের বামহাতটার দিকে নজর ছিল ওর। লোকটাকে ড্র করতে দেখেই নিজের অস্ত্র বের করে কোমরের কাছ থেকে গুলি করেছে ও। কেলটনের গুলি জিমের বাহুর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বুক চেপে ধরে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কেলটন। উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে। 'তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করেছ,' শুধু এটুকু বলতে পারল, তারপর কাত হয়ে আবার পড়ে গেল মেঝেতে। কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'জানোয়ার কমল একটা,' বলে এগিয়ে এলো শর্টি।

টেবিলের কাছে গিয়ে ব্যাগটা খুলে ভেতরে হাত ভরল জিম। টাকা বের করে বলল, 'বহু লোকের কষ্টের ফসল আছে এখানে। এতো টাকা আছে যে ইচ্ছে করলে এখান থেকে চলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত লোকটা।' ব্যাগটা বন্ধ করল ও। 'টাকাগুলোতে রক্ত লেগে আছে। ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। এটাকায় অনেক গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো যাবে।'

শর্টির চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। বলল, 'অবাক ব্যাপার, তাই না! নিজেকে আমার কেন যেন বঞ্চিত মনে হচ্ছে।'

'কেন?'

'হয়তো হঠাৎ করে সব থেমে যাওয়ায়। করার কিছু নেই বলে। ভবিষ্যতে কি করব কে জানে!'

'এদিকের দায়িত্বে থাকো আপাতত,' বলল জিম। 'আমাকে শহরে ফিরতে হবে।'

হাসল শর্টি। 'একটা মিষ্টি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্যে যাচ্ছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

রেডের দিকে ফিরল শর্টি। 'রেড, সনোরায় মেয়েগুলোর কথা ভুলে যেয়ো না। আমিও যাব ভাবছি। তোমার আমার মতো সুদর্শন লোকদের জন্যে ওরা পাগল। চলো যতো তাড়াতাড়ি পারি রওনা হয়ে যাই এই এলাকা অসহ্য রকমের সভ্য হয়ে যাচ্ছে।'

বেরিয়ে এলো জিম কেলটনের র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে, ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখে আগামী দিনের রঙিন স্বপ্ন। লিন্ডা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

আসমান,

ফুটকইল, সাপাহার, নওগাঁ।

ওয়েস্টার্ন *বাথান, প্রবঞ্চক, জেলঘুঘু, অ্যারিজোনায় এরফান;* অনুবাদ *মবি ডিক, আততায়ী, গডফাদার, সাঙ্গ অ্যান্ড লাভার্স, টম জোন্স, স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা, দ্য রোড ব্যাক; ক্লাসিক দ্য ব্ল্যাক সোয়ান, লাভ অ্যাট আর্মস, আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স, সিরগা, হাকলবেরি ফিন, দ্য অ্যামফিবিয়ান ম্যান, কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো, ট্রেজার আইল্যান্ড, রবিনসন ক্রুসো, লা মিজারেবল;* তিন গোয়েন্দা *মহাকাশে কিশোর, স্পাইডারম্যান* রানা *মুক্তবিহঙ্গ, সেই উ-সেন* এসব অপূর্ব বই উপহার দেয়ার জন্য সেবাকে অগণিত ধন্যবাদ।

আপনাকেও চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

জাহিদ হাসান,

দড়াটানা রোড, যশোর।

কাজি মাহবুব ও কাজী মায়মুর হোসেনের ওয়েস্টার্ন আমার খুবই ভাল লাগে। সেবার প্রায় সব ওয়েস্টার্ন ও অনুবাদ আমার কাছে আছে। নতুন গোলাম মাওলা নঈম ও আবু মাহ্‌দির লেখা ভাল।

আচ্ছা, বেননকে একজন মনের মানুষ জোগাড় করে দেয়া যায় না? আপনার ও রকিবদার অনুবাদ আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। আপনার অনূদিত 'দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন' ও রকিবদার 'তিমির প্রেম' ও 'নিশিকন্যা' আমার খুবই ভাল লেগেছে। গতকাল গোলাম মাওলা নঈমের 'ত্রাস' পড়লাম–খুব ভাল লেগেছে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ। আমাদের বই আপনাকে আনন্দ দিতে পারছে, এটাই আমাদের সার্থকতা।

রাইয়ান মাহমুদ মুন,

মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কাজী মায়মুর হোসেনের লেখা 'সমন' ১ ও ২ চমৎকার লাগল। সাসপেন্সে বই দুটি সমসাময়িক অন্যান্য ওয়েস্টার্ন বইগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। ধন্যবাদ লেখককে। তবে প্রচ্ছদ ভাল লাগেনি। তাছাড়া দুটি বইয়ে একই প্রচ্ছদ কেন?

সমন-২ বইয়ের আলোচনা বিভাগে একজন মার্শাল ও শেরিফের পার্থক্য জানতে চেয়েছিলেন। আমি যতদূর জানি, শেরিফ একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার আইনরক্ষক, আর মার্শালের দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে শুধু টাউনটুকুর আইন রক্ষা করা। ঠিক বললাম না ভুল?

ঠিকই আছে, তবে আরও একটু ভেঙে বলা দরকার ছিল। আসলে কোন কাউন্টির প্রধান আইনরক্ষক হচ্ছেন শেরিফ, তিনি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। আর মার্শাল দুই রকম: ইউ এস মার্শাল ও সাময়িক (বা টাউন) মার্শাল। ইউ এস মার্শাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। সিনেটের অনুমোদনক্রমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রতিটা জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের জন্য একজন করে আইনরক্ষক মার্শাল নিযুক্ত করেন। এঁদেরকে ডিস্ট্রিক্ট মার্শালও বলা হয়। আর জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য শপথ গ্রহণ করিয়ে স্থানীয় ভাবে যে মার্শালকে আইন রক্ষার দায়িত্বে সাময়িক নিয়োগ দেয়া হয়, তার কাজ অনেকটা পুলিশ কনস্টেবলের মত।